হৃষিকেশ সাহা স্মৃতি
মেধা উৎসব ২০১৯
রবীন্দ্র ভবন, হল ২
৩রা অগাস্ট, সন্ধ্যা ৬টা থেকে
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আমন্ত্রণপত্র পাওয়া যাচ্ছে আগরতলা শোরুমে

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৫ তম বছর

সিস্টার মশলা
Sister
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিস্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 3 August 2019 ■ আগরতলা, ৩ আগস্ট, ২০১৯ ইং ■ ১৭ শ্রাবণ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

১২ হাজার অশিক্ষক পদ ঃ আদালত অবমাননার মামলায় নিস্তার পেল রাজ্য সরকার

১০৩২৩ অধ্যায়ের সমাপ্তিতেও নয়া মোড়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ আগস্ট।। অশিক্ষক পদ সৃষ্টি করে আদালত অবমাননার মামলায় নিস্তার পেল রাজ্য সরকার। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি উদয় উমেশ ললিত এবং বিচাপরতি বিনিত সারনের খন্ডপীঠ ওই মামলা খারিজ করে দিয়েছেন। একইসাথে এডহক শিক্ষকদের মেয়াদ বৃদ্ধির আবেদন সাপেক্ষে রাজ্য সরকারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে আদালতের নজরদারীর প্রয়োজন নেই বলে মন্তব্য করেছে সর্বোচ্চ আদালত। কারণ, রাজ্যে শিক্ষক ঘাটতির সমস্যা সমাধানে রাজ্য সরকারের গৃহীত পদক্ষেপে আদালত সন্তোষ প্রকাশ করেছে। ফলে, সুপ্রিম কোর্ট নজরদারী বন্ধ করছে রাজ্য সরকারকে জানিয়েছে আদালত। এদিকে, চাকুরীচ্যুত শিক্ষকদের ইন্টারল্যুকেটরি এপ্লিকেশন সর্বোচ্চ আদালত গ্রহণ করেনি। বরং ওই আবেদন বাতিল করতে চাইলে আবেদনকারীর আইনজীবি নিজেই মামলা প্রত্যাহার করে নেবেন বলে আদালতে অনুমতি চেয়ে নেন। আদালতও তাতে সম্মত হয়েছে বলে জানিয়েছেন আইনসচিব দাতামোহন জমাতিয়া। আজ আদালতের রায়ে চাকুরীচ্যুত শিক্ষকদের চাকুরীতে বহাল থাকার চেষ্টায় অন্তিম ভরসাও রইল না। তবে, গল্প নতুন মোড় চলেছে, সে-বিষয়েও সন্দেহের কোন কারণ আছে বলে মনে হচ্ছে না।

পক্ষভুক্ত নন এমন শিক্ষকদের চাকুরী বাতিল হবে না, ত্রিপুরা উচ্চ আদালতের রায়ের অনুচ্ছেদ ১২৭ এর ভিত্তিতে সুপ্রিম কোর্টে ইন্টারল্যুকেটরি এপ্লিকেশন গ্রহণ হয়নি। বরং তাঁদের আবেদন ভুল মন্তব্য করে বাতিল বলে সুপ্রিম কোর্টের বিচাপরতি উদয় উমেশ ললিত এবং বিনিত সারনের খন্ডপিঠ আদেশ জারি করার আগেই আবেদনকারীর আইনজীবি মামলা তুলে নেওয়ার আবেদন জানান। সুপ্রিম কোর্ট এই আবেদন মঞ্জুর করেছে। অবশ্য, চাকুরীচ্যুত শিক্ষক মামলায় গত ১ নভেম্বর চূড়ান্ত শুনানিতেই সুপ্রিম কোর্ট এডহক শিক্ষকদের মেয়াদ বৃদ্ধি করে বলেছিল, এই মামলায় আর কোন আবেদন গ্রহণ করা হবে না। তখনই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল, চাকুরীচ্যুত শিক্ষক মামলা সমাপ্ত। ফলে, সুপ্রিম কোর্টের আজকের এই রায় ত্রিপুরা হাইকোর্টেও প্রভাব ফেলবে বলে মনে করা হচ্ছে। কারণ, ত্রিপুরা হাইকোর্ট রাজ্য সরকারকে চার সপ্তাহের সময় দিয়ে পক্ষভুক্ত নন শিক্ষকদের এডহক মর্যদা কেন দেওয়া হচ্ছে, তা হলফনামা দিয়ে জানাতে বলেছে। অবশ্য, সুপ্রিম কোর্টের আজকের রায়ে আবারও স্পষ্ট এডহক শিক্ষকদের মেয়াদ ৩১ মার্চ ২০২০ পর্যন্তই বহাল থাকবে।

এদিকে, অশিক্ষক নিয়োগে আদালত অবমাননার মামলা এদিন সুপ্রিম কোর্ট খারিজ করে দিয়েছে। কারণ, চাকুরীচ্যুত শিক্ষকদের পুনর্বাসনে ওই পদ সৃষ্টি হয়নি তা রাজ্য সরকার আদালতে বোঝাতে পেরেছে। তাছাড়া, এডহক শিক্ষকদের মেয়াদ বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে সুপ্রিম কোর্টের নজরদারীরও এখন থেকে প্রয়োজন নেই বলে সর্বোচ্চ আদালত রায় দিয়েছে। কারণ, এডহক শিক্ষকদের মেয়াদ বৃদ্ধির প্রশ্নে রাজ্য সরকার যে সব পদক্ষেপ নেবে বলে সুপ্রিম কোর্টে জানিয়েছিল, তার অধিকাংশ নেওয়া হয়েছে। এডহক শিক্ষকদের মেয়াদ বৃদ্ধির আবেদনের সাপেক্ষে আদালতে রাজ্য সরকার শিক্ষক ঘাটতি মেটাতে শিক্ষক নিয়োগে এককালিন ছাড়, বিএড এবং ডিএলএড কোর্সে ভর্তির জন্য নানা সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করা, এনসিটিই নির্দেশিকা শিক্ষক নিয়োগ এবং নতুন করে টেট এর বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ, এই সমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করবে বলে হলফনামা দিয়ে জানিয়েছিল। এই সমস্ত বিষয়ে রাজ্য সরকার পদক্ষেপ নিয়েছে। তাই, সুপ্রিম কোর্টও তাতে সন্তোষ প্রকাশ করেছে, বলেন আইনমন্ত্রী রতন লাল নাথ।

এদিন আইনমন্ত্রী জানান, সুপ্রিম কোর্টে রাজ্য সরকারের জয় হয়েছে। আদালত অবমাননার মামলায় রাজ্য সরকার নিস্তার পেয়েছে। পাশাপাশি তিনি উল্লেখ করেন, শিক্ষক নিয়োগের রাজ্য সরকারের গৃহীত পদক্ষেপেই আদালত অবমাননার বিষয়টি খারিজ হয়েছে। তাঁর কথায়, রাজ্য সরকার শিক্ষক নিয়োগে এনসিটিই'র নির্দেশিকা পালন করছে। ইতিমধ্যে, শিক্ষক নিয়োগে এককালীন ছাড় মিলেছে। তাই, আগামী অক্টোবর ও নভেম্বরে টেট পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। তাঁর দাবি, প্রায় ৯০ হাজার টেট পরীক্ষায় আবেদন জমা পড়েছে। তিনি আরও জানান, মুখ্যমন্ত্রী বিএড অনুপ্রেরণা যোজনা চালু করেছে রাজ্য সরকার। তাছাড়া, বিএড ও ডিএলএড কোর্সের জন্য রাজ্য সরকার স্পন্সর করছে। উপজাতি ছাত্রছাত্রীদেরও বিএড ও ডিএলএড কোর্সের সুযোগ করে দিয়েছে রাজ্য সরকার। এছাড়া, শিক্ষক নিয়োগও করেছে রাজ্য সরকার। এ সমস্ত কারণেই আদালত অবমাননার মামলাটি খারিজ হয়েছে বলে দাবি করেন তিনি।

প্রসঙ্গত, ২০১৪ সালের ৭ মে ত্রিপুরা হাইকোর্ট ১০৩২৩ জন শিক্ষকের চাকুরী বাতিল করেছিল। তাতে, ত্রিপুরা সরকার সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল। কিন্তু, সুপ্রিম কোর্টও ত্রিপুরা হাইকোর্টের রায় বহাল রেখেছে। তবে, সুপ্রিম কোর্ট দুই দফায় চাকুরীচ্যুত শিক্ষকদের এডহক ভিত্তিতে নিয়োগে সুযোগ দিয়েছে। তদানিন্তন বামফ্রন্ট সরকার ওই সময় ১২০০০ অশিক্ষক পদ সৃষ্টি পরেছিল। কিন্তু, চাকুরীচ্যুত শিক্ষকদের পুনর্বাসনে ওই পদ সৃষ্টি করা হয়েছে বলে ২০১৭ সালে আদালত অবমাননার মামলা দায়ের করেন দেবাশীষ পাল চৌধুরী। একদিকে, চাকুরীচ্যুত শিক্ষক মামলায় নতুন করে শুনানির সুযোগ আজ দেয়নি আদালত। তেমনি অশিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত আদালত অবমাননার মামলাও খারিজ করে দিল সুপ্রিম কোর্ট। ফলে, আগামী ৩১ মার্চের পর চাকুরীচ্যুত শিক্ষকরা রাজ্য সরকারের নতুন মাথাব্যাথার কারণ হয়ে উঠবে। কারণ, অশিক্ষক পদে নিয়োগ বাতিল করেনি সুপ্রিম কোর্ট। তার সাংবিধানিক বৈধতা নিয়েও প্রশ্ন তুলেনি আদালত। ফলে, ১২০০০ অশিক্ষক পদ আজ কার্য্যত আইনী বৈধতা পেয়েছে বলেই মনে করা হচ্ছে। তাই, ওই পদে চাকুরীচ্যুত শিক্ষকদের নিয়োগে চাপ বাড়বে রাজ্য সরকারের উপর, এমনটাই মনে করা হচ্ছে। অবশ্যই, বিরোধীরা এই ইস্যুতে সোচ্চার হবে, তা অনুমান করা যাচ্ছে।

ঋণ প্রদানে জালিয়াতি, দুই ব্যাঙ্ক কর্মীকে হাতেনাতে ধরে পুলিশে দিল জনতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ আগস্ট।। বেসরকারি ব্যাঙ্কে ঋণ প্রদানে জালিয়াতির ঘটনায় পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল। তবে, পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসলেও, জালিয়াতির ঘটনায় দোষীদের শাস্তির দাবি উঠেছে। অভিযুক্ত দুই ব্যাঙ্ক কর্মীকে আটক করে পুলিশে দিয়েছেন ক্ষুব্ধ জনতা।

আরবিএল ব্যাঙ্কের তেলিয়ামুড়া শাখায় তিন মাস আগে ঋণের আবেদন জানিয়েছিলেন চাকমাঘাটের বাসিন্দা দিব্যেন্দু দাসের স্ত্রী বাসনা দাস। ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ প্রসেসিং ফি বাবদ ১,৫০০ টাকা জমা দিতে বলেছিলেন তাঁকে। কিন্তু, সেই টাকা সময়মতো জমা দিতে না পারায় তাঁর ঋণের আবেদন বাতিল করে দেন ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ। বাসনা দাস জানিয়েছেন, প্রগতি গ্রুপের মাধ্যমে আরবিএল ব্যাঙ্ক থেকে ঋণের আবেদন জানিয়েছিলাম। কিন্তু, প্রসেসিং ফি সময়মতো জমা দিতে না পারায় ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ ঋণের আবেদন বাতিল করে দিয়েছেন।

তিনি জানান, সম্প্রতি অন্য ব্যাঙ্কে ঋণের আবেদন জানিয়েছিলাম। কিন্তু, তখন ওই ব্যাঙ্ককে জানানো হয়েছে, আমার নামে একটি ঋণ নেওয়া হয়েছে এবং ওই ঋণের কিস্তির টাকা সময়মতো মেটানো হচ্ছে না। তিনি বলেন, এ-বিষয়ে খোঁজ নিয়ে জানতে পেরেছি, রেখা দেবনাথ ওই ঋণ নিয়েছেন। তবে, আরবিএল ব্যাঙ্কে তাঁর জমা দেওয়া কাগজপত্র ব্যবহার করে রেখা দেবনাথ ঋণ পেয়েছেন। শুধু তাই নয়, তিনি ঋণের কিস্তির টাকাও সময়মতো মিটিয়ে দিচ্ছেন না।

বাসনা দাস বলেন, আরবিএল ব্যাঙ্কের ঋণ শাখার দুই কর্মী মণিশংকর দাস এবং শুভজিৎ দেবনাথ ওই জালিয়াতির সাথে যুক্ত রয়েছেন। কারণ, তাঁদের এলাকাবাসী ঘেরাও করে জিজ্ঞাসাবাদে কাগজপত্র হেরফেরের বিষয়টি তারা স্বীকার করেছেন। ওই ঘটনায় পুলিশে খবর দেওয়া হলে, বিষয়টি মিটিয়ে নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ। তিনি বলেন, দুই ব্যাঙ্ককর্মীকে আটক করে পুলিশে খবর দেওয়া হলে, পুলিশ এসে তাদের ধরে নিয়ে যায়। কিন্তু, ঋণ মঞ্জুরের অজুহাতে কাগজপত্রের হেরফেরের ঘটনায় অভিযুক্ত দুই ব্যাঙ্ক কর্মীর বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি তুলেছেন বাসনা দাস। তিনি বলেন, তদন্ত করলে এমন জালিয়াতির আরও ঘটনা প্রকাশ্যে আসবে। তবে, ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ বিষয়টি ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করছেন বলে অভিযোগ উঠেছে।

কৈলাসহরে টমটম চালকদের বিক্ষোভ আন্দোলন, পথ অবরোধ। শুক্রবার তোলা নিজস্ব ছবি।

৪০ লক্ষ টাকা মূল্যের নেশার ট্যাবলেট ইয়াবা সহ আটক তিন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ আগস্ট।। প্রায় চল্লিশ লক্ষ টাকা মূল্যের ২০ হাজারটি নেশার ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করেছে ধলাই জেলার আমবাসা পুলিশ। এর সঙ্গে আটক করা হয়েছে তিন যুবককে। শুক্রবার এ তথ্য দিয়ে আমবাসা মহকুমা পুলিশ আধিকারিক আশিস দাশগুপ্ত জানান, গতকাল বিকেলে গোপন খবরের ভিত্তিতে আমবাসা থানা এলাকার সাধুটিলায় অসম-ত্রিপুরা ৮ নম্বর জাতীয় সড়কে পুলিশ টিআর ০১ এভি ৬২৯৬ নম্বরের একটি গাড়ি আটকে তাতে তল্লাশি চালানো হয়। তালশিতে গাড়ি থেকে প্রচুর পরিমাণেৎ ওই ইয়াবা ট্যাবলেটগুলি উদ্ধার করেন পুলিশের অভিযানকারীরা। সূত্রটি জানিয়েছে, কয়েকটি প্যাকেটে রাখা ছিল নেশার ট্যাবলেটগুলি। পুলিশ তাদের আটক করে গাড়ি-সহ থানায় নিয়ে আসে। ধৃত তিন জনের নাম নিজাম, জসিম এবং শাজাহান। এই তিন যুবকের বাড়ি সিপাহিজলা জেলার সোনামুড়া এলাকায়।

থানায় এগুলি গুণে দেখায় যায় মোট ২০ হাজার ট্যাবলেট রয়েছে। উদ্ধারকৃত নেশা সামগ্রীর বাজার মূল্য প্রায় ৪০ লাখ টাকার বেশি বলে আমবাসা মহকুমা পুলিশ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আমবাসায় রেল লাইনে ঝাপ দিয়ে যুবতী আত্মঘাতী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ আগস্ট।। আমবাসা রেল ষ্টেশন সংলগ্ন রেল ট্রেকে মরণ ঝাঁপ এক যুবতীব। যুবতীর পরিচয় জানা যায়নি। এইদিন বিকালে রাজধানী এক্সপ্রেসের সম্মূখে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করে এই যুবতী। ওই যুবতি রাজধানী এক্সপ্রেসে ঝাঁপ দেওয়ার ফলে ইঞ্জিনের মধ্যেই আটকে থাকে এই যুবতীর দেহ। ট্রেনটি দিল্লি থেকে আগরতলার উদেশ্যে যাওয়ার সময় আমবাসা রেল স্টেশন সংলগ্ন স্থানে ঘটে এই ঘটনা।

ঘটনার পর ট্রেনটি দাড়িয়ে যায়। খবর দেওয়া হয় রেল পুলিশকে। পরে রেল পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠায়। কিন্তু এই যুবতীর কোন পরিচয় এখন পর্যন্ত জানা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যসভায় পাশ হয়ে গেল ইউএপিএ সংশোধনী বিল

নয়াদিল্লি, ২ আগস্ট।। লোকসভার পর এবার রাজ্যসভাতেও পাশ হয়ে গেল ইউএপিএ (আনল''ফুল অ্যাক্টিভিটিজ (প্রিভেনশন) অ্যাক্ট) সংশোধনী বিল, ২০১৯। বিরোধীদের প্রবল অসম্মতির মধ্যেই ভোটাভুটির পর সংসদের উচ্চকক্ষে শুক্রবার পাশ হয়ে যায় বেআইনি কার্যকলাপ প্রতিরোধ আইন সংশোধনী বিল (ইউএপিএ), ২০১৯। রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ স্বাক্ষর করলেই তা আইনে পরিণত হবে। ইউএপিএ আইনে পরিণত হলে সন্দেহের বশে যে কোনও ব্যক্তিকে সন্ত্রাসবাদী তকমা দিয়ে গ্রেফতার করা যাবে।

এদিন রাজ্যসভায় ভোটাভুটি চলাকালীন সংশোধনী বিলটির পক্ষে ভোট দেন ১৪৭ সাংসদ। মাত্র ৪২ জন সাংসদ ভোট দেন বিপক্ষে। বিলটি নিয়ে আলোচনা চলাকালীন রাজ্যসভায় কংগ্রেস সাংসদ পি চিদম্বরম বলেন, '২০০৮ সালে যখন আমি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব নিয়েছিলাম, তখন আমি বলেছিলাম যে সন্ত্রাস দমন তিনটি ভিত্তিতে হতে পারে - এনআইএ, এনএটিজিআরআইডি (ন্যাটগ্রিড) এবং এনসিটিসি। আজ আমাদের কেবল একটি ভিত্তি রয়েছে, ন্যাটগ্রিড ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

দুই নাবালক শ্রমিকের অস্ত্রের আঘাতে রক্তাক্ত গ্যারেজ মালিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২ আগস্ট।। দুই নাবালক শ্রমিকের ধারালো অস্ত্রের আঘাতে রক্তাক্ত হল গ্যারেজের মালিক। ঘটনা দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বাইখোড়া মুহুরিপুর রোডে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। দক্ষিণ জেলার বাইখোড়া মুহুরীপুর রোডে সমীর সরকারের একটি গ্যারেজ রয়েছে। ওই গ্যারেজে দুই নাবালক শ্রমিক হিসেবে কাজ করত। এর মধ্যে একজন গ্যারেজের মালিক সমীর সরকারের বাড়িতেই থাকত। বৃহস্পতিবার রাতে সমীর সরকারের নিঃসঙ্গতার সুযোগ নিয়ে ওই দুই নাবালক শ্রমিক কর্মচারী গ্যারেজের ভিতরেই ধারালো অস্ত্র দিয়ে গ্যারেজের মালিক সমীর সরকারকে কুপিয়ে হত্যার চেষ্টা করে। তাতে সমীর সরকার গুরুতরভাবে আহত হয়। চিৎকারে স্থানীয় লোকজনরা ছুটে এসে তাকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে প্রথমে বাইখোড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যায়। সমীর সরকারের অবস্থা সঙ্কটজনক হওয়ায় সেখান থেকে জিবি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। এই ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় তীব্র ক্ষোভ ও উত্তেজনা দেখা দেয়। স্থানীয় অভিযুক্ত দুই নাবালককে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

অবৈধ ই-রিকশা চলাচলে নিষেধাজ্ঞা প্রতিবাদে রাজ্যে জুড়ে বিক্ষোভ, অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাঞ্চনপুর/আগরতলা, ২ আগস্ট।। রাজ্য সরকার ও পরিবহণ দপ্তরের নির্দেশ মত পহেলা আগস্ট থেকে রেজিস্ট্রেশন ইন্সুরেন্স ও ড্রাইভিং লাইসেন্স ছাড়া সমস্ত রকম ই রিক্সা বা টমটম উপর নিষেধাজ্ঞা জারির প্রতিবাদে কৈলাশহর এর সমস্ত টুকটুক চালকরা আজ সকাল থেকে বিক্ষোভ আন্দোলনে শামিল হয়। সরকার যদি অবিলম্বে নির্দেশ প্রত্যাহার না করে তাহলে তারা অনির্দিষ্টকালের জন্য আন্দোলনে শামিল হবে। এমনকি ই রিক্সা ও তার আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র বিক্রির যে সমস্ত দোকান আছে সবগুলি ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের হুমকিও দেয়। হঠাৎ করে ই রিকশা পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়ায় নাজেহাল স্কুল কলেজ ও অফিস যাত্রীরা।

উত্তপ্ত পরিস্থিতির জন্য জেলাশাসক ই রিক্সা চালকদের সাথে দুপুর একটা নাগাদ বৈঠকের সিদ্ধান্ত নেয় । বৈঠক শেষে সমাধান সূত্র বেরিয়ে না আসলে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হওয়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে। জেলাশাসক এর সাথে জরুরি বৈঠকের পরও কোন ধরনের সমাধান সূত্র বেরিয়ে না আসায় বিক্ষুব্ধ ই রিক্সা চালকরা কৈলাশহর-কুমারঘাট সড়কের কৈলাশহর বিমানবন্দর সংলগ্ন জায়গায় পথ অবরোধ করে। প্রায় পাঁচ শতাধিক ই রিক্সা চালকরা পথ অবরোধ করে। পরিস্থিতি ক্রমশ অবনতির দিকে যাচ্ছে।

জরুরি বৈঠকে জেলাশাসক ই রিক্সা চালকদের সাথে অসৌজন্যমূলক আচরণ করেছে বলে অভিযোগ করেন ই রিকশাচালকেরা। অবশেষে কৈলাশহর মহকুমা শাসক বিশাল কুমারের হস্তক্ষেপে সাময়িক ভাবে অবরোধ মুক্ত হল কৈলাশহর কুমারঘাট সড়ক। ই রিক্সা চালক ও মালিকদের দাবি মত কৈলাশহর থানায় আটক ১১ টি ই রিক্সা ৪ ঘণ্টার মধ্যে বিনা শর্তে মুক্তি দেওয়া এবং ট্রান্সপোর্ট দপ্তরের সাথে কথা বলে রেজিস্ট্রেশন লাইসেন্স ও ইন্সুরেন্স করার সময় সীমা বৃদ্ধির প্রতিশ্রুতি মূলে অবরোধ মুক্ত হল কৈলাশহর কুমারঘাট সড়ক। মহকুমা শাসকের আশ্বাস অনুযায়ী ৪ ঘণ্টার মধ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ না করলে ই রিক্সা চালক ও তাদের পরিবার সহ একত্রে অনির্দিষ্টকালের জন্য সড়ক অবরোধ ও অনশনে বসার হুমকি দিয়ে রাখলো ই রিক্সা চালক ও মালিকপক্ষ।

এদিকে, ই-রিক্সা চালকরা ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে শামিল হওয়ার উদ্যোগ নিচ্ছে। তাতে সাড়া না দিলে রাজ্যে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটার যথেষ্ট আশঙ্কা রয়েছে।

ই-রিক্সা চলাচলের উপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা জারির পরিপ্রেক্ষিতে বিপাকে পড়েছে ই-রিক্সা চালক ও তাদের পরিবার। রুটি রোজগার বন্ধ হয়ে যাওয়ায় অনাহার অর্ধাহার নিত্য সঙ্গী হয়ে উঠা আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। দিশেহারা ই-রিক্সা শ্রমিকরা শুক্রবার মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি বাস ভবনে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে বিমুখ হয়ে ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির নিরাপত্তা কর্মীরা তাদেরকে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সরকারি বাস ভবনে দেখা করতে দেয়নি। তাদেরকে মহাকরণে যোগাযোগ করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। তাতে শ্রমিকদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষের সৃষ্টি হয়। ক্ষুব্ধ শ্রমিকরা জানান, বৃহস্পতিবার থেকে ই-রিক্সা চলাচল বন্ধ করে দেওয়াই চালকদের অনেকেই বাড়ি ফেরেননি। কারণ বাড়ি ফিরতে হলে স্ত্রী সন্তান ও বৃদ্ধ পিতা-মাতার মুখে আহার তুলে দেওয়ার জন্য কিছু নিয়ে ঘরে ফিরতে হবে।

অনেকেই পুরোনো মোটরস্ট্যান্ডে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৫ ▫ সংখ্যা ২৯৩ ▫ ৩ আগস্ট ২০১৯ ইং ▫ ১৭ শ্রাবণ ▫ শনিবার ▫ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

আইন ও মানবিকতা

রাজধানী শহর আগরতলায় ই-রিক্সা টমটম যখন প্রথম যাত্রা শুরু করে তখন সরকার বোবা ও কালার ভূমিকায় ছিলেন। সরকারের প্রচ্ছন্ন আস্কারাতেই এই শহর আগরতলায় টমটমের সগৌরব যাত্রা দেখা যায়। এই টমটম রাজপথে প্রথম প্রতিরোধে নামে অটো চালকরা। কারণ, অটো রিক্সার যাত্রীদের টানিয়া নেয় টমটম। টমটমের অবাধ গতি। নির্দিষ্ট কোনও রোড ছিল না টমটমের। শহরময় যত্রতত্র যাত্রী টানিবার সুযোগও জুটিয়াছে তাহাদের কপালে। যাত্রীতে থাবা বসানোয় অটো রিক্সা চালকরাও ক্ষোভে ফুঁসিতে থাকে। বাধা দেয় টমটমকে। পুলিশ তখন এক্ষেত্রে টমটমের পক্ষে থাকে। কারণ তখন অনেককেই সওয়াল করিতে দেখা গিয়াছে টমটম পরিবেশ বান্ধব। আজ এই বান্ধবের কি নিদারুন পরিণতি। নব্বই শতাংশ টমটমই নাকি বেআইনী। বৈধ কাগজপত্র নাই। বামফ্রন্ট সরকার এই অবৈধ ব্যবস্থাকেই মান্যতা দিয়াছে। কারণ মানবিক। বেকারদের পেটে লাথি দিতে চায় না বলিয়া। আর মানবিক সরকারের কল্যাণে গণহারে টমটম নামিয়া পড়ে শহরে। শুধু শহর আগরতলা নহে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে এই টমটমের ভীড় উপচাইয়া পড়ে। ধর্মনগরে তো টমটমের ছড়াছড়ি। এই টমটমের কল্যাণে প্যাডেল চালিত রিক্সার অবস্থা সঙ্গীন। শহর আগরতলাতেও শত শত মোটর চালিত প্যাডেল রিক্সা দিব্যি চলিতেছে। এইগুলিও চরম বেআইনী। এই ব্যাটারী চালিত রিক্সাকেও হাইকোর্ট বেআইনী ঘোষণা দিয়াছে। এই বিষয়ে রাজ্য সরকার নতুন রুলস তৈরী করিয়াছে। হাইকোর্টকে তাহা অবহিতও করা হইয়াছে। এই বেআইনী টমটম ও বেআইনী মটর চালিত রিক্সার ব্যাপাক হারে শহরে নামিয়াছিল বাম সরকারের আমলে। সস্তা জনপ্রিয়তার জন্য অনেক বেআইনী কাজকে মদত দেওয়ার ঘটনা নতুন নহে। বামফ্রন্ট সেই পথেরই অনুসারী থাকিয়াছে। যাহার মাশুল গুনিতেছে বেকার টমটম চালকরা। যেসব রিক্সা চালক ঘটিবাটি বিক্রি করিয়া রিক্সায় মটর লাগাইয়াছে তাহাদের পেটে লাথি দেওয়া মানবিক কারণেই সম্ভব হয় নাই। এই বিজেপি জোট সরকারও মটর রিক্সার বিরুদ্ধে এক পা আগাইয়া দুই পা পিছাইয়া আসিতেছে। কারণ রুলস সংশোধন করিয়া মটর চালিত প্যাডেল রিক্সাকে একটি নির্দিষ্ট গন্ডীর মধ্যে নিয়া আসার চেষ্টা হইতেছে।

একথা ঠিক বেআইনী কাজের প্রতি অনুকম্পা ও বেকারদের প্রতি সহানুভূতি দেখাইবার প্রতিযোগিতায় বামেরা অনেক বেশী অগ্রণী। ইতিহাসে তাহাই বারবার দেখা যাইতেছে। রাজপথ বা ফুটপাত দখল করিয়া বেআইনী ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া যাইবে না। সিপিএম এই দাবীতে রাজপথ কাঁপাইয়া মিছিলও করিয়াছে। রাজপথ বা ফুটপাত তো বেকার পুণর্বাসনের জায়গা নহে। এইসব বেআইনী ব্যবস্থাকে সমর্থন দিয়া সস্তা রাজনীতির জন্য বামেরা রীতিমতো ইতিহাস খ্যাত। বেকারদের জন্য, হকারদের জন্য নিশ্চয়ই সকলেরই সহানুভূতি আছে। তাই বলিয়া ফুটপাত দখল করিলেও কিছু বলা যাইবে না? ইহাকে সুশাসন বলে না। ইহাকে বলে কুশাসন। আইন ও অনুশাসনকে উপেক্ষা করিয়া বেআইনী কাজকে সমর্থন দেওয়ার মধ্যে কোনও কৃতিত্ব থাকিতে পারে না। এইসব ঘটনাকে প্রশ্রয় দেওয়ার মধ্যে সাময়িক জনপ্রিয়তা মিলিতে পারে কিন্তু আখেড়ে রাজ্যের সর্বনাশকেই আমন্ত্রণ জানাইবে।

বিজেপি রাজ্যে ক্ষমতাসীন হইয়াই বেশ কিছু সংস্কার কাজে হাত দিয়াছে। ইহার মধ্যে অন্যতম এই টমটম ও মটর চালিত প্যাডেল রিক্সা। এমনিতে সরকারের টনক নড়ে নাই। হাইকোর্ট দাবড়ানি দেওয়ার পর সরকার উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। বেকারদের ভাগ্য নিয়া এরাজ্যে অনেক খেলা হইয়াছে। দলবাজী, স্বজনপোষণের ভুরি ভুরি অভিযোগ আছে বাম সরকারের বিরুদ্ধে। বিজেপি ক্ষমতায় আসিবার পর সরকারী ক্ষেত্রে নিয়োগের ক্ষেত্রেও স্বচ্ছতাকে প্রাধান্য দিয়াছে। এখন পর্য্যন্ত নিয়োগে দলবাজীর অভিযোগ নাই। যদি, এই মুহূর্তে বিজেপি সরকার নতুন নিয়োগে উৎসাহী নহে। কারণ অর্থনৈতিক সংকটে আছে রাজ্য। তবে, রাজ্য সরকার মেধা ইত্যাদির মাধ্যমেই নিয়োগ করিবার সিদ্ধান্ত নিয়াছে। ফলে মুখ চিনিয়া মুগের ডালের সুযোগ না থাকিবার কথা। বিজেপি নেতৃত্ব বা সরকার বুঝিয়াছেন সরকারী চাকুরী দিয়া বেকার সমস্যার সমাধান অসম্ভব। যদি মেধার ভিত্তিতে নিয়োগ হয় সেক্ষেত্রে দলের মধ্যে ক্ষোভ অসন্তোষের সুযোগ কমিবে। হু হু করিয়া রাজ্যে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বাড়িতেছে। নিরুপায় বেকার যুবকরা টমটম চালাইয়া বাঁচিবার চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু, সেখানেও হতাশা গ্রাস করিয়াছে। রাজ্যে বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগও বাড়িতেছে না। এই অবস্থা চলিতে থাকিলে এক সময় হিংসা হানাহানি বাড়িতে পারে। ক্ষুধার আগুন মানুষকে হিতাহিত জ্ঞানশূণ্য করে। টমটম চালকদের সামনে তো এখন চরম দিশাহীনতা। কিন্তু, আইন তো মানিতে হইবে। বিজেপি সরকারকে এখন কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধির ক্ষেত্রকে অগ্রাধিকার দিতে হইবে। টমটম চালকদের বিড়ম্বনা চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিয়াছে আইন কত নির্মম, কত কঠোর।

শুক্রবার সন্ধ্যা থেকেই যান চলাচল শুরু হবে ডায়মন্ড হারবারে ১১৭ নম্বর জাতীয় সড়কে

ডায়মন্ড হারবার, ২ আগস্ট (হি. স.) : বৃহস্পতিবার সকালে দক্ষিণ ২৪ পরগণার ডায়মন্ড হারবার জেটিঘাটের কাছে ১১৭ নম্বর জাতীয় সড়কে প্রায় পঞ্চাশ ফুটের মত বিশাল ধস নামে। ঘটনাস্থলে সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে হুগলী নদীর উপর ঝুলন্ত উদ্যান নির্মাণের কাজ চলছিল। সেই কারণে নদীর ৩০ মিটার গভীরে গিয়ে বোরিং করে চলছিল নির্মাণ কাজ। তারই জেরে এলাকায় এই বিশাল ধস নামে বলে অভিযোগ করেন সুজন চক্রবর্তী সহ বিরোধী দলের নেতারা। এই বিশাল পরিমাণ ধসের ফলে বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই ডায়মন্ড হারবারের এই এলাকা থেকে যান চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়। ফলে সমস্যায় পড়ে কাকদ্বীপ, নামখানা, সাগর, বকখালী গামী গাড়িগুলি। তাদের জন্য অবশ্য প্রায় পনেরো কিলোমিটার দূর থেকে উস্তি শিরাকল রুট দিয়ে গাড়ি চালানো হয় কাকদ্বীপ, সাগর, বকখালীর উদ্দেশ্যে।

ঘটনার পরই নড়েচড়ে বসেছিল প্রশাসন। বৃহস্পতিবারই ঘটনাস্থল পরিদর্শনে আসেন দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা পরিষদের সভাধিপতি সামিমা শেখ সহ জেলা ও রাজ্যের উচ্চ পদস্থ আধিকারিকরা। অন্যদিকে বৃহস্পতিবার সকালে থেকে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় নদী বাঁধ মেরামতির কাজ শুরু করে প্রশাসন। শুক্র!বার প্রাথমিকভাবে রাস্তা ও বাঁধ মেরামতির কাজ হলেও এদিন সন্ধ্যার আগে এই রাস্তা দিয়ে কোন গাড়ি চলাচল করা যাবে না বলেই প্রশাসনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে। সন্ধ্যার পর থেকে এই রাস্তা দিয়ে ছোট ও হাল্কা গাড়ি ও পর্যটকদের গাড়িগুলিকে চালানো হবে বলে প্রশাসনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে। তবে এই রাস্তা সম্পূর্ণ মেরামতি করে স্বাভাবিক যান চলাচলের জন্য আরও পনেরো থেকে কুড়ি দিন সময় লাগবে বলে জানান হয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা প্রশাসনের তরফ থেকে।

এদিন ডায়মন্ড হারবারের ঘটনাস্থল পরিদর্শনে আসেন জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতরের প্রধান সচিব অমিত রায়, দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার জেলাশাসক পি উলগানাথান সহ বিভিন্ন দফতরের ইঞ্জিনিয়ার ও আধিকারিকরা। দ্রুত ও স্থায়ীভাবে কিভাবে এই বাঁধ নির্মাণ করা যায় তা নিয়ে একটি বৈঠক ও করেন আধিকারিকরা। তাছাড়া ডায়মন্ড হারবারের মহকুমা শাসকের নেতৃত্বে ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে প্রতি পনেরো দিন অন্তর অন্তর এই এলাকার নদীবাঁধের অবস্থা নিরিক্ষন করা হবে বলে জানিয়েছেন জেলা শাসক। তবে যতদিন না রাস্তা পুরোপুরি ঠিক হচ্ছে, ততদিন ভারী গারিগুলি উস্তি, সিরাকল বাইপাস দিয়েই চালানো হবে বলেন জানান জেলাশাসক।

পশ্চিমবঙ্গের নাম বদলের প্রস্তাব ও ভাবনা

শান্তনু রায়

নামে কিবা আসে যায়--- সাধারণভাবে এমন ভাবনাবিলাসী হলেও আসলে নামে অনেক ক্ষেত্রেই আসে যায়। তাই তো নামকরণ হয় আবার নাম পরিবর্তন হয়। প্রসঙ্গটি আবার সামনে এল, রাজ্যের নাম বদলের প্রস্তাব কেন্দ্রীয় সরকার এখনও অনুমোদন না দেওয়াজনিত কারণে সাম্প্রতিক বিতর্কের সূত্রপাতে।

অনেকেরই স্মরণে থাকতে পারে ১৯৯৯ সালে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীনও একবার রাজ্যের নাম বদল করে বাংলা ও ইংরেজি উভয়েই যদিও সংশোধনী প্রস্তাব অনুসারে বাংলা নামটিই অনুমোদিত হয়। এরপর ২০১১ সালে রাজ্যে নতুন সরকার আসার পরপরই নতুন করে সর্বসম্মত প্রস্তাব নেওয়া হয়, রাজ্যের নাম হবে পশ্চিমবঙ্গ---বাংলা ইংরেজি উভয় ভাষাতেই। সে সময় দিল্লির গদিতে ইউপিএ-২ সরকার, যার শরিক ছিল এ রাজ্যের শাসক দল। কিন্তু অনুমোদন আসেনি। ২০১৬ সালে তাড়াহুড়ো করে বিধানসভায় রাজ্যের নাম পরিবর্তন করে ' বাংলা' করার প্রস্তাব সংখ্যাধিক্যে পাশ করিয়ে নিযে অনুমোদনের জন্য দিল্লিতে পাঠিয়ে দেওয়া হল। যদিও তখনও রাজ্যের নাম পরিবর্তনে প্রয়োজনীয়তা এবং কী নাম হওয়া উচিত এ প্রশ্নে বিভিন্ন মতামত ছিল। কিন্তু সরকার কোনও শিক্ষবিদ ও ইতাহাসবিদদের কমিটি গঠন করে তাদের মতামত গ্রহণের পরোয়া করলেন না। দিল্লি থেকে সেই প্রস্তাবের অনুমোদন এখনও না মেলায় বর্তমান রাজনৈতিক আবহে চলতি বিতর্কে কিন্তু ব্যাপারটি বিজেপি-তৃণমূল দ্বৈরথে পর্যবসিত হয়েছে।

এখানে বলা প্রয়োজন যে এই নামবদলের এবং নতুন নামের প্রশ্নে ঐকমত্য হওয়া দুরূহ, বিশেষত বর্তমান রাজনৈতিক আবহে। বলা বাহুল্য, গত তিন বছরে প্রধানত এই রাজ্যের রাজনৈতিক চালচিত্রে অনেকখানি পরিবর্তন হয়েছে। সাধারণভাবে রাজ্যের নাম বদলের এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে চটজলদি সিদ্ধান্তের পরিবর্তে আরও বিস্তারিত আলোচনা, বিতর্কের পর ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে হওয়া বাঞ্ছানীয় ছিল। কিন্তু বর্তমানে তা বোধহয় সম্ভব নয়। রাজ্যের শাসকদল এই প্রশ্ন বাংলা ভাষা ও সাংস্কৃতিক ভাবাবেগকে মূলধন করে রাজনৈতিক আধিপত্য অটুট রাখতে মরিয়া। সেহেতু রাজ্যের এ সম্পর্কিত প্রস্তাবে এখনও পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন না পাওয়াকে রাজ্যের প্রতি বঞ্চনা বলে প্রচার চলছে। অন্যদিকে এ রাজ্যের বিশিষ্টজনেরাও এ প্রশ্নে দ্বিধাবিভক্ত। নতুন নাম কী হবে সে প্রশ্নেও বিদ্বজ্জদের ভিন্ন ভিন্ন মত।

কিন্তু প্রথমেই যে প্রশ্ন মনে জাগে তা হল রাজ্যের এই নাম বদলের কী সত্যই কোনও প্রয়োজন আছে? মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায় রাজ্যে 'উন্নয়নের কর্মযজ্ঞে' রাজ্যের বর্তমান নাম কীভাবে অসুবিধা বা বিঘ্ন হচ্ছে তা প্রশ্নও উঠছে। সত্যিই কি রাজ্যের নাম পরিবর্তন না হলে রাজ্যে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির চর্চা ও প্রসার কোনভাবে বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে?

নাম বদলের সপক্ষে প্রধানত যে দুটি যুক্তির অবতারণা করা হয় তা হল—পূর্ববঙ্গ নামে কোনও ভূখণ্ড নেই। কাজেই পশ্চিমের কথাটি অপ্রয়োজনীয় এবং বিভ্রান্তিকর। দ্বিতীয়ত ইংরেজি বর্ণমালায় 'ডব্লিউ' অক্ষরটি শেষের থাকায় নাকি সংসদে বা জাতীয় স্তরের আলোচনাসভায় এ রাজ্যের প্রতিনিধিরা সবশেষে বলার সুযোগ পান যখন অন্য রাজ্যের প্রতিনিধিরা এবং সভার সভাপতি ক্লান্ত হয়ে পড়েন। এবং এর ফলে রাজ্যের অনেক গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্যই মনোযোগী বিবেচনা পায় না এবং সে কারণে অনেক ন্যায্য দাবিই উপেক্ষিত হয়। অতএব বর্ণমালায় ক্রয় অগ্রগতির জন্য আগের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। এমনও কেউ কেউ বলছেন যে পশ্চিমবঙ্গ শব্দটিই বোকাবোকা, কাণণ পূর্ববঙ্গ শব্দটারই তো আর কোনও অস্তিত্ব নেই, তাছাড়া বালা শব্দটা শুনতে ভাল লাগে। অনেকে একধাপ এগিয়ে বলছেন, আগে তো বাংলা নাম ছিল, সে কারণে দেশবিভাগের সময় পশ্চিমবঙ্গ নামকরণটাই ভুল হয়েছিল, কারণ বিভাজিত পূর্বাশের নাম হয়েছিল পূর্ব পাকিস্তান, পূর্ববঙ্গ নয়। যদিও এদের অনেকেই স্বীকার করেন যে পশ্চিমবঙ্গ নামের পিছনে একটা ঐতিহাসিক কারণ ছিল।

প্রসঙ্গত অনেকে আবার সুবিধা অনুযায়ী পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সরকারি অনুকূল্য প্রাপ্তির লক্ষ্যে মতামত সম্পূর্ণ পাল্টে ফেলেছেন। যেমন রাজ্যের নামবদলের প্রস্তাব যখন রাজ্য বিধানসভায় পাশ হয় তার অব্যবহিত পরে একটি বহুল প্রচারিত সংবাদপত্রে (দৈনিক স্টেটসম্যান হয়) সম্পাদকীয় স্তম্ভে লেখা হয়েছিল ' এই প্রস্তাব আসলে ইতিহাসের এক কলঙ্কজনক অধ্যায় এবং তার দুরপনেয় ক্ষতকে অস্বীকার করার প্রচেষ্টা?' এখন কিন্তু তাঁরা সম্পূর্ণ ভিন্ন সুর ধরেছেন।

একথা সকলের জানা যে স্বাধীনতার উষালগ্নে তৎকালীন ভারতবর্ষ বিভাজনের কালে বাংলা ভাষাভাষি অঞ্চল বঙ্গও বিভাজিত হয় পশ্চিমবঙ্গ এবং পূর্ববঙ্গে। আজ পূর্ববঙ্গ নাম কোনও রাজ্য বা রাষ্ট্র নেই বলে পশ্চিমবঙ্গের 'পশ্চিম' ঝেড়ে ফেলতে হবে এর কোনও সঙ্গত কারণ আছে কিনা সেটাই বিবেচ্য। বরং পশ্চিমবঙ্গ নাম থাকলেই সর্বদা একথা স্মরণে আসবে যে এর একটা পূর্ব অংশ আছে বা ছিল এবং কীভাবে ভারতবর্ষের অঙ্গরাজ্য পশ্চিমবঙ্গের গঠন হয়েছিল—এর সঙ্গে এক বিশাল জনগোষ্ঠার জীবনসংগ্রাম ও এই রাজ্যে তাদের কান্না-ঘাম-রক্তের মাধ্যমে নতুন করে বসতি স্থাপনের বিশাল অনিশ্চয়তা মধ্যেও ভভিষ্যৎ প্রজন্মের সুস্থ ও নিরাপদ ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত করার আপ্রাণ প্রচেষ্টার ইতিহাসও জড়িত। এই অনুভূতির যন্ত্রণা হয়ত আজ সকলকে একইভাবে দগ্ধ করে না। কারণ বাঙালি বোধকরি কিঞ্চিৎ আত্মবিস্মৃত জাতি।

প্রসঙ্গত দেশভাগের সময় থেকেই পূর্বপ্রান্তে যে দেশত্যাগ বা নিস্ক্রমণের সূচনা তা 'এক্সোডাস' বা অভিনিস্ক্রমণে রূপান্তরিত হল বছর দুয়েকের মধ্যে। বহু মানুষের চোখের জল, পূর্বপুরুষের ভিটেমাটি স্বজন সম্ভ্রম হারানোর বেদনা, অত্যাচারিত হয় প্রাণভয়ে শরণার্থীস্রোতে ভেসে অচেনা ভূখণ্ডে (পশ্চিমবঙ্গে) নতুন করে আত্মপ্রতিষ্ঠার কঠিন সংগ্রামের সে উপাখ্যান হৃদয়ের অনেক রক্তক্ষরণে সম্পৃক্ত। সেই মহাঅনিশ্চয়তার সময়ে এই পশ্চিমবঙ্গেরই বিভিন্ন শরণার্থী ক্যাম্পে অশ্রিতজনের মর্মস্পর্শী যাপন ও বিভিন্ন স্থানে সদ্য গড়ে ওঠা বসতি বা কলোনিগুলিতে উত্তরণের অভিমুখে অভিযাত্রার সেই বিস্ময়কর জীবনসংগ্রামের আশ্চর্য সব কাহিনি ও এক ইতিহাসেরএক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়, যার খণ্ডচিত্র উপজীব্য হয়েছে বাংলা সাহিত্য,চলচ্চিত্রেও, যার সঙ্গে সম্পৃক্ত পশ্চিমবঙ্গ নামটি। আবার একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধের সময়ও স্বাধীন বাংলার অস্থায়ী সরকারের সদ দফতর ছিল এ রাজ্যে পশ্চিমবঙ্গে, প্রাণভয়ে প্রায় এদেশে আসা প্রায় এক কোটি শরণার্থী অধিকাংশ তখন আশ্রয় মিলেছিল এই পশ্চিমবঙ্গে। তার পরবর্তীতেও শরণার্থী আগমন হয়েছে প্রধানত এই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যেই। হয়ত সে ইতিহাস স্মরণে অনেকে এখন পরামুখ বা গোপন রাখতেই আগ্রহী, এমনকী বঙ্গীয় বৌদ্ধিক মহলের একাংশও সেই পথের পথিক। কিন্তু অধ্যাপক পবিত্র সরকারের অনুভূতিতেও কেন মানুষ কষ্টের স্মৃতি মুছে দিতে চায় জানি না, ইতিহাসকে কি ওভাবে মুছে দেওয়া অতই সহজ?

অন্যদিকে যাঁরা পশ্চিমবঙ্গের নাম বঙ্গ রাখার যুক্তি দেখাচ্ছেন, তাঁরা এই সত্য ভুলে যাচ্ছেন যে পূর্বতন বঙ্গের সঙ্গে বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের ভৌগোলিক আয়তন বা সীমারেখার কোনও মিল নেই। বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের আয়তন ৮৮,৭৫২ বর্গ কিলোমিটার এবং বর্তমান বাংলাদেশ বা পূর্বতন পূর্ববঙ্গের আয়তন ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কিলোমিটার। যদি এই উভয় অংশ মিলিয়ে অবিভক্ত বাংলা ধরা হয় (মুঘল আমলের বা ব্রিটিশ শাসনের প্রথম দিকের বাংলার আয়তন বিবেচনা নাও যদি কর করা হয়) তাহলে দেখা যাবে পশ্চিমবঙ্গের আয়তন তৎকালীন বঙ্গদেশের মাত্র এক -তৃতীয়াংশ। এখন প্রশ্ন অংশ কীভাবে সমগ্রের নাম ধারণ করবে। এবং অংশকে এভাবে সমগ্রের পরিচিতি দিলে তা ঐতিহাসিকভাবে ভুল করা হবে। এখানে স্মরণে রাখা প্রয়োজন যে বাংলাদেশ নামে আগে কোনও রাষ্ট্র বা রাজ্য ছিল না।

তৎকালীন পূর্ববঙ্গের জনসাধারণের ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ হয়ে স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামের ফলস্বরূপ ওই বিশেষ ভূখণ্ড পাকিস্তান রাষ্ট্র থেকে পৃথক হয়ে একটি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলা ভাষাভাষি রাষ্ট্র 'বাংলাদেশ' নামে আত্মপ্রকাশ করে। এই ভূখণ্ডতো একসময় পূর্ব পাকিস্তান নামেও পরিচিত হয়েছিল। এরজন্য আরেকটি পৃথক রাষ্ট্র ভারতবর্ষের অঙ্গরাজ্য পশ্চিমবঙ্গের নাম, যে নাম স্বাধীনতার পর থেকে আজ দীর্ঘ সাত দশক ধরে চলে আসছে, সারা পৃথিবীতে যে নামে রাজ্যটি পরিচিত তা পরিবর্তনের যৌক্তিকতা কোথায়?

কেউ কেউ পাঞ্জাব নামের উল্লেখ করে বলছেন ভারতবর্ষে পাঞ্জাব নাম প্রদেশ আছে আবার পাকিস্তানেও এই নামে একটি প্রদেশ আছে, যেগুলি অবিভক্ত পাঞ্জাবের দুটি অংশ এবং দুটি রাষ্ট্রে দুটি অঙ্গরাজ্য। অনেকে জার্মানির কথা বলেন। কিন্তু সেক্ষেত্রে পশ্চিম জার্মানি এবং পূর্ব জার্মানি যুক্ত হয়ে জার্মানি গঠিত হয়েছে। দুটি উদাহরণের কোনওটির সঙ্গেই পশ্চিমবঙ্গের নাম পরিবর্তনের প্রস্তাব তুলনীয় নয়।

আবার বাঙালি অধ্যুষিত পূর্ব ভূখণ্ড রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ নামে এক পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্রে রূপান্তরের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় আমরা আমাদের রাজ্যের নাম পরিবর্তনে নেমে পড়বে---এও কাম্য নয়। বরং আন্তর্জার্তিক পরিসরে একই ভাষাভাষী হলেও বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রে বাঙালি এবং ভারতীয় রাষ্ট্রে এক অঙ্গরাজ্য পশ্চিমবঙ্গের বাঙালির পৃথক সত্তা চিহ্নিত করতে কোনভাবেই এই রাজ্যের নাম বাংলা হওয়া উচিত নয়। স্মরণীয় যে বিট্রেন ও আমেরিকায় বসবাসকারী বাঙালিদের অধিকাংশই এ রাজ্যের বা এ রাষ্ট্রে নন,তারা বাংলাদেশের নাগরিক।

এই পরিপ্রেক্ষিতে এও ভাবনায় থাকা দরকার যে বাংলাদেশ নামে একটি পৃথক ভূখণ্ড থাকায় এদেশের এক অঙ্গ রাজ্যেরও নামকরণ বাংলা করার প্রস্তাবে অনুমোদন দিতে কেন্দ্রীয় সরকারের আপত্তি বৈধ কারণও থাকতে পারে যা একেবারে উড়িয়ে দেওয়ার নয়, যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর ধুয়ো তুলে বাজার গরম করাও অসমিচীন যতই বাংলা নামটা শুনতে ভাল লাগুক না কেন।

প্রশ্ন হল, এই দেশেই উত্তরপ্রদেশ বলে এক রাজ্য আছে, যদিও দক্ষিণ প্রদেশ বলে কোনও রাজ্যে নেই, ছিল না কোনওদিন। আবার কোনও বহিপ্রদেশ বা নিম্নপ্রদেশ না থাকলেও মধ্যপ্রদেশ নামে রাজ্যের অস্তিত্ব আছে ছিক যেমন দক্ষিণাঞ্চল না থাকলেও উত্তরাঞ্চলে অসুবিধা হয়নি। সেজন্য ইতিহাসের এক সন্ধিক্ষণে গঠিত পশ্চিমবঙ্গের নাম, পূর্ববঙ্গ একটি বাংলা ভাষাভাষী রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে এই অজুহাতে, পরিবর্তন করা যুক্তিযুক্ত নয়, কাম্যও নয়। অনেকে আবার জেনেশুনে বুঝেই আবেগে সম্মোহিত করতে বলছেন যে যেহেতু আমরা বাংলায় কথা বলি বা ও রাজ্যের অধিকাংশ অধিবাসী বাংলা ভাষাও সংস্কৃতির সঙ্গেই সম্পর্কিত সেজন্য রাজ্যের নাম বাংলা হওয়া উচিত। এ যুক্তিও ধোপে টেকে না। কারণ ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠন হলেও রাজ্যের নাম অনেকক্ষেত্রেই সে রাজ্যের অধিবাসীদের ব্যবহার্য ভাষার নাম দিয়ে নামকরণ হয়নি। উদাহরণ বিহার, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশে, অন্ধ্রপ্রদেশ, কের, কর্ণাটক ইত্যাদি। কিন্তু সেজন্য ওইসব রাজ্যে অধিবাসীদের নিজস্ব ভাষা সংস্কৃতি শিক্ষাচর্চা ও ক্রমপ্রসারের অসুবিধা হয়নি। কারণ নিজেদের ভাষা সংস্কৃতির প্রতি তাঁদের ঐকান্তিক অনুরাগ দৃষ্টান্তস্বরূপ। এ রাজ্যের একাংশ আত্মবিস্মৃত বঙ্গজনদের মতো নিজেদের সমৃদ্ধ সংস্কৃতির চালচত্রি সম্পর্কে উদাসীন আর ভুভারতে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। তাই রাজনীতির কূটচালে দেওয়া চমকে আপ্লুত এরা রাজ্যেরনাম বদলের হুজুকে মেতে ফাঁকি দিয়ে নিজেকে বঙ্গসংস্কৃতির অনুরাগী প্রতিপন্ন করতে প্রয়াসী। অনেকে অবশ্য মনে করেন বাংলা ইংরেজি উভয় ভাষাতেই 'পশ্চিমবঙ্গ' নামটি হলে সবদিকেই বজায় থাকে।

অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গের প্রস্তাবিত নাম বদলে সর্বভারতীয় পরিসরে ক্রমাঙ্কের হিসেবে উত্তরপ্রদেশ চলে যাবে একেবারে শেষে। অন্য অনেক রাজ্য ও একধাপ করে পিছিয়ে যাবে। তারা তখন কী করবে? সবাই আগে আসার লক্ষ্যে রাজ্যের নামের আদ্যক্ষক ইংরেজি 'এ ' ব্যবহার করতে সচেষ্ট হবে, এতে কি সমস্যার সমাধান হবে? আসলে এটা কোনও সমস্যাই নয়। কারণ যাই করা হোক না কেন কেউ একজন তো পরে থাকবেই।

এ প্রসঙ্গে সম্প্রতি অধ্যাপক পবিত্র সরকার পরিহাসচ্ছলে লিখেছেন--- 'পশ্চিমবঙ্গ এই উদ্দেশ্যে নামবদল করে এগিয়ে গেলে সবশেষে পড়ে থাকা উত্তরপ্রদেশও তখন বলবে আমরা পিচনে পড়ে গেছি, আমাদের রাজ্যের নাম হোক অগ্রপ্রদেশ, কিংবা পাঞ্জাব হয়ে যাবে আদি পাঞ্জাব, ওড়িশা হয়ে যাকে অপূর্ব ওড়িশা।' অতএব সসদে বক্তৃতায় রাজ্যওয়াড়ি ক্রামাঙ্কে উপরে ওঠার জন্য রাজ্যের নাম পরিবর্তন করা যুক্তিহীন ও শিশুসুলভ আচরণ।

রাজ্যের নাম বদলের চেয়েও বোধকরি অনেক জরুরি কাজ আছে। হোক না প্রতিযোগিতা দুই বাংলা ভাষাভাষী ভূখণ্ডের মধ্যে, বাংলা ভাষা, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি রক্ষার চর্চা, অনুশলীন এবং প্রসারের মাধ্যমে বঙ্গজ সাংস্কৃতিক সম্পদের যথার্থ উত্তরাধিকার বজায় রাকার জন্য নিঃসন্দেহ এখানে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির আগ্রাসনে কোণঠাসা, একাংশ বাঙালি দ্বারাই অবহেলিত। নিজ ভাষা ও সংস্কৃতির বিপন্নতার সময়েও আমরা হয় উদাসীন নয় চটুন উন্মাদনায় বিভ্রান্ত। শুধু রাজ্যের নামবদলের সহজ চমকে আমাদের সম্বিত ফিরবে বলে মনে হয় না। যদি এখনও ভুভবোধ জাগ্রত হয় তবে বঙ্গ সংস্কৃতির ধারাবাহিক চর্চায়, এই উৎকর্ষতার প্রভাব সমগ্র দেশে অনুভূত হবে---জগৎসভায় ভৌগোলিকভাবে খণ্ডিত এই বাংলাই পশ্চিমবঙ্গরূপেই হয়ত সাংস্কৃতিক নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হবে।

(সৌজন্যে দৈঃ স্টেটসম্যান)

চিকিৎসার হাতিয়ার ওষুধেও ভেজাল!

বরুণা দাস

অভিযোগ অবশ্য নতুন নয়। কারণ এর আগেও বহুবার এমন গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। তারপর কিছুদিন এ নিয়ে সংবাদ মাধ্যমে একটু আধটু হৈ-চৈ, সরকারি তরফে দায়সারা বিবৃতি, পারস্পরিক নিরামিষ দোষারোপ। নিজেদের অক্ষমতা নিয়ে নানা ধরনের ব্যাখ্যা (নাকি অপ-ব্যাখ্যা?)। তারপর আবার সব চুপচাপ। শান্ত। ঝড়েণ পর সমুদ্রের জল যেমন আগের মতোই শান্ত -স্থির হয়ে যায়, ভেজাল -কাণ্ড নিয়েও তেমনি সবপক্ষ ক্রমশ উদাসীন ও নির্লিপ্ত হয়ে পড়ে। এ এক আপাত-অদ্ভুত ব্যাপারই বটে।

কিম্বা ভেজাল-কাণ্ডে কোনও রুগির সাময়িকভাবে মৃত্যু হলেও তা নিয়ে কিছুদিন হয়তো -বা তোলপাড় হয়, তরঙ্গায়িত হয় দেশের আনাচে-কানাচে। সংশ্লিষ্ট মহলে নানারমক অবাস্তাবোচিত নিদানের হিড়িক পড়ে যায়। ড্রাগ কন্ট্রোল বোর্ডের কর্তাব্যক্তিরা সামন্য নড়েচড়ে বসেন। তারাও ভালো করেই জানেন, যে খুব বেশিদিন তাদের ব্যতিব্যস্ত হতে হবে না। প্রথম ধাক্কাটা একটু বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে সামলে নিতে পারলেই কেল্লা ফতে। তারপর কালের স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়ী পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে উঠবে।

কারণ বেশিদিন এসব নিয়ে ব্যাপার-স্যাপার হৈ-চৈ করার ইচ্ছে, আগ্রহ কিম্বা মুরোদ কারও তেমন একটা নেই। আসলে জনস্বার্থ-এর ব্যাপারটা অনেকদিন আগেই ফলিত রাজনীতির কার্পেটের তলায় চাপা পড়ে গেছে। প্রথমদিকে সংসদ কিম্বা বিধানসভায় বিরোধিরা কিছুদিন তেড়েফুড়ে উঠবেন। তারপর সবপক্ষই ক্লান্ত হয়ে রণে ভঙ্গ দেবেন। মিডিয়াও অন্য কোনও হাতে-গরম ইস্যু নিয়ে মেতে উঠবে। পুরনো কাসুন্দি ঘেঁটে তাদের লাভ কিছু হবে না। নিতান্তই নিস্তরঙ্গ হয়ে যাবে আজকের যাবতীয় বিপ্লবীয়ানা।

আর ভেজাল ওষুধের কাররার সাময়িকভাবে চাপা পড়লেও অচিরেই আবার বুক চিতিয়ে চলে এবং চলবেও রাজ্যরের সিংহভাগ দখলও নেবে আগের মতোই। আমাদের মতো সাধারণ মানুষ দীর্ঘশ্বাস ফেলে মেনে নেবেন ওদের জাল-জুয়াচুরি। বেসরকারি ওষুধের দোকান থেকে সরকারি হাসপাতালে (মেডিকেল স্টোর) ছয়লাপ হবে ভেজাল ও নিম্নমানের ওষুধে গিলতে বাধ্য হবেন। আসলে গেলাতে বাধ্য কারানো হবে। খাঁটি ওষুধের জন্য কোথায় যাবেন তাঁরা?

প্রসঙ্গেত, উল্লেখ, জলের সঙ্গে যেমন মাচের সম্পর্ক, ঠিক ভেজালের সঙ্গেও আমাদের একই রকম গভীর ও গোপন সম্পর্ক। আমাদের-জন-জীবনের সঙ্গে ভেজালের সম্পর্ককে কোনওভাবেই অস্বীকার করার উপায় নেই। শিশু জন্মাবার পরই ভেজাল শিশুখাদ্যে অভ্যস্ত হয়ে উঠছে। ছোটোবেলায় চিকিৎসকের পরামর্শে যে কৌটার দুধ তাদের খাওয়ানো হয়, তার মধ্যেও ভেজাল। শুনেছি, বিদেশে শিশুখাদ্যে ভেজাল দেওয়া মৃত্যুদণ্ড যোগ্য অপরাধ। ধরা পড়লে নাকি সেখানে অপরাধীকে ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট দেওয়া হয়। আমাদের দেশে এসব চিন্তাভাবনারও বাইরে। এখানে এভজালের কারবারিরা দিব্যি মাথা উঁচু করে ঘুরে বেড়ান। নেতা-মন্ত্রী আমলাদের সঙ্গে তাদের গভীর সম্পর্ক। প্রশাসনের উঁচু মহলেও তাদের যাতায়াত। এমন কি, দৃষ্টিকটু দাপট ও দৌরাত্মও। অনেক সামাজিক অনুষ্ঠানে তারা বিশিষ্টজনদের পাশে বসে লম্বা-চওড়া বক্তব্য। ছবি তোলেন। ফলে এদের ঘাটাতে কেউ সাহস পান না। এমন কি, মিডিয়ার ওপর মহলেও এদের দারুণ সম্পর্কে। মালিকপক্ষকে বাগে আনতে মোটা অঙ্কের বিজ্ঞাপন দেন।

যারা সাংবাদিকতাকে আজও নিছক চাকুরি নয় সামাজিক দায়বদ্ধতা হিসেবে মনে করেন, তারা অন্যায়ের বিরুদ্ধে কলম ধরার চেষ্টা করেন। ভেজাল-কাণ্ড নিয়ে অর্ন্তদন্তমূলক প্রতিবেদন লেখালেখির আন্তকির চেষ্টা করেন, তাদের থামিয়ে দিতে সময় লাগেন্য। বেতন-ভূক সাংবাদিক মালিক-সম্পাদকরে নির্দেশকে অগ্রাহ্য করার দুঃসাহস দেখাবেন কি করে? চাকরি চলে গেলে বৌ-বাচ্চা নিয়ে কোথায় দাঁড়াবেন? সুতরাং সৎ সাংবাদিকরা রণে ভঙ্গ দিতে বাধ্য হন। এদেরবাগে আনতে অসৎ কারবারিরার নানারকম ছলাকলা করেন।

এবার ঘটনার বিষয়ে আসা যাক। সাম্প্রতিক এক সংবাদ প্রতিবেদনে প্রকাশ, রাজ্যে ভেজাল ওষুধের রমরমায় উদ্বিগ্ন কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটার জেনারেল বা সংক্ষেপে যাকে বলে ক্যাগ। ওষুধ পরীক্ষায় সরকারি ল্যাবরেটরির কাজকর্ম নিয়েও তারা যথষ্টে সন্দিহান। এবং তা জানাতেও দ্বিধা করেননি। কারণ সরকারি ল্যাবরেটারিকে প্রতিটি ওষুধের নমুনা পরীক্ষায় দীর্ঘ সময় লেগে যাছে। এই মধ্যবর্তী সময়ে খোলাবাজারে বিক্রি হওয়া নিম্নমানের ভেজাল ওষুধ খেতে বাধ্য হচ্ছেন রুগি। এখানেই থেমে থাকেন নি ক্যাগ-কর্তৃপক্ষ।

তাদের আরও অভিযোগ, ল্যাবরেটরির রিপোর্ট পাওয়ার পরও ড্রাগ কন্ট্রোল থেকে এর বিরুদ্ধে কোনও রমক ফৌজদারি মামলা দায়ের করে প্রয়োজনীয় প্রতিরোধ গড়ে তোলা হচ্ছে না। ফলে নিতান্ত বাধ্য হয়ে নিম্নমানের ভেজাল ওষুধ খেয়ে রুগিরা নতুন করে সঙ্কটের মুখে পড়ছেন। নিরপরাধ রুগিদের এই সমূহ সঙ্কট থেকে পরিত্রাণের পথ দেখাতে পারছেন না রাজ্যের ড্রাগ কন্ট্রোল বোর্ড কিম্বা স্বাস্থ্যমন্ত্রক। এটা কি তাদের চূড়ান্ত দায়িত্বজ্ঞাহীনতার মধ্যে পড়ে না---এমন প্রশ্নও তুলেছেন তারা।

আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রশ্ন তুলেচেন ক্যাগ-কর্তৃপক্ষ কি সেই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়? বৈধ লাইসেন্স না থাকা সত্ত্বেও বহু ওষুধ প্রস্তুতকারক সংস্থা ও বিক্রেতা তাদের ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছেন। সচেতন পাঠক একবার ভাবুন তো, বৈধ লাইসেন্স ছাড়া ওষুধ তৈরি। মানুষের জীবন-মরণের বিষয়টি যেখানে ওতপ্রোতভাবে সমপৃক্ত, সেখানে জাল ওষুধ কোম্পানী দিব্যি চুটিয়ে ব্যবসা করে যাচ্ছে। অথচ রাজ্যের ড্রাগ কন্ট্রোল বোর্ড আছে, আছে তার কর্মী-আধিকারিক। তাদের মাথার ওপরে আছে স্বাস্থ্যবিভাগ।

কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটার জেনারেল বা সংক্ষেপে ক্যাগ তাদের রিপোর্টে জানিয়েছে জনস্বার্থ বিপন্ন করে বার বার নিম্নমানের ওষুধ প্রস্তুতকারক সংস্থাকেই রাজ্যে তারে কাজে চালিয়ে যেতে দেওয়া হচ্ছে। অনেকে হয়তো জানেন, লাইসেন্স ওষুধ প্রস্তুতকারক সংস্থা কোন কোন ওষুধ পররস্তত করবে তা, নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা থাকে। ক্যাগ পরিদর্শকেরা পরীক্ষা করে দেখেছেন। ২০১৫ সালের মার্চে পুনর্নবীকরণের সময় তা ওষুধ প্রস্তুতকারক সংস্তার লাইসেন্সে উল্লেখ করা হয়নি। এটা কি নিছকই ভুল?

প্রশ্ন এখানেই । কি করে এমন কাণ্ড সম্ভভ তা আমাদের মতো সাধারণ মানুষের মাথায় আসেনা। কিম্বা কি করেই বা এমন 'ভুল ' হতে পারে? নাকি এর মধ্যে লুকিয়ে আছে অন্য কোনও রহস্য? যা সাধারণ বুদ্ধিতে ধরা পড়লেও রাজ্যের ড্রাগ কন্ট্রোল বোর্ডের চোখে ধরা পড়ে না। এবং 'ধরা না পড়ার' কারণ খুঁজে বের করার মধ্যেই সম্ভবত হিমায়িত আছে দুর্নীতির পাহাড়। যে পাহাড় অতিক্রম করা মোটেই সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। ফলে বার বার একই ভুল হয়ে থাকে এবং জীবন দিয়ে তার খেসারত দেন নিরীহ রুগিরা।

উল্লেখ্য, ক্যাগ ৩২টি ওষুধের তালিকা দিয়েচে তাদের রিপোর্টে, যা সরকারি ল্যাবরেটারিতে পরীক্ষা করা হয়েছিল। পরীক্ষায় কি জানা গেছে? পাঠক শুনলে অবাক হবেন যে পরীক্ষার ফলাফল প্রতিটি ক্ষেত্রেই অত্যন্ত নিম্নমানের। তারা কতিপয় সংস্থার নাম করেই নির্দিষ্টভাবে জানিয়েছে যে এর মধ্যে কলকাতার ওষুধ প্রস্তুতকারক সংস্তা মেসার্স লক্ষ্মী ফার্মাসিউটিক্যাল প্রাইভেট লিমিটেড-এর ৪টি ওষুধ রয়েছে। এগুলি হলো প্যারাসিটামল ৫০ এমজিআইপি, স্যাল বুটামল , ভিটামিন বি কমপ্লেক্স এ হ্যালোজেন ট্যাবলেট।

আশ্চর্যের বিষয় নিম্নমানের ওষুধ সরবরাহ করার জন্য ওই ওষুধ প্রস্তুতকারক সংস্থাকে শো-কজ ছাড়া কিছু করা হয়নি। যে সংস্থা নিম্নমানের ওষুধ সরবরাহ করে একদিকে সরকারি অর্থের নয়ছয় করলো এবং অন্যদিকে নিম্নমানের ওষুধের জন্য ক্ষতিগ্রস্থ হলেন অসংখ্য রুগি।

(সৌজন্যে দৈঃ স্টেটসম্যান)

শুক্রবাজাতীয় পরিবার ও স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সার্ভে চলছে ত্রিপুরায়। ছবি- নিজস্ব।

পূর্ব নির্ধারিত সূচী অনুসারে চলবে অমরনাথ যাত্রা, বললেন রবীন্দ্র রানা

শ্রীনগর, ২ আগস্ট (হি. স.) : আরও কঠোর সুরক্ষাব্যবস্থার মধ্যে নিয়মিত চলবে অমরনাথ যাত্রা, বললেন জম্মু ও কাশ্মীরের রাজ্য বিজেপির সভাপতি রবীন্দ্র রানা। শুক্রবারই, আগামী ৪ আগস্ট পর্যন্ত অমরনাথ যাত্রা স্থগিত রাখার নির্দেশ দেয় প্রশাসন। এর পরই রাজ্য বিজেপির সভাপতি রবীন্দ্র রানা জানিয়ে দিলেন, 'অমরনাথ যাত্রা পূর্ব নির্ধারিত সূচী অনুসারে ১৫ আগস্ট পর্যন্ত চলবে। ইতিমধ্যে কঠোর সুরক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এবং ভয়ের কোনও পরিবেশ নেই। সমস্ত যাত্রীরা যাতে পবিত্র তীর্থে যেতে পারেন সেদিকে সতর্ক রয়েছে প্রশাসন। তবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক কর্তৃক জারি করা পরামর্শ অনুসরণ করা উচিত।'

প্রসঙ্গত, পবিত্র অমরনাথ তীর্থযাত্রাপথে যাত্রীদের নিশানা করে জম্মু ও কাশ্মীরে আক্রমণ চালানোর পরিকল্পনা নিয়ে শ্রীনগরে এদিনই সাংবাদিক বৈঠকে জানিয়েছেন চিনার কর্পস কমান্ডার কে জে এস ধিলন। রাজ্য প্রশাসনের নির্দেশে সন্ত্রাসী আক্রমণের পরিকল্পনার সূত্র পেয়ে এবং খারাপ আবহাওয়ার জন্য আগামী ৪ আগস্ট পর্যন্ত স্থগিত রাখা হয়েছে অমরনাথ যাত্রা। এখনও পর্যন্ত রওনা হওয়া যাত্রীদের যত শীঘ্র সম্ভব জম্মুতে ফিরে আসার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে।

এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে কমান্ডার ধিলন জানিয়েছেন, গত কয়েকদিনের তল্লাশি অভিযানে কাশ্মীরে পাকিস্তানের মদতে সন্ত্রাসী আয়োজনের বেশ কিছু প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। বৈঠকে তিনি পাকিস্তানের স্ট্যাম্পযুক্ত একটি ল্যান্ডমাইনও দেখান। সন্ত্রাসবাদীদের গোপন ঘাঁটিতে তল্লাশি চালিয়ে পাকিস্তানে তৈরি ওই ল্যান্ডমাইন উদ্ধার করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি। তাঁর কথায়, অমরনাথ যাত্রাপথের বিভিন্ন স্থানে সেনাবাহিনী, সিআরপিএফ এবং জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের যৌথ অভিযানে প্রচুর আগ্নেয়াস্ত্র, গুলিগোলা এবং বিস্ফোরক উদ্ধার হয়েছে। একাধিক সক্রিয় সন্ত্রাসবাদীদের পরিচয় জানা গিয়েছে। চিনার কর্পস কমান্ডার কে জে এস ধিলন জানিয়েছেন, অমরনাথ যাত্রাপথে সেনাবাহিনী একটি বিশাল পরিমাণ সন্ত্রাসী আয়োজনের সন্ধান পেয়েছে যার মধ্যে একটি মার্কিন এম-২৪ স্নাইপার রাইফেল এবং পাকিস্তান অর্ডিন্যান্স কারখানায় তৈরি একটি ল্যান্ডমাইন রয়েছে।

সারদাকাণ্ডে শিল্পী শুভাপ্রসন্নকে জিজ্ঞাসাবাদ করল ইডি

কলকাতা, ২ আগস্ট (হি.স.): সারদাকাণ্ডে শিল্পী শুভাপ্রসন্নকে এবার জিজ্ঞাসাবাদ করল ইডি। এর আগে তাকে কয়েক দফা জিজ্ঞাসাবাদ করেছে সিবিআই। শুক্রবার সকালে ইডি দফতরে যান শুভাপ্রসন্ন। আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত বিষয়েই শিল্পীকে ইডির জিজ্ঞাসাবাদ বলে জানা গেছে।

ইডি সূত্রে জানা গেছে, একটি টিভি চ্যানেল বিক্রি নিয়ে সারদার সঙ্গে কী লেনদেন হয়েছে, সে ব্যাপারে শুভাপ্রসন্নের থেকে জানতে চান তদন্তকারীরা। সারদা মামলার তদন্তে নেমে তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন, শুভাপ্রসন্নের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে একাধিক বার সারদার থেকে টাকা লেনদেন হয়েছে। কেন শিল্পীর অ্যাকাউন্টে লেনদেন করা হয়েছিল ? এই ব্যাপারে জানতে চায় ইডি। ইডির অফিসাররা তাকে জিজ্ঞাসা করেন, কেন সুদীপ্ত সেন লোকসানে চলা চ্যানেল ছয় কোটি টাকায় কিনলেন ? চ্যানেল কেনার ক্ষেত্রে সমস্ত অর্থনৈতিক নিয়ম মেনে চলা হয়েছিল কি না ? শুভাপ্রসন্নর আর্ট একরে আর্থিক অনুদান দিয়েছিলেন সারদার কর্ণধার সুদীপ্ত সেন । সেই অনুদানের কথা কেন গোপন করেন শিল্পী ? আজ এ সমস্ত বিষয়ে ইডির অফিসাররা শুভাপ্রসন্নকে প্রশ্ন করেন । যদিও আজকের ইডির তলব নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্ন এড়িয়ে যান শুভাপ্রসন্ন ।

ইডির অভিযোগ, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আঁকা ছবি নিলামের ক্ষেত্রেও শুভাপ্রসন্নর ভূমিকা ছিল । সংস্থা সূত্রে খবর, দেবকৃপা নামের একটি সংস্থার তত্ত্বাবধানে একটি চ্যানেল চালাতেন শুভাপ্রসন্ন । সেই চ্যানেল লোকসানে চললেও সেখানে আবারও তিন কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হয় । এর কিছুদিনের মধ্যেই সারদাকর্তাকে ছয় কোটি টাকায় শুভাপ্রসন্ন চ্যানেলটি বিক্রি করে দেন । এর আগেও গত ৫ জুলাই সিবিআই সারদা চিটফান্ড নিয়ে শাসকদল ঘনিষ্ঠ এই শিল্পীকে জেরা করেন । তখন অবশ্য শিল্পী দাবি করেছিলেন, সিবিআই কিছু বিষয় নিয়ে জানতে চেয়েছিল, তা জানিয়েছেন । সব সমস্যা মিটে গেছে ।

চলতি সপ্তাহের শুরুতে মঙ্গলবারই সারদাকাণ্ডে তৃণমূলের প্রাক্তন সাংসদ দীনেশ ত্রিবেদীকে জিজ্ঞাসাবাদ করে সিবিআই। জিজ্ঞাসাবাদ শেষে বারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ বলেন, 'তদন্ত চলছে, তাই ডেকেছে। যাঁরা পদাধিকারী, তাঁদের সকলেই ডাকবে। সিবিআই ওদের ডিউটি করছে, আমিও আমার ডিউটি করছি। খুবই ভাল জিজ্ঞাসাবাদ হয়েছে। কোনওরকম হেনস্থার মুখে পড়তে হয়নি। যাকে যাকে ডাকবে, তাঁদের যাওয়া উচিত। আমার ব্যাকগ্রাউন্ড সকলেই জানেন। তাছাড়া সিবিআইয়ের কাছে যাওয়াটা অস্বস্তির কিছু নেই। ভুল করে থাকলে কেউ ভয় পাবেন'।

লোকসভা ভোটের পরই সারদা তদন্তে জোর তৎপরতা শুরু করেছে ইডি সিবিআই। ইতিমধ্যেই এই মামলায় তৃণমূলের প্রাক্তন সাংসদ কুণাল ঘোষকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে সিবিআই। পাশাপাশি বীরভূমের তৃণমূল সাংসদ শতাব্দী রায়কেও তলব করেছে। তলবের জবাবে ইডিকে চিঠি লিখে মিঠুন চক্রবর্তীর কায়দায় সারদার টাকা ফেরত দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছেন অভিনেত্রী তথা তৃণমূল সাংসদ শতাব্দী রায়। সারদার ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর হিসেবে নেওয়া টাকা ফেরত দেওয়ার ইচ্ছাপ্রকাশ করে ইডিকে চিঠি লিখেছেন শতাব্দী রায়। চিঠিতে বীরভূমের সাংসদ জানিয়েছেন, সারদার ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর হিসেবে ৪২ লক্ষ টাকা নেওয়ার কথা ছিল তাঁর। কিন্তু টিডিএস কেটে তিনি পেয়েছিলেন ২৯ লক্ষ টাকা। সেই ২৯ লক্ষ টাকাই ইডির হাতে শতাব্দী তুলে দিতে চান। আগামী ৭ আগস্ট সংসদে অধিবেশন শেষের পরই ইডি দফতরে গিয়ে সেই টাকা ফেরত দিতে চান বলে চিঠিতে জানিয়েছেন শতাব্দী রায়।

গুয়াহাটির কেন্দ্রীয় কারাগারে বিচারাধীন বন্দির মৃত্যু, তদন্ত দাবি পত্নীর

গুয়াহাটি ২ আগস্ট (হি.স.) : গুয়াহাটির কেন্দ্রীয় কারাগারে জনৈক বিচারাধীন বন্দির মৃত্যু হয়েছে। এ-ঘটনায় প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে বিভিন্ন মহলে। ইতিমধ্যে এই মৃত্যুকে অস্বাভাবিক বলে দাবি করে ঘটনার তদন্ত দাবি করেছেন নিহতের পরিবারবর্গ।

নিহত বিচারাধীনকে জনৈক রাহুল আমিন বলে পরিচয় পাওয়া গেছে। অর্থ পাচার ও অর্থ আত্মসাৎ এবং ট্র্যাক্টর কেলেঙ্কারি মামলায় অভিযুক্ত ছিলেন রাহুল। মহানগরের লখরারোডে ৩৭ নম্বর জাতীয় সড়ক সংলগ্ন গুয়াহাটি কেন্দ্রীয় কারাগারে রাখা হয়েছিল তাঁকে। শুক্রবার সকালের দিকে রাহুল আমিনের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। কারাগারের ভিতরে বিচারাধীন এক বন্দির মৃত্যু সংবাদ চাউর হওয়ার পর তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে বিভিন্ন মহলে।

নিহত রাহুল আমিনের স্ত্রী মঞ্জুয়ারা বেগম ইতিমধ্যে তাঁর স্বামীর মৃত্যুকে রহস্যজনক বলে অভিযোগ তুলেছেন। তিনি বলেন, গতকাল ১ আগস্ট কারাগারে স্বামী রাহুলের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছে। কিছুক্ষণ কাথাবার্তাও হয়েছে তাঁদের। কথাবার্তায় স্বামী রাহুলের শরীর খারাপ বলে কোনও আভাস পাননি, সম্পূর্ণ সুস্থ ছিলেন তিনি। তাই, রাহুল আমিনের 'অস্বাভাবিক' মৃত্যুর উপযুক্ত তদন্ত দাবি করেছেন স্ত্রী মঞ্জুয়ারা বেগম। এদিকে, নিহত রাহুল আমিনের মৃতদেহ গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ময়না তদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।

বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরিদের সমস্যা বিধানসভায় উত্থাপন করায় বিধায়ক কৃষ্ণেন্দুকে ধন্যবাদ

গুয়াহাটি, ২ আগস্ট (হি.স.) : সদ্যসমাপ্ত রাজ্য বিধানসভার অধিবেশনে বরাক উপত্যকা-সহ পাথারকান্দির পশ্চাদপদ বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের স্বার্থে কথা বলায় এলাকার বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পালকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন সারা অসম বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি সমাজ উন্নয়ন পরিষদের কর্মকর্তারা। বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি সমাজ উন্নয়ন সংস্থার পক্ষে কামিনীমোহন সিনহা এবং বিজয় সিনহার নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল দিশপুরে বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পালের সরকারি আবাসে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করে তাঁকে এজন্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছে। তাঁরা বিধায়কের হাতে একটি স্মারকপত্রও তুলে দিয়েছেন।

তাঁরা বলেন, দীর্ঘদিন পর বৃহত্তর এই সমাজের উন্নয়নের স্বার্থে পাথারকান্দির বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পালের এ ধরনের উদ্যোগ প্রশংসনীয়। তাঁরা আরও বলেন, পিছিয়েপড়া বিষ্ণুপ্রিয়া সমাজের সার্বিক উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে পাথারকান্দিতে একটি তাঁতশিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা-সহ রাজ্য বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি উন্নয়ন পরিষদ পুনর্গঠনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এটা বাস্তবে পরিণত হলে সমাজের হাজার হাজার বেকারদের কর্মসংস্থানের সুযোগ হবে।

উত্তর প্রদেশে গাড়ি দুর্ঘটনায় মৃত্যু দু'জন পুলিশ কর্মীর, শোকপ্রকাশ মুখ্যমন্ত্রীর

লখনউ, ২ আগস্ট (হি.স.): উত্তর প্রদেশের সুলতানপুর জেলায় বেপরোয়া গাড়ির ধাক্কায় প্রাণ হারালেন এসইউভি গাড়ির আরোহী দু'জন পুলিশ কর্মী। শুক্রবার দুর্ঘটনাটি ঘটেছে সুলতানপুর জেলার কুরেভার গ্রামের কাছেঊ দুর্ঘটনায় নিহত পুলিশ কর্মীদের নাম হল, সিদ্ধার্থ নগরের চিলিহিয়া থানার স্টেশন হাউস অফিসার (এসএইচও) রাজকুমার যাদব এবং সাব-ইন্সপেক্টর নিত্যানন্দ যাদব। এই দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন আরও তিনজন। আহতদের উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রের খবর, একটি মামলার জন্য এসইউভি গাড়িতে চেপে এলাহাবাদ অভিমুখে যাচ্ছিলেন এসএইচও রাজকুমার যাদব ও সাব-ইন্সপেক্টর নিত্যানন্দ যাদব। সুলতানপুর জেলার কুরেভার গ্রামের কাছে এসইউভি গাড়ির সঙ্গে অপর একটি গাড়ির সংঘর্ষ হয়। জোরালো সংঘর্ষের জেরে এসইউভি গাড়িটি সম্পূর্ণ দুমড়ে মুচড়ে যায়। দুর্ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় দু'জন পুলিশ কর্মীরঊ এছাড়াও তিনজনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। গাড়ি দুর্ঘটনায় দু'জন পুলিশ কর্মীর মৃত্যুতে দুঃখপ্রকাশ করেছেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। পাশাপাশি আহতদের সম্ভাব্য সমস্ত ধরনের চিকিতা প্রদানের জন্য জেলা প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

শোপিয়ানে গুলির লড়াইয়ের মাঝে জঙ্গি ঢোকার খবরে ত্রস্ত কাশ্মীর, চলছে জোর তল্লাশি

শ্রীনগর, ২ আগস্ট (হি.স.) : শুক্রবার সকাল থেকে শোপিয়ানে গুলির লড়াইয়ে ত্রস্ত কাশ্মীর। এরই মাঝে ভারতীয় সেনার পক্ষ থেকে জারি করা হয়েছে কড়া সতর্কতা। জানানো হয়েছে, পাক অধিকৃত কাশ্মীর বা পিওকে সীমান্ত দিয়ে জইশ-ই-মহম্মদ জঙ্গি সংগঠনের ৫ জঙ্গি ঢুকে পড়েছে কাশ্মীরে। তারা বড়সড় হামলার ছক কষেছে। এই মর্মেই সতর্কতা জারি করা হয়েছে উপত্যকা জুড়ে। দিনের শুরুতেই জঙ্গিদের উপস্থিতির খবর পেয়ে তল্লাশি অভিযানে নামে সেনাবাহিনী।

জানা গিয়েছে, সেনার ৩৪আরআর, এসওজি এবং সিআরপিএফ গোটা এলাকা ঘিরে ফেলে এবং পান্দুশানে তল্লাশি শুরু করে। মনে করা হচ্ছে, সেনার জালে ৩ জঙ্গি আটকে পড়েছে।

গোয়েন্দা সূত্রে খবর, তারা মূলত নিশানা করেছে ভারতীয় সেনা কনভয়কে। পাকিস্তানের মদতপুষ্ট এই জঙ্গি সংগঠন যে কোনও মুহূর্তে হামলা চালাতে পারে কাশ্মীরের মাটিতে। এই দলে থাকা প্রতিটি জঙ্গি অত্যন্ত প্রশিক্ষিত বলে খবর। যে কোনও ধরণের অত্যাধুনিক অস্ত্র চালাতে এরা সক্ষম বলেও জানা গিয়েছে।

ইতিমধ্যেই কেন্দ্র সরকারের পক্ষ থেকে ভারতীয় সেনা ও বায়ুসেনাকে সবধরণের পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে তৈরি থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, উপত্যকায় পাঠানো হচ্ছে আরও সেনা। বৃহস্পতিবার থেকেই কাশ্মীরের আকাশে নজরদারি চালাচ্ছে ভারতীয় বায়ুসেনা। বৃহস্পতিবার বিকেল থেকেই নজরদারি শুরু হয়েছে। শহরে ঢোকার গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলিতে চলছে নাকা চেকিং। সেই সব পয়েন্টে মোতায়েন করা হয়েছে সেন্ট্রাল আর্মড প্যারামিলিটারি ফোর্স ও স্থানীয় থানার পুলিশ কর্মীদের। তবে কিছু বিচ্ছিন্ন এলাকায় থাকা মন্দির থেকে নিরাপত্তারক্ষীদের সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কারণ সেখানে হামলা হলে মোতায়েন থাকা পুলিশ কর্মীদের সাহায্যে সমস্যায় পড়তে হতে পারে ভারতীয় সেনাকে।

ফের দাম কমল পেট্রোলের ডিজেলের দর অপরিবর্তিত

নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ২ আগস্ট (হি.স.): আবারও স্বস্তি পেল মধ্যবিত্ত। ফের কমল পেট্রোলের দাম, তবে ডিজেলের দর অপরিবর্তিত। জ্বালানি তেলের দর আবারও কমায় হাঁফ ছেড়েছেন সাধারণ মানুষ। সাধারণ মানুষকে স্বস্তি দিয়ে শুক্রবার রাজধানী দিল্লি-সহ সমস্ত মেট্রো সিটিতে সস্তা হয়েছে পেট্রোল-এর দর। কলকাতায় শুক্রবার ০.০৭ পয়সা কমেছে পেট্রোলের দামঊ কলকাতায় আইওসি-র পাম্পে এদিন পেট্রোলের দাম দাঁড়িয়েছে লিটারে ৭৫.৩৭ টাকা। কলকাতা-সহ দেশের সমস্ত মেট্রো সিটিতে ডিজেলের দাম এদিন অপরিবর্তিত। অপরিবর্তিত থাকার পর কলকাতায় ডিজেলের দাম এখন লিটারে ৬৮.১৯ টাকা।

পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কলকাতার পাশাপাশি, শুক্রবার পেট্রোল-এর দাম কমেছে দিল্লি এবং মুম্বইয়েওঊ দিল্লিতে ০.১১ পয়সা কমার পর পেট্রোলের দাম এখন ৭২.৬৯ টাকা প্রতি লিটার। অপরিবর্তিত থাকার পর ডিজেলের দাম এখন ৬৬.০০ টাকাঊ পাশাপাশি মুম্বইয়ে ০.০৮ পয়সা কমেছে পেট্রোলের দাম এবং অপরিবর্তিত ডিজেলের দামঊ মুম্বইয়ে পেট্রোল-এর নতুন দাম ৭৮.৩৪ টাকা প্রতি লিটার। ডিজেলের দাম ৬৯.১৭ প্রতি লিটার। প্রসঙ্গত, বিশ্ব বাজারে তেলের দাম কমার সঙ্গে তাল মিলিয়ে দেশেও পেট্রোল-ডিজেলের দাম কমায় কিছুটা যেন স্বস্তির হাওয়া। জ্বালানি তেলের দর কমায় রীতিমতো স্বস্তিতে আমজনতা।

রামন ম্যাগসেসে পুরস্কার পাচ্ছেন এনডিটিভির সাংবাদিক রবীশ কুমার

নয়াদিল্লি, ২ আগস্ট (হি.স.) : রামন ম্যাগসেসে পুরস্কার পাচ্ছেন এনডিটিভির সাংবাদিক রবীশ কুমার। এশীয় ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে দেওয়া সর্বোচ্চ এই পুরস্কারকে এশিয়ার নোবেল পুরস্কার হিসেবেও বর্ণনা করা হয়। রবীশ ছাড়াও চলতি বছরে এই পুরস্কার পাচ্ছেন মায়ানমারের সাংবাদিক কো সোয়ে উইন, থাইল্যান্ডের আংখানা নীলাপাইজিত, ফিলিপিন্সের রয়মুন্ডো পুজান্তে ও কিম জং কি। এই পুরস্কারের জন্য রবীশ কুমারের নাম ঘোষণার সময় বলা হয়েছে, "২০১৯ সালের ম্যাগসেসে পুরস্কারের জন্য রবীশ কুমারের নাম নির্বাচনের সময় বোর্ড অফ ট্রাস্টিজ দেখেছে তাঁর পেশার প্রতি দায়বদ্ধতা, সর্বোচ্চ মানের নৈতিক সাংবাদিকতা, সত্য ও স্বাধীনতার পক্ষে দাঁড়ানোয় তাঁর সাহসকে।" রবীশের প্রশংসায় আরও বলা হয়, "উপস্থাপক হিসেবে রবীশ ভদ্র, জ্ঞানী। তিনি অতিথিদের দমিয়ে রাখেন না। বরং তাঁদের নিজের বক্তব্য বলার সুযোগ করে দেন।" ম্যাগসেসে পুরস্কার প্রাপকরা পরে নির্ধারিত কোনও তারিখে আয়োজিত অনুষ্ঠানে পুরস্কার গ্রহণ করবেন। সার্টিফিকেট, পদক ও নগদ পুরস্কার তুলে দেওয়া হবে তাঁদের হাতে। এর আগে এই সম্মানে ভূষিত হয়েছেন আরকে লক্ষ্মণ, পি সাইনাথ, অরুণ শৌরী, কিরণ বেদী ও অরবিন্দ কেজরিওয়াল।

মুকুল রায়ের দিল্লির বাড়িতে কলকাতা পুলিশের হানা, জিজ্ঞাসাবাদ

নয়াদিল্লি, ২ আগস্ট (হি.স.) : বিজেপি নেতা মুকুল রায়ের দিল্লির বাড়িতে হানা দিল কলকাতা পুলিশের তদন্তকারী দল। শুক্রবার সকালে তাঁর বাসভবনে ঢুকে বিজেপি নেতাকে বড়বাজার প্রতারণা মামলা সংক্রান্ত বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেন গোয়েন্দারা। এদিন সকালে দিল্লিতে বিজেপি নেতা মুকুল রায়ের বাসভবনে পৌঁছয় কলকাতা পুলিশের আধিকারিকরা। জানা গিয়েছে, বড়বাজার প্রতারণা মামলার তদন্ত সম্পর্কে তাঁকে প্রশ্ন করতেই দিল্লি পৌঁছেছেন গোয়েন্দারা। উল্লেখ্য, গত সোমবার বড়বাজার থানার অধীনে থাকা একটি প্রতারণা ও দুর্নীতি মামলায় মুকুল রায়ের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করে ব্যাংকশাল কোর্ট। আদালতে বারবার হাজিরা দিতে বলা সত্বেও না যাওয়ায় ওই পরোয়ানা জারি হয়। আদালত তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করে বড়বাজার থানার ওসিকে এক মাসের মধ্যে তা কার্যকর করার নির্দেশ দেয়। পাশাপাশি বৃহস্পতিবার বিজেপি নেতাকে কলকাতা পুলিশের তদন্তে সহযোগিতা করতে নির্দেশ দিয়েছে দিল্লি হাইকোর্ট। আগামী ১০ দিন গ্রেফতার করা যাবে না মুকুলকে। প্রতারণা মামলায় ব্যাংকশাল আদালতে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হওয়ার পর দিল্লি আদালতে আবেদন করেছিলেন মুকুল রায়। সেই মামলার শুনানিতে বৃহস্পতিবার এই নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি।

সুপ্রিম কোর্টে স্থগিত বিজয় মালিয়ার সম্পত্তি মামলা

নয়াদিল্লি, ২ আগস্ট (হি. স.) : সুপ্রিম কোর্টে আগামী ১৩ আগস্ট পর্যন্ত স্থগিত হয়ে গেল পলাতক ব্যবসায়ী বিজয় মালিয়ার সম্পত্তি মামলায় ব্যবসায়ীর আবেদনের শুনানি। সরকারি সংস্থার দ্বারা বিজয় মালিয়া ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের মালিকানাধীন সম্পত্তির বাজেয়াপ্তকরণকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করেছিলেন ব্যবসায়ী। দেশের সর্বোচ্চ আদালতে শুক্রবার সেই আবেদনের শুনানি স্থগিত হয়ে যায়। এই বিষয়ে পরবর্তী শুনানি হবে ১৩ আগস্ট। অসুস্থতার জন্য ব্যবসায়ীর আইনজীবী ফলি নরিম্যান এদিন আদালতে উপস্থিত ছিলেন না, যার কারণে শুনানি স্থগিত হয়ে যায়।

সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিজয় মালিয়া জানান, 'কিংফিশার এয়ারলাইন্সের জন্য ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়েছিলাম কিন্তু ব্যক্তিগত সম্পত্তিও বাজেয়াপ্ত করা হচ্ছে।' নিজের এবং পরিবারের মালিকানাধীন সম্পত্তি যাতে বাজেয়াপ্ত না হয়, সুপ্রিম কোর্টে সেই উদ্দেশ্যেই অনুরোধ জানিয়েছেন আর্থিক জালিয়াতি মামলায় অভিযুক্ত ব্যবসায়ী। পলাতক ব্যবসায়ীর আরও দাবি, 'কিংফিশার এয়ারলাইন্সের সম্পত্তি ছাড়া অন্য কোনও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা উচিত নয়।' গত ৫ জানুয়ারি মুম্বইয়ের বিচার আদালত বিজয় মালিয়াকে পলাতক আর্থিক অপরাধী হিসাবে ঘোষণা করে। এরপর আদালতের নির্দেশে পলাতক ব্যবসায়ীর সম্পদ বাজেয়াপ্তকরণের প্রক্রিয়া শুরু হয়। বিচার আদালতের এই আদেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বম্বে হাই কোর্টে আপিল করেছিলেন বিজয় মালিয়া। বোম্বে হাই কোর্ট গত ১১ জুলাই বিচার আদালতের রায়কে বহাল রাখে। এরপর বম্বে হাই কোর্টের এই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করেন বিজয় মালিয়া।

পশ্চিমবঙ্গের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে সংসদে প্রতিবাদ বিজেপি সাংসদদের

নয়াদিল্লি, ২ আগস্ট (হি. স.) : পশ্চিমবঙ্গের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে সংসদে প্রতিবাদ জানালেন পশ্চিমবঙ্গের বিজেপি ও অন্যান্য দলের সাংসদরা। রাজধানী দিল্লিতে সংসদ চত্বরে গান্ধীমূর্তির পাদদেশে প্ল্যাকার্ড হাতে এদিন বিক্ষোভ দেখান বিজেপি সাংসদ রুপা গাঙ্গুলী সহ অন্যান্য সদস্যরা।

''পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি বিঘ্নিত'', এই দাবিতে এদিন সংসদ চত্বরে প্রতিবাদ জানান রাজ্যের বিজেপি সহ অন্যান্য বিরোধী দলের সাংসদরা। রাজ্যে বেড়ে চলা হিংসার ঘটনা, বিজেপি কর্মীদের ওপর আক্রমণের প্রতিবাদে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ফেরানোর দাবি জানিয়ে বিক্ষোভে সামিল হন পশ্চিমবঙ্গ থেকে বিজেপি সাংসদ লকেট চ্যাটার্জি এবং বিজেপি সাংসদ রুপা গাঙ্গুলী। সঙ্গে ছিলেন বিজেপি ও অন্যান্য পার্টির সদস্যরাও। দিনকয়েক আগেই এই রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য করেছিলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠী।

দক্ষিণ কাশ্মীরে সুরক্ষা বাহিনী ও জঙ্গিদের মধ্যে গুলির লড়াই, শোপিয়ানে শহিদ ভারতীয় সৈনিক

শ্রীনগর, ২ আগস্ট (হি.স.): সুরক্ষা বাহিনী ও জঙ্গিদের মধ্যে গুলির লড়াইয়ে পুনরায় উত্তপ্ত হল দক্ষিণ কাশ্মীরের শোপিয়ান জেলাঊ শোপিয়ান জেলার পাণ্ডুশান গ্রামে সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে শহিদ হয়েছেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর একজন সৈনিকঊ এছাড়াও আরও একজন সৈনিক গুরুতর জখম হয়েছেনঊ অত্যন্ত আশঙ্কাজনক অবস্থায় ওই সেনা জওয়ানকে উদ্ধার করে নিকটবর্তী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছেঊ সন্ত্রাসবাদী হামলায় শহিদ সেনা জওয়ানের নাম হল, সিপাই রামবীরঊ তিনি ভারতীয় সেনাবাহিনীর ৩৪ রাষ্ট্রীয়

ছয়ের পাতায়

এনডিআরএফের মহড়া সম্পন্ন হলো আগরতলায়। ছবি নিজস্ব।

হরেকরকম

হরেকরকম হরেকরকম

কফিপ্রেমীদের জন্য দুঃসংবাদ আনছে 'কফি রাস্ট'

সকালে ঘুম থেকে উঠে বা বিকেলের ক্লান্তিটা দূর করতে কফির বিকল্প ভাবতে পারেন না অনেকেই। শুধু ঘুম তাড়াতেই নয়, কফির আরও নানাবিধ উপকারিতার কথা বলে থাকেন পুষ্টি বিশেষজ্ঞরা। কিন্তু বিশ্বের কফি শিল্প মারাত্মক ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে 'কফি রাস্ট' নামের এক প্রকার রোগের কারণে।

কফি রাস্ট শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে কফি চাষীদের আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এটি এক প্রকার ফাঙ্গাস সংক্রমিত রোগ। হেমিলিয়া ভাস্টাট্রিক্স নামক ফাঙ্গাস এর জন্য দায়ী।

এ ফাঙ্গাস সংক্রমণে কফি গাছের পাতায় বাদামি রঙের ছোপ দেখা দেয়। এই ছোপগুলো দেখতে অনেকটা লোহার মরিচার মতো হওয়ায় রোগটির নাম দেওয়া হয় কফি রাস্ট। রোগাক্রান্ত গাছের পাতা সবুজ থেকে বাদামি রং ধারণ করতে থাকে। এক পর্যায়ে গাচটি বীজ উৎপাদন ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে।

উনিশ শতকের শেষ দিকে শ্রীলঙ্কা, ফিলিপাইনসহ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলো কফি রপ্তানিতে শীর্ষে অবস্থান করছিল। কিন্তু কফি রাস্টের কারণে দেশগুলো কফি উৎপাদন থেকে সরে এসেছে।শ্রীলঙ্কার কফি শিল্প ধ্বংসের জন্য এ রোগকেই দায়ী করেন ইতিহাসবিদরা।

বিশ্বে কফি উৎপাদন ও রপ্তানিতে কলম্বিয়ার অবস্থান তৃতীয়। ২০১৭ সালে কফি রপ্তানি করে দেশটি দুই দশমিক চার বিলিয়ন বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে। কলাম্বিয়ার মোট রপ্তানি আয়ের সাত দশমিক সাত শতাংশই আসে কফি খাত থেকে। কিন্তু গত কয়েক দশক ধরে দেশটির কফি শিল্প মারাত্মক ক্ষতির মুখোমুখি হতে হয়েছে কফি রাস্টের কারণে।

তাই অনেক বছর ধরেই কলাম্বিয়ার গবেষকরা চেষ্টাচালিয়ে যাচ্ছেন কফি রাস্টের হাত থেকে সেদেশের কফি শিল্পকে বাঁচানোর উপায় খুঁজে বের করতে। সম্প্রতি একটি সমাধানও খুঁজে পেয়েছেন তারা।

গবেষণায় দেখা গেছে, সব ধরনের কফি গাছ এ রোগে আক্রান্ত হয় না। গবেষণার স্বার্থে কফি গাছকে দু'টি প্রজাতিকে ভাগ করা হয়েছে। এদের একটির প্রচলিত নাম বিউটি। এ প্রজাতির কফি হয় স্বাদে, গন্ধে ও মানে উন্নত। উৎপাদনও তুলনামূলক ব্যয়বহুল। তবে এতে কফি রাস্টের ঝুঁকি বিদ্যমান।

অপর প্রজাতিটির প্রচলিত নাম 'বিস্ট'। বিশ্বে এ প্রজাতির কফি তেমন জনপ্রিয় নয়। তবে আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, এ প্রজাতির গাছগুলো কফি রাস্টে আক্রান্ত হয় না।

তাই গবেষকরা এ দুই প্রজাতির কফি গাছের ডিএনএ নিয়ে নতুন হাইব্রিড তৈরির চেষ্টা চালান। গবেষকদের লক্ষ্য ছিল, নতুন হাইব্রিড প্রজতিটি যেন স্বাদে, গন্ধে ও মানে উন্নত হয় এবং একই সঙ্গে রাস্ট প্রতিরোধ করতে সক্ষম হয়। বহু চেস্টার পর গবেষকরা একধরনের হাইব্রিড তৈরি করতে পেরেছেন যারনাম ক্যাস্টিলো। এই ক্যাস্টিলো জাতের গাছে কফি রাস্ট সংক্রমিত হওয়ার সম্ভাবনা কম। এর গুণগত মানও বেশ ভালো।

২০০৮ সালে কফি রাস্টের আক্রমণে কলাম্বিয়ার ২৫ শতাংশ কফি ক্ষেত নষ্ট হয়। এরপর থেকে কলাম্বিয়া সরকার কফি চাষিদের ক্যাস্টিলো চাষের উপর জোর দেয়। বর্তমানে সেদেশের ৭৬ শতাংশ খামারে ক্যাস্টিলো চাষ হচ্ছে।

কলাম্বিয়ার গবেষকরা বিশ্বের অন্যান্য দেশেও কফি রাস্ট মোকাবেলায় ক্যাস্টিলো জাতের কফি

চাষের গুরুত্ব তুলে ধরছেন। তাছাড়া কফি আমদানি-রপ্তানির সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন পর্যায়ের ব্যবসায়ীদের এর আর্থিক গুরুত্ব সম্পর্কে জানানো হচ্ছে।

কিন্তু কফিপ্রেমীরা যেন বরাবরই একটু খুঁতখুঁতে প্রকৃতির। কফি স্বাদ ও গন্ধে একদম নির্ভেজাল না হলে যেন চলে না। তাই বাজারে ক্যাস্টিলোর সফলতা অর্জনের জন্য কফিপ্রেমীদের কাছে এর জনপ্রিয়তা বাড়ানো প্রয়োজন বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। আর কফির উৎপাদন ব্যাহত মানেই সরবরাহ কমে যাওয়া, যা কফিপ্রেমীদের কোনোভাবেই কাম্য নয়।

দানায় দানায় গুর, তিসি-যাপন করলেই ডায়াবেটিস-ক্যানসারে মোক্ষম উপকার

ব্লাড প্রেশার থেকে সুগার। ডায়াবেটিস থেকে ক্যানসার। সব রোগের মহৌষধ তিনি। এক চামচ তিসিবীজের প্রচুরপ্রোটিন। তিসি খান। তাহলেই হাজারো রোগ গায়েব।

তিসির লাড্ড। মুখে দিলেই আহা। শুধুই কি লাড্ডু, হেঁশেলের মশলায় তিনি অন্যতম। তিসির তেলের গুণ বলেশেষ করা যাবে না। তিসি বীজ ফাইবার, ওমেগা ত্রি ও ওমেগা সিক্স ফ্যাটি অ্যাসিডের প্রধান উৎস।

তিসি-তে কী কী পুষ্টিগুণ রয়েছে? ১০০ গ্রাম তিসি বীজে রয়েছে ৫৩৪ ক্যালরি, ১৮.২৯ গ্রাম আমিষ ২৭.৩ গ্রাম স্নেহ, ২৮.৮৮ গ্রাম শর্করা, ১.৬৪ মিলিগ্রাম থায়ামিন ০.১৬১ মিলিগ্রাম রাইবোফ্লাভিন, ৩৯২ মিলিগ্রাম ম্যাগনেসিয়াম, ৬৪২ মিলিগ্রাম ফসফরাস, ৮১৩ মিলিগ্রাম পটাসিয়াম, ৪.৪৩ মিলিগ্রাম জিঙ্ক, ০.১৭৪ মিলিগ্রাম ম্যাঙ্গানিজ, ৬ মাইক্রোগ্রাম ফলেট। সত্যি বলতে কী, এত পুষ্টিগুণ খুব কম খাবারেই আছে।

তিসির গুণ জেনে নিন—

ওজন কমায়— তিসির স্বাস্থ্যকর ফ্যাট ও আঁশ অনেকক্ষণ পেট ভরে রাখে। ফলে কম খাবার খেলেও চলে।ওজন কমাতে প্রতিদিনের খাবার তালিকায় স্যুপ, স্যালাড ও যে কোনও পানীয়ের সঙ্গে কয়েক চা চামচ তিসিবীজ খাওয়া যেতে পারে।

খারাপ কোলেস্টেরল কমায়--- গবেষকদের দাবি,শরীরে ভাল কোলেস্টেরল বাড়ায় এবং খারাপ কোলেস্টেরল কমায় তিসিবীজ।

ডায়াবিটিস নিয়ন্ত্রণ— তিসিবীজ রক্তে চিনির মাত্রা কমায়। ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখে। দৈনিক ১৫-২০ গ্রাম তিসি খেলে ডায়াবেটিস হওয়া ঝুঁকি কমে।

হজমে সাহায্য— শরীরের দূসিত পদার্থবের করে দেয় তিসি। অতিরিক্ত মেদ কমায়। কোষ্ঠকাঠিন্য থেকে মুক্তি পেতে ১-২ টেবিল চামচ তিসিরতেল ১ কাপ গাজরের রসের সঙ্গে নিয়মিত খেলে উপকার পাওয়া যায়। গ্যাস্ট্রিক ও আলসার উপকার পাওয়া যায়।

ক্যানসার প্রতিরোধী — তিসিতে রয়েছে প্রচুর ফাটিটোঅ্যাস্ট্রোজেনিক লিগ্নান্স। এটা শরীরে ক্যানসারের কোষ গঠনে বাধা দেয়। স্তন, প্রস্টেট ওভারিয়ান ও কোলন ক্যানসার প্রতিরাধ করে। হার্ট সুস্থ --- তিসিবীজে রয়েছে আলফা লিনোলিক অ্যাসিড। এটা হৃদরোগ প্রতিরোধ করে।

তামাকের নেশা থেকে মুক্তি — প্রতিদিন লাঞ্চের পর অল্প একটু তিসি চিবোলে তামাক বা অন্য নেশা থেকে মুক্তি পাওয়া যেতে পারে বলে দাবি গবেষকদের।

সুন্দর ত্বক, চুল, নখ— প্রতিদিন ১ চামচ তিসি গুঁড়ো। চুল পড়া কমায়। স্কিন ও নখকে স্বাস্থ্যবান করে।

মানুকা মধুর চেয়েও বেশি উপকারী টার্কিশ মধু

নতুন এক গবেষণায় দেখা গেছে, দক্ষিণ পূর্ব তুরস্কের হাক্কারি প্রদেশের উৎপাদিত মধু জনপ্রিয় মানুকা মধুর চেয়েও বেশি উপকারী।

এতদিন নিউজিল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ার মানুকা মধু বাজারের অন্যসব মধুর চেয়ে বেশি ওষুধিগুণ সম্পন্ন বলে গণ্য করা হতো। মানুকা নামক এক প্রকার ঝোপ জাতীয় উদ্ভিদের ফুল থেকে এ মধু উৎপাদন করাহয়। এ মধুতে এক প্রকার অ্যান্টি মাইক্রোবিয়াল উপাদান বিদ্যমান যা ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া প্রতিরোধ করে।

গবেষকরা বলছেন, টার্কিশ মধুতে অ্যান্টি মাইক্রোবিয়াল উপাদানের পরিমাণ ও কার্যকারিতা মানুকা মধুর চেয়েও বেশি। তুরস্কের ট্র্যাবজোন শহরে অবস্থিত কারাদেনিজ টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটি রড় গবেষকরা জানান এ তথ্য।

তুরস্কের বিভিন্ন অঞ্চলের উৎপাদিত মধুর উপর এ গবেষণা চালানো হয়।গবেষকদের সদস্য সেভগি কোলাহ বলেন, 'হাক্কারি প্রদেশের ফুল থেকে উৎপাদিত মধু ব্যাটকেরিয়ার বিরুদ্ধে অ্যান্টিবায়োটিকের মতো কাজ করে এবং তা মানুকা মধুর চেয়েও অধিক কার্যকর। এছাড়াও বিভিন্ন জাতের বাদাম ও ওক থেকে উৎপাদিত মধুতেও অ্যান্টি-ব্যাকটেরিয়ল বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষতি হয়েছে।

সেভগি কোলাহ আরও বলেন, গাঢ় রঙের মধুতে অ্যান্টি অক্সিডেন্ট উপাদান বেশি থাকে এবং অ্যান্টি মাইক্রোবিয়াল উপাদান বেশি থাকে হালকা রঙের মধুতে। তুরস্ক উভয় প্রকার মধু উৎপাদনেই নির্ভরতার প্রমাণ দিচ্ছে। বর্তমানে বিশ্বের সবচেয়ে বেশি মধু উৎপাদনকারী দেশগুলোর মধ্যে তুরস্ক তৃতীয় । চীন ও আর্জেন্টিনার পরেই অবস্থান করছেদেশটি।

হাই কোলেস্টরল ? জেনে নিন কী খাবেন আর খাবেন না

রক্তের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল কোলেস্টেরল। রক্তে উপস্থিত ৭৫ শতাংশ কোলেস্টেরল স্বাভাবিকভাবে আমাদের দেহে এমনিই উৎপাদন হয়। কিন্তু বাকি ২৫ শতাংশ কোলেস্টেরল আসে বিভিন্ন প্রাণীজ খাবার থেকে। এখন এই কোলেস্টেরল ভালো না খারাপ? রক্তে উপস্থিত এই কোলেস্টেরল দুধরনের এল ডি এল (লো ডেনসিটি লিপিড প্রোফাইল) ও এইচ ডি এল (হাই ডেনসিটি লিপিড প্রোফাইল) এরমধ্যে এইচডিএল-কে বলা হয় 'গুড কোলেস্টেরল' আর এল ডি এল-কে বলা হয় 'ব্যাড কোলেস্টেরল'। এখন এই গুড ও ব্যাড কোলেস্টেরলের মধ্যে ভারসাম্যের অভাব ঘটলেই শরীরে বিভিন্ন রকম উপসর্গ দেখা দেয়।

হৃদরোগ, হার্ট অ্যাটাক, স্ট্রোকের ঝুঁকি বাড়ে। তাই দেহে কোলেস্টেরলের মাত্রা ঠিক রাখতে আমাদের প্রত্যেকেরই উচিত কিছু খাদ্যাভ্যাস মেনে চলা। লাইফস্টাইলেও কিছু পরিবর্তন আনা। কী খাবেন

—ওটস, বার্লির মত পুষ্টি উপাদানে ভরপুর দানাশস্য

- স্যালমন, টুনা ও সার্ডিনের মত ফ্যাটি মাছ

— ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিডে সমৃদ্ধ ভেজিটেবল অয়েল যেমন অ্যাভোকোডো, ফ্ল্যাক্স সিড, অলিভ অয়েল ও ক্যানোলা অয়েল

- বিনাস

- চিনাবাদাম ও কাঠবাদাম

- অ্যান্টি অক্সিড্যান্ট সমৃদ্ধ ফল ও শাকসবজি

কী খাবেন না

- রেড মিড

- দুগ্ধজাত দ্রব্য

— প্রসেসড মিট

- স্যাচুরেটেড তেল যেমন নারকেল ও তাল তেল

- ভাজা খাবার

- ধূমপান ও মধ্যপান

এছাড়া শরীরে কোলেস্টরেলের মাত্রা ঠিক রাখতে সবসময় নিজেকে শারীরিকভাবে সচল রাখা উচিত। প্রতি রাতে পর্যাপ্ত পরিমাণে ঘুমানো উচিত।

কুকুর মালিকদের মৃত্যু ঝুঁকি কম

কুকুর মালিকদের মৃত্যুর ঝুঁকি কম, বলছেন সুইডেনের একদল গবেষক। প্রায় ৩০ লাখেরও বেশি সুইডিশের উপর গবেষণা চালিয়ে এ তথ্য জানাচ্ছেন তারা।

গবেষণায় ৪০ থেকে ৮০ বছর বয়সী সুইডিশদের মেকিডেল তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়। গবেষকরা বলছেন, কুকুর পালন মানুষের শারীরিক কার্যকলাপ ও সামাজিক যোগাযোগ বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। যা হৃদরোগ আক্রান্ত হওয়ার ঝুকি কমায়।

তাছাড়া কুকুর মাইক্রোবায়োম নামে পরিচিত কিছু গৃহস্থালি ব্যাকটেরিয়ার হাত থেকেও মালিককে সুরক্ষা দেয়। কুকুর পালনে ঘরের ধূলাবালি, ময়লা ইত্যাদির পরিবেশগত পরিবর্তন ঘটে। এ পরিবর্তন কিছু গৃহস্থালি ব্যাকটেরিয়াকেও প্রভাবিত করে। যেসব মানুষ একাকী বসবাস করেন তাদের বিশেষ সরক্ষা দেয় কুকুর। গবেষকদলের প্রধান মিয়েনইয়া মুবাংগা বলেন, একাকী বসবাসকারী কুকুর মালিকদের মৃত্যুর ঝুঁকি ৩৩ শতাংশ কম এবং হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি কম ১১ শতাংশ।

তিনি আরও বলেন, এর আগে গবেষণায় দেখা যায় একাকী বসবাসকারী মানুষদের হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি অন্যদের তুলনায় বেশি। সুতরাং, একাকী মানুষের জন্য কুকুর হয়ে উঠতে পারে পরিবারের একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য।

কিছু শিকারি প্রজাতির কুকুর যেমন--- রিট্রাইভার, হাইন্ড, টেরিয়ার ইত্যাদি পালন হৃদরোগের ঝুঁকি কমাতে অধিক কার্যকরী।

বিজ্ঞান সাময়িকী সায়েন্স রিপোর্টসে প্রকাশিত ও গবেষণাপত্রটি তৈরি হয়েছে ২০০১

সাল থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত সংগৃহীত তথ্যের উপর ভিত্তি করে।

জাতীয় তথ্যভান্ডার থেকে এ সময়ের মধ্যে সুইডেনের হাসপাতালগুলোতে সেবা নিতে আগত নাগরিকদের তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে ২০০১ সালে থেকে কুকুর মালিকদের নিবন্ধন বাধ্যতামূলক করা হয় সেদেশে।

নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধ দূর করতে যা করবেন

আপনার মুখ থেকে দুর্গন্ধ বের হলে আপনি বুঝতে না পারলেও আপনার সামনের মানুষটি ঠিকই আপনার ব্যাপারে নীতিবাচক ধারণা পোষণ করবে। তাই সচেতন ব্যক্তিরা এ ব্যাপারে সবসময় সতর্ক থাকে। নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধ হওয়া থেকেও জল আপনাকে বাঁচাবে। আমরা প্রায়ই নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধ হওয়া থেকেও জল আপনাকে বাঁচাবে। আমরা প্রায়ই নিঃ শ্বাসকে সতেজ রাখতে মিন্ট (পুদিনা) চকলেট ব্যবহার করে থাকি। মূলত নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধ হওয়ার জন্য দায়ী খাবারের পর মুখে উৎপন্ন সালফার যৌগ। বারবার জল ন্দ্রপদ্ধাত্রন করলে এই সাফলারযৌগ পরিষ্কার হয় যায়। তারপর সেখানে দুর্গন্ধ

নিষ্ক্রিয়কারী লালা আসে এবং মুখের দুর্গন্ধ দূর হয়।

ভিটামিনের কার্যকারিতার জন্য ভিটামিন শরীরের বিভিন্ন ক্রিয়া বিক্রিয়ার গতিকে প্রভাবিত করে। ভিটামিনের কাজ তাই খুবই জরুরি। তাই ভিটামিন এমন সময় গ্রহণ করা উচিত যখন তা কাজ করার উপযুক্ত পরিবেশ পায়। কেননা কাজ করার ভাল পরিবেশ ও উপযুক্ত সময়ের অভাে ভিটামিন তার গ্রহণযোগ্যতা হারায়।

উপযুক্ত শর্তগুলো হচ্ছে ভিটামিন গ্রহণের সঙ্গে সামান্য চর্বি খাবেন। কেননা চর্বিতে দ্রবণীয় ভিমাটিনগুলো এ, ডি, ই, কে এর শোষণের জন্য চর্বি অত্যাবশ্যক।

যদি আপনি দৈনিক একটি ভিটামিন ট্যাবলেট গ্রহণ করেন তবে তা সকালের টিফিনের সঙ্গে গ্রহণ করুন। কিন্তু যদি দৈনিক দু'টি হয় তবে সকাল টিফিনের পর একটি এবং রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে অপরটি গ্রহণ করুন।

যদি আপনি অতিরিক্ত ভিটামিন--- সি গ্রহণ করতে চান, প্রতিবারের গ্রহণের মাঝে কিছু সময় বিরতি রাখবেন।

বাড়িতে ওষুধ ভাল রাখার উপায় কী ?

মাসকাবারি ওষুধ কেনেন? স্যাঁতসেঁতে বর্ষায় ড্যাম্প ওষুধে? সেই ওষুধই খাচ্ছেন বা ফেলে দিচ্ছেন? বাড়িতে ওষুধ ভাল রাখার উপায় কী? ওষুধ সংরক্ষণে মানতে হবে কয়েকটি নিয়ম। তাহলে বেশিদিন টাটকা রাখা যাবে ওষুধ।

মানুষের বাঁচার ৩ টি উপাদান কী? শুধু আলো, জল, বাতাস নয়, মানুষের জীবনের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ ওষুধ। সর্দি, কাশি, জ্বর, মাথাব্যথা নিত্যসঙ্গী। তাই বাড়িতে হাতের কাছেই মজুত রাখতে হয় ওষুধ। কিন্তু দীর্ঘদিন বাড়িতে পড়ে থেকে ওষুধ নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকেই। বিশেষ করে বর্ষাকালে। ওষুধ নষ্ট, টাকা নষ্ট। কিন্তু এই নষ্টের হাত থেকে বাঁচার উপায় কী? মানুষের বাঁচার

৩ টি উপাদান কিন্তু নষ্ট করতে পারে শরীর সুস্থ করার উপাদানকে। বেশি তাপ, বাতাস, আলো এবং ময়েশ্চার ওসুধকে নষ্ট করতে পারে। ঠান্ডা এবং শুকনো জায়গায় রাখতে হবে ওষুধ। ড্রেসার ড্রয়ার কিংবা কিচেন ক্যাবিনেটেরাখা যেতেপারে ওষুধ। তবে, আগুন, স্টোভ, সিঙ্ক এবং গরম কোনও সরঞ্জাম থেকে দূরে রাখতে হবে। স্টোরেজ বক্স বা তাকে রাখা যেতে পারে ওষুধ। না হলে এক্সপায়ারি ডেটের আগেই নষ্ট হয়ে যেতে পারে ওষুধ।

এক নজরে বাংলাদেশ

মনির হোসেন, ঢাকা,

১৮ কোটি মানুষের জীবনরক্ষার জন্য প্লেন দিয়ে ওষুধ আনতে বাধাঁ কোথায় ঃ কর্নেল (অব.) অলি আহমদ

,ঢাকা,আগষ্ট ০২।। দেশ থেকে প্রতিদিন প্লেন বিদেশে যাচ্ছে। একটি প্লেন ভাড়া করে ডেঙ্গু মহামারির জন্য ওষুধ আনা কোনো কঠিন বিষয় নয়। আমি মন্ত্রিত্বে থাকলে দশ ঘণ্টার মধ্যে যে কোনো দেশ থেকে ওষুধগুলো নিয়ে আসতাম। মানুষের জীবনরক্ষার জন্য একটি প্লেন পাঠানো বড় কিছু না। মন্ত্রীরা প্রতিনিয়ত প্লেন নিয়ে দেশের বিভিন্ন জায়গায় যাচ্ছেন। সেখানে একটি প্লেন নিয়ে ১৮ কোটি মানুষের জীবনরক্ষার জন্য ওষুধগুলো আনতে বাধাটা কোথায়।

শুক্রবার (২ আগস্ট) বিকেলে এলডিপির প্রধান কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে এলডিপির সভাপতি কর্নেল (অব.) অলি আহমদ এ দাবি করেন।তিনি বলেন, বাধাটা হলো তারা জনগণের প্রতিনিধি না। একজন/দু'জন মন্ত্রী কথা বলার চেষ্টা করেছিলেন। ওবায়দুল কাদেরকে ধন্যবাদ জানাই তিনি কথা কম বলতে বলেছেন। কারণ ওবায়দুল কাদের বুঝে গেছেন সাইক্লোন শুরু হয়ে গেছে। সরকারের পক্ষে হয়তো ক্ষমতায় টিকে থাকা সম্ভব নাও হতে পারে। কারণ ২ লাখ পুলিশ তাদের নির্বাচিত করেছে। ১৪ কোটি মানুষের কোনো সম্পৃক্ততা ছিল না।কর্নেল অলি অভিযোগ করেন, দেশে যখন ডেঙ্গুর মহামারি চলছে তখন স্বাস্থ্যমন্ত্রী মালয়েশিয়া গেছেন। প্রধানমন্ত্রী গত ২০ দিন দেশে নেই। কেন নেই, লন্ডনে তিনি কী করছেন এ বিষয়ে দেশের মানুষ অবহিত নয়।সংবাদ সম্মেলনে খালেদা জিয়া কোনো অপরাধ করেননি দাবি করে এলডিপির সভাপতি কর্নেল (অব.) অলি আহমদ অবিলম্বে তার মুক্তি দাবি করেছেন। তিনি দলীয় নেতাকর্মীদের ধ্বংসাত্মক কোনো কাজে না গিয়ে খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবিতে সভা-সমাবেশের মাধ্যমে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানান।

কর্নেল অলি আহমদ বলেন, খালেদা জিয়া কোনো অপরাধ করেননি। ১৮ কোটি মানুষের মধ্যে সার্ভে করে দেখতে পারবেন তিনি এখন সবচেয়ে জনপ্রিয় নেত্রী। প্রক্রিয়াগত ভুল হয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু টাকা আত্মসাৎ হয়নি। আমরা আশা করেছিলাম খালেদা জিয়ার বয়স বিবেচনা করে, তার অবদান বিবেচনা করে, জিয়াউর রহমানের অবদান বিবেচনায় মহামান্য হাইকোর্টের কাছে আমরা ন্যায়বিচার পাবো। কিন্তু হাইকোর্ট খালেদা জিয়াকে মুক্তি দেননি।খালেদা জিয়াকে একজন মুক্তিযোদ্ধা দাবি করে কর্নেল অলি বলেন, তিনি পাকিস্তানিদের হাতে বন্দি ছিলেন। নিয়াজী সাহেব রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের প্রথম অধিনায়ক ছিলেন। প্রথম অধিনায়ক হলো বাবার মতো। সুতরাং, খালেদা জিয়া ছিলেন নিয়াজীর মেয়ের মতো। পাকিস্তানি সেনারা অনেক নির্যাতন করেছে, কিন্তু তাদের যে কালচার সেটা তারা বিসর্জন দেয়নি। খালেদা জিয়াকে পাকিস্তানিরা যে সম্মান দিয়েছিল, আজ নিজের দেশের কাছ থেকে তিনি সে সম্মান পাচ্ছেন না।

সংবাদ সম্মেলনে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, কল্যাণ পার্টির সভাপতি মেজর জেনারেল অব. সৈয়দ মুহম্মদ ইব্রাহিম বীরপ্রতীক, এলডিপির সিনিয়র যুগ্ম-মহাসচিব শাহাদত হোসেন সেলিম, জাগপার সহসভাপতি রাশেদ প্রধান, এনডিপির সভাপতি কারী আবু তাহের, জমিয়তে ওলামায়ে ইসলামের যুগ্ম-মহাসচিব মুফতি মনির হোসেন কাসেমী, জাতীয় দলের মহাসচিব রফিকুল ইসলাম, এলডিপির প্রেসিডিয়াম সদস্য ইসমাইল হোসেন বেঙ্গল, কল্যাণ পার্টির সিনিয়র সহ-সভাপতি সাহিদুর রহমান তামান্না, বিএনপি নেতা মেজর অব. সারোয়ার প্রমুখ।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু হত্যাকান্ডের পর বাংলাদেশের সকল সম্ভাবনা এবং মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ব্যর্থ হয়ে যায় : প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

মনির হোসেন,ঢাকা,আগষ্ট ০২।। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বর্বরোচিত হত্যাকান্ডের পর বাংলাদেশের সকল সম্ভাবনা এবং মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ব্যর্থ হয়ে যায়।তিনি বলেন, ১৫ আগস্টের বর্বরোচিত হত্যাকান্ডের মাধ্যমে মহান মুক্তিযুদ্ধের আদর্শকে ব্যর্থ করে দেয়া হয়। পারিবারিকভাবে আমরা সব কিছু হারিয়ে ফেলি, কিন্তু বাংলাদেশ হারিয়ে ফেলে সকল সম্ভাবনা।

প্রধানমন্ত্রী বৃহস্পতিবার বিকেলে লন্ডন থেকে টেলিকনফারেন্সের মাধ্যমে রাজধানীর ধানমন্ডিতে বাংলাদেশ কৃষক লীগের রক্তদান কর্মসূচি ও বৃক্ষরোপণ অভিযান উদ্বোধনকালে এসব কথা বলেন।শেখ হাসিনা বলেন, ১৫ আগস্ট বাঙ্গালী জাতির জন্য একটি কালো দিন। ব্যক্তিগতভাবে আমি ও শেখ রেহানা বাবা-মা ও ভাইসহ সবকিছুই হারিয়েছি। ১৫ আগস্ট আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে বিপর্যয় নিয়ে আসে। শুধু তাই নয়, বাংলাদেশের জন্যও নেমে আসে বিপর্যয়।প্রধানমন্ত্রী দুস্থ মানুষের সেবা করার জন্য দলের নেতা-কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, তাদের সেবা করা প্রতিটি ব্যক্তির দায়িত্ব। বঙ্গবন্ধুর উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বলেন, 'বড় অর্জনের জন্য বড় ত্যাগ প্রয়োজন।'শেখ হাসিনা মশার প্রজনন রোধে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণেরও নির্দেশ দেন। তিনি বলেন, 'ডেঙ্গুর প্রভাব থেকে পরিত্রাণে আমি ইতোমধ্যে বিভিন্ন নির্দেশনা দিয়েছি। আমার নির্দেশ পালনের মাধ্যমে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।'প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'মশা থেকে আপনি নিজেকে, পরিবারকে এবং ঘরবাড়িকে রক্ষা করুন।'

তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু বাঙ্গালী জাতির রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তি নিশ্চিত করতে দেশ স্বাধীন করেন। শেখ হাসিনা বলেন, 'বঙ্গবন্ধু জনগণকে দারিদ্র্যমুক্ত করতে চেয়েছিলেন, যাতে তারা উন্নত জীবন লাভ করে, সুন্দরভাবে বাঁচতে এবং মাথা উঁচু করে চলতে পারে।'প্রধানমন্ত্রী বলেন, তিনিও বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ধারণ এবং সবকিছু ত্যাগ করে দেশবাসীর সেবা করে যাচ্ছেন। তিনি বলেন, 'ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তুলতে আমি জনগণের দোয়া কামনা করছি।'শেখ হাসিনা বলেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য লাখ লাখ মানুষ জীবন দিয়েছে। তাদের রক্ত বৃথা যেতে পারে না। তিনি বলেন, 'ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আমরা ২০২০ সালে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী এবং ২০২১ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন করবো। আমরা দারিদ্র্য উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে এনেছি এবং এটি আরো হ্রাস করবো।'প্রধানমন্ত্রী বলেন, দীর্ঘ একুশ বছর পর ১৯৯৬ সালে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করে। তিনি বলেন, 'ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে আমরা জাতির পিতার লক্ষ্য, চিন্তা-চেতনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে জনগণের ভাগ্য পরিবর্তনে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।'

শেখ হাসিনা বলেন, 'জনগণ বিচার করবে আমরা কি করছি আর কি করতে পারিনি।'প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশ ও জনগণের জন্য বঙ্গবন্ধু রক্ত দিয়েছেন। জনগণের ভাগ্য পরিবর্তনের মাধ্যমে আমরা তাঁর রক্তের ঋণ শোধ করবো।রক্তদান ও বৃক্ষ রোপণ অভিযান কর্মসূচি গ্রহণের জন্য বাংলাদেশ কৃষক লীগকে ধন্যবাদ জানিয়ে শেখ হাসিনা ব্যাপকভাবে রক্তদান কর্মসূচি গ্রহণের জন্য নেতা-কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান, যাতে সংকটাপন্ন রোগীরা সহজে রক্ত পেতে পারে।পরিবেশ রক্ষাসহ প্রকৃতি ও দেশের প্রতি বঙ্গবন্ধুর ভালবাসার কথা স্মরণ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, জাতির পিতা বৃক্ষ রোপণ পছন্দ করতেন। তিনি বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে বাংলাদেশকে রক্ষায় ব্যাপকভাবে বৃক্ষ রোপণ প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে শেখ হাসিনা প্রত্যেককে কমপক্ষে ৩টি গাছের চারা রোপণের আহ্বান জানান। এর মধ্যে একটি হবে কাঠের জন্য, একটি ফলের জন্য এবং একটি ওষুধি গাছ।

রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনে আসিয়ানের সহযোগিতা চাইলেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী

,ঢাকা,আগষ্ট ০২।। পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড় এ. কে. আবদুল মোমেন রোহিঙ্গারা যাতে নিরাপদে তাদের মাতৃভূমি মিয়ানমারে ফিরে যেতে পারে সেজন্য আঞ্চলিক ফোরাম আসিয়ানভুক্ত দেশগুলোর সহযোগিতা কামনা করেছেন। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ বিবৃতিতে বলা হয়, ড় মোমেন শুক্রবার থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংককে আসিয়ানের ২৬তম আঞ্চলিক ফোরামে বক্তৃতাকালে এ আহ্বান জানান।

থাইল্যান্ডের সভাপতিত্বে ফোরামে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জাপান, চীন ও ভারতসহ ২৬টি দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধিরা অংশ নিচ্ছেন।ফোরামে আব্দুল মোমেন বলেন, 'রোহিঙ্গা সমস্যা দীর্ঘ দিন ধরে অমীংসিত থাকলে তা পুরো অঞ্চলের নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতার চরমভাবে জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়াবে।' ড় মোমেন উত্তর রাখাইনে রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসন ও সেখানে তাদের জন্য বাসযোগ্য পরিবেশ তৈরি করতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় বিশেষ করে আসিয়ানের সার্বিক ভূমিকা কামনা করেন। তিনি বলেন, 'বাংলাদেশ অনির্দিষ্টকালের জন্য রোহিঙ্গাদের ভার বহনের মতো অবস্থায় নেই। এই সমস্যার সমাধান বৈশ্বিক দায়বদ্ধতা হওয়া উচিত।'

ফোরামে জাপান, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, নিউজিল্যান্ড ও মালয়েশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসন ত্বরান্বিত করতে মিয়ানমারে অনুকূল পরিবেশ তৈরিতে দেশটির প্রতি আহ্বান জানান। আসিয়ানভুক্ত অন্যান্য দেশগুলোকেও এই প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত হওয়ার আহ্বান জানানো হয়। সভায় যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মালয়েশিয়া রোহিঙ্গাদের ওপর সংঘটিত নৃশংসতার বিচার ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতের ওপর গুরত্ব আরোপ করে।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুল মোমেন দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলে পরমাণু অস্ত্র নিরস্ত্রীকরণ, জলসীমায় বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশের অবনতি, মানব পাচার, মাদক চোরাচালান, সাইবার অপরাধ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।এশীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের স্থিতিশীলতার জন্য কোরীয় উপদ্বীপে শান্তিপূর্ণ পরিবেশের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন তিনি। পরে ড় মোমেন কানাডা, ভারত, শ্রীলঙ্কা ও ভিয়েতনামের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সাথে দ্বিপক্ষীয় বৈঠক করেন। এসব বৈঠকে তিনি মিয়ানমারকে তাদের নাগরিকদের ফিরিয়ে নিতে দেশটির ওপর চাপ প্রয়োগের আহ্বান জানান।

রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সহায়তা চেয়েছেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. একে আব্দুল মোমেন

,ঢাকা,আগষ্ট ০২।। ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড় এস জয়শঙ্করের সঙ্গে বৈঠকে রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে দেশটির সহায়তা চেয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড় একে আব্দুল মোমেন।শুক্রবার (২ আগস্ট) ব্যাংককে জয়শঙ্করের সঙ্গ এক বৈঠকে এ সহায়তা চান তিনি। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

থাইল্যান্ডে আসিয়ান রিজিওনাল ফোরামের সম্মেলনের ফাঁকে সাইড লাইনে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড় এস জয়শঙ্করের সঙ্গে বৈঠক করেন ড় মোমেন। বৈঠকে দু'দেশের মধ্যে দ্বিপক্ষীয় বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন তারা। এসময় রোহিঙ্গা সংকট তুলে ধরে এর সমাধানে ভারতের সহায়তা চান পররাষ্ট্রমন্ত্রী। ড় এস জয়শঙ্কর রোহিঙ্গা সংকট সমাধানের আশ্বাস দেন।পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড় একে আব্দুল মোমেন আসিয়ান রিজিওনাল ফোরামের ২৬তম সম্মেলনে যোগদানকালে সাইড লাইনে কানাডা, শ্রীলঙ্কা ও ভিয়েতনামের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সঙ্গে বৈঠক করেন। তাদের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়।

ঢাকার দুই মেয়র ও স্বাস্থ্যমন্ত্রীর পদে থাকার নৈতিক অধিকার নেই ঃ মাহমুদুর রহমান মান্না

ঢাকা,আগষ্ট ০২।। ডেঙ্গু প্রতিরোধে কার্যকর ওষুধ কিনতে যদি প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশের প্রয়োজন হয় তাহলে স্বাস্থ্যমন্ত্রী ও ঢাকার দুই মেয়রের পদে থাকার নৈতিক অধিকার নেই বলে মন্তব্য করেছেন নাগরিক ঐক্যের আহ্বায়ক মাহমুদুর রহমান মান্না। শুক্রবার (২ আগস্ট) জাতীয় প্রেসক্লাবে নাগরিক ঐক্য আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ মন্তব্য করেন। ডেঙ্গুসহ বিভিন্ন বিষয়ে এ সংবাদ সম্মেলন ডাকা হয়।মান্না বলেন, দেশকে ভয়াবহ ডেঙ্গু পরিস্থিতির মধ্যে ফেলে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর পারিবারিক সফরে দেশের বাইরে যাওয়া দায়িত্বশীল আচরণের মধ্যে পড়ে না। ডেঙ্গুর ভয়াবহ বিস্তারের কারণে দেশ আজ ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির মধ্যে আছে। এটা এরই মধ্যে মহামারির পর্যায়ে পৌছেছে। আমরা দেখলাম ডেঙ্গু নিয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রী আর দুই মেয়র বাগাড়ম্বর করেছেন, বিরোধী দলকে দোষারোপ করছেন। অথচ হাইকোর্ট গত ফেব্রুয়ারিতে দুই সিটি কর্পোরেশনকে সতর্ক করেছিল, এরপরও কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। এর মধ্য দিয়ে তারা প্রমাণ করেছেন তারা তাদের পদে থাকার নৈতিক অধিকার জারিয়েছেন।

মান্না বলেন, মশা মারার ওষুধ আমদানি না করতে পারলেও এ নিয়ে নাটক থেমে নেই। বর্তমান ওষুধ কার্যকর না হলেও পছন্দের কোম্পানিকে কাজ পাইয়ে দেওয়ার জন্য একই ওষুধ কেনা হয়েছে। কার্যকর নতুন ওষুধ কেনার জন্য বরাবরের মতো প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ দিতে হয়েছে। মহামারির মধ্যেও প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ পাওয়ার অপক্ষায় থাকতে হলে মন্ত্রী-মেয়রের কাজ কী।তিনি বলেন, এখনো ডেঙ্গু মৌসুমের তিন মাস বাকি রয়েছে, সেপ্টেম্বরে পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে পারে। সরকারের জবাবদিহিতা ও মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতা থাকলে সেটার ফল কী হতে পারে তা পশ্চিমবঙ্গ দেখিয়েছে। আর মানুষের প্রতি ন্যূনতম দায়বদ্ধতাও না থাকলে কী হয় তার প্রমাণ বাংলাদেশ।ডেঙ্গুজনিত দুর্যোগ মোকাবেলায় নাগরিক ঐক্যের পক্ষ থেকে দু'টি দাবি জানানো হয় সংবাদ সম্মেলনে। দাবি দু'টি হলো- প্রতিটি ওয়ার্ডে ক্যাম্প স্থাপন ও প্রতিদিন মশা মারার কার্যকর ওষুধ ছিটানোর ব্যবস্থা করা এবং প্রতিটি হাসপাতাল ও ক্লিনিকে বিনা পয়সায় পরীক্ষা-চিকিৎসা নিশ্চিত করা।

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন নাগরিক ঐক্যের উপদেষ্টা এস এম আকরাম, প্রেসিডিয়াম সদস্য মমিনুল ইসলামসহ কেন্দ্রীয় নেতারা।

ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে সকলকে সম্মিলিতভাবে কাজ করার আহবান জানিয়েছেন ওবায়দুল কাদের

ঢাকা,আগষ্ট ০২।। ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে সকলকে সম্মিলিতভাবে কাজ করার আহবান জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের।

শুক্রবার রাজধানীর বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে আওয়ামী লীগ কার্যালয়ের সামনে ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগের উদ্যোগে ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা ও সচেতনতামূলক র‌্যালির উদ্বোধনকালে তিনি এ আহবান জানান।সেতুমন্ত্রী বলেন, 'যে যাই বলুক দেশের ডেঙ্গু পরিস্থিতি এখন খারাপ অবস্থায় আছে। আমরা ডেঙ্গু নিয়ে উদ্বিগ্ন, লন্ডনে চিকিৎসাধীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও দেশের ডেঙ্গু পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগের মধ্যে আছেন। সেখানেও তিনি স্বস্তিতে নেই।'তিনি বলেন, 'ডেঙ্গু মোকাবেলাকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করেছি। এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করবই। কারণ ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণের বাইরে নয়, এ চ্যালেঞ্জকে মোকাবেলা করার মত শক্তি আমরা রাখি। সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব।'ওবায়দুল কাদের বলেন, সারাদেশে ডেঙ্গু ছড়িয়ে পড়েছে। এটাই বাস্তব এবং সত্য, এই বাস্তবতাকে অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। এই পরিস্থিতিকে সরকার সিরিয়াসলি নিয়েছে এবং গুরুত্বের সঙ্গে মোকাবেলা করছে। একদিকে সচেতনতা সৃষ্টি করছে, অন্যদিকে এই পরিস্থিতি মোকাবেলায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় ও সিটি কর্পোরেশন এডিস মশা ও ডেঙ্গু রোগ নিয়ন্ত্রণে সমন্বিতভাবে কাজ করছে।

সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী বলেন, ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে সরকারের সঙ্গে আওয়ামী লীগও এ্যাকশন প্রোগ্রাম হাতে নিয়েছে, জনগণও এর সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ডেঙ্গু অবশ্যই নিয়ন্ত্রণে আসবে।তিনি বলেন, মশক নিধনে ব্যবহৃত ওষুধ নিয়ে সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছে। কার্যকর ওষুধ প্রয়োগে যাতে ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে আনা যায় এ ব্যাপারে কাজ চলছে। কিছু কিছু ওষুধের নাম এসেছে, যেগুলো ব্যবহারে অন্যান্য দেশে ভাল ফলাফল পাওয়া গেছে। আশা করছি শিগগিরই কার্যকর ওষুধ পাওয়া যাবে। এ ব্যাপারে তিনি সকলকে ধৈর্য্য ধরার আহবান জানান।আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলেন, চিকিৎসার বিষয়েও কোন ঘাটতি নেই। দিবারাত্রি মানুষকে চিকিৎসাসেবা দেয়ার কাজ চলছে।

আওয়ামী লীগের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর কবির নানক, সাংগঠনিক সম্পাদক ও পানিসম্পদ উপমন্ত্রী একেএম এনামুল হক শামীম, শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেল, বিএম মোজাম্মেল হক, বাহাউদ্দিন নাসিম, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক আব্দুস সবুর, ত্রাণ ও সমাজ কল্যাণ সম্পাদক সুজিত রায় নন্দি, তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক আফজাল হোসেন, মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগের সভাপতি আবুল হাসনাত ও সাধারণ সম্পাদক শাহে আলম মুরাদ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ডেঙ্গু নিয়ে সরকারকে রাজনীতি না করে জরুরি অবস্থা ঘোষণার দাবি জানিয়েছেন মির্জা ফখরুল ইসলাম

ঢাকা,আগষ্ট ০২।। ডেঙ্গু নিয়ে সরকারকে রাজনীতি না করে পরিস্থিতি মোকাবিলায় জরুরি অবস্থা ঘোষণার দাবি জানিয়েছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

শুক্রবার (২ আগস্ট) বিকেলে ধানমন্ডির ল্যাবএইড হাসপাতালে ডেঙ্গুজ্বরে আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসাধীন বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা কাউন্সিলের সদস্য অধ্যাপক ডা. ফরহাদ হালিম ডোনারসহ কয়েকজন রোগীকে দেখার পর সাংবাদিকদের তিনি একথা বলেন।মির্জা ফখরুল বলেন, আমি এখানে কয়েকজন ডেঙ্গু রোগীকে দেখলাম। সারাদেশেই এটা ছড়িয়ে পড়েছে। আমরা বিশেষজ্ঞদের কাছে শুনতে পাচ্ছি এটা কনটিনিউ করবে। এ কারণে একটি জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে জরুরি অবস্থার ভিত্তিতে এর মোকাবিলা করা দরকার সম্মিলিতভাবেই। আমরা মনে করি, এখন অন্য রাজনীতি না করে দ্রুত মানুষকে বাঁচানোর জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হোক।

মশার ওষুধ বিদেশ থেকে জরুরিভিত্তিতে আনার বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, আপনারা একটা জিনিস খেয়াল করলে দেখবেন, বাংলাদেশ কিন্তু এখন সরকার চালায় না। মানে প্রশাসন কিংবা বিমান মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ চালাচ্ছে না। বাংলাদেশ চালাচ্ছে এখন বিচার বিভাগ।আদালতের হুকুম হয় তারপরে কথা-বার্তা হয়, নড়াচড়া করে। ডেঙ্গু প্রতিরোধ করার ক্ষেত্রে তারা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। আমরা মনে করি ওদিকে না গিয়ে অবিলম্বে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে জরুরিভিত্তিতে নেওয়া উচিত।তিনি বলেন, প্রত্যেক পরিবার এখন দুচিন্তাগ্রস্ত। বিশেষ করে শিশুদের নিয়ে। আমি এখন দেখে এলাম তারা অনেকেই বেশ সংকটাপন্ন অবস্থায় আছে। আমার মনে হয়, সরকারের উচিত হবে আর কালবিলম্ব না করে সংশ্লিষ্ট সবার কাছ থেকে এবং আমাদের যারা চিকিৎসক আছেন তাদের সবার কাছ থেকে পরামর্শ নিয়ে কাজ করা উচিত।

এসময় দলের চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা কাউন্সিলের সদস্য অধ্যাপক একেএম আজিজুল হক, ড্যাবের অধ্যাপক হারুন আল রশিদ, অধ্যাপক আবদুস সালাম, ডা. আবদুস সেলিম, ডা. জহিরুল ইসলাম সাকিল, ডা. এটিএম ফরিদ, ডা. শাহ আমানউল্লাহ, ডা. এফরানুল হক সিদ্দিকী, ডা. পারভেজ রেজা কাকন বিএনপি চেয়ারপারসনের প্রেস উইংয়ের সদস্য শায়রুল কবির খান উপস্থিত ছিলেন।

গোয়ায় মঞ্চস্থ সিলেটি ভাষার নাটক 'বেড়া', দশটি পুরস্কারে ভূষিত পাথারকান্দির সাংস্কৃতিক সংস্থা

পাথারকান্দি (অসম), ২ আগস্ট (হি.স.) : গোয়ায় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক বহুভাষিক নাট্য প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে বিভিন্ন বিভাগে মোট দশটি পুরস্কার-সহ জাতীয় কঙ্কন নাট্যশ্রী অ্যাওয়ার্ডের শিরোপা অর্জন করেছে করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত পাথারকান্দির সামাজিক সাংস্কৃতিক সংস্থা 'চতুরঙ্গ'। সংস্থার শিল্পীরা শ্রীহট্টিয় (সিলেটি) ভাষায় রচিত 'বেড়া' নাটক মঞ্চস্থ করে এই খ্যাতি লাভ করেছেন।

দলবল নিয়ে বহিঃরাজ্যে গিয়ে কোনও বড় অনুষ্ঠান করার দীর্ঘদিনের স্বপ্ন ছিল চতুরঙ্গ-এর। তাদের সেই মনের বাসনা এবার পূরণ হওয়ায় আহ্লাদিত শিল্পীদের পাশাপাশি পাথারকান্দির সংস্কৃতিবান মানুষজন। এদিকে তাঁদের এই সাফল্যে চতুরঙ্গ-এর সকল শিল্পী ও কর্মকর্তাদের আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন পাথারকান্দির বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল।

পূর্ব সূচি অনযায়ী গত ২৮ জুলাই থেকে ৩১ জুলাই পর্যন্ত দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত পর্যটননগর গোয়ার মাডগাঁও শহরে অনুষ্ঠিত হয়েছিল আন্তর্জাতিক বহুভাষিক নাট্য ও সাংস্কৃতিক সমারোহ। এই প্রতিযোগিতায় আমন্ত্রিত হয়ে আশাতীত সাফল্য অর্জন করেছে বরাক উপত্যকা থেকে একমাত্র প্রতিনিধিত্বকারী চতুরঙ্গ সাংস্কৃতিক সংগঠন। সেই সঙ্গে অসম রাজ্য থেকে অংশগ্রহণ করে এই সংস্থার নবপ্রজন্মের নাট্য নির্দেশক রাজেশ দে-র ভাগ্যে জুটেছে জাতীয় কঙ্কন নাট্যশ্রী অ্যাওয়ার্ড।

নাটক প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা ছাড়াও দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ নির্দেশক, শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী, শ্রেষ্ঠ পার্শ চরিত্রাভিনেত্রী, দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ অভিনেতা, দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ খল-চরিত্রাভিনেতা, দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ রূপসজ্জা, দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ মঞ্চসজ্জা ও দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ পাণ্ডুলিপি-সহ মোট দশটি পুরস্কারে ভূষিত হয়েছে পাথারকান্দির চতুরঙ্গ। চারদিনব্যাপী অনুষ্ঠিত নাট্য ও সাংস্কৃতিক সমারোহে ওড়িশা, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, মণিপুর, ছত্তিশগড়, উত্তরপ্রদেশ, অসম-সহ দেশের বিভিন্ন রাজ্যের মোট কুড়িটি নাট্য ও সাংস্কৃতিক দল অংশগ্রহণ করেছিল।

বুধবার সমারোহের শেষ সন্ধ্যায় আয়োজক সংস্থার পক্ষ থেকে এই সব শিল্পীদের একটি করে শংসাপত্র ও দৃষ্টিনন্দন ট্রফি দিয়ে পুরো দলকে সম্মানিত করা হয়েছে। আজ শুক্রবার ১৪ জনের সাংস্কৃতিক দলটি গোয়া থেকে পাথারকান্দির উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে বলে ফোনে জানিয়েছেন সংগঠনের সংস্থার সাধারণ সম্পাদক সুরজিৎ সেন। উল্লেখ্য, প্রথমবারের মতো রাজ্য স্তরের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন চতুরঙ্গ-এর আশাতীত সাফল্যে সমাজের বিভিন্ন মহল থেকে নাট্যশিল্পীদের প্রতি শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। জানা গেছে, দলটি পাথারকান্দিতে আসার পর গোটা শিল্পীদলকে উষ্ণ সংবর্ধনা জানানো হবে, এৎ জন্য প্রস্তুতি শুরু হয়েছে বলে জানিয়েছেন সংস্থার সাধারণ সম্পাদক।

বাংলাদেশে দু'টি বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষ, চালক-সহ ৮ জন যাত্রীর মৃত্যু

ঢাকা, ২ আগস্ট (হি.স.): বাংলাদেশের ঠাকুরগাঁও জেলায় দু'টি বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু হল চালক-সহ ৮ জনেরউ শুক্রবার সকালে ভয়াবহ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে ঠাকুরগাঁও জেলার সদর উপজেলা খোঁচাবাড়ি এলাকায় ঢাকা-ঠাকুরগাঁও সড়কেউ ভয়াবহ দুর্ঘটনায় ৮ জনের মৃত্যুর পাশাপাশি কমবেশি আহত হয়েছেন কমপক্ষে ২১ জনউ দুর্ঘটনায় নিহতদের নাম হল, মোস্তফা কামাল ও তাঁর স্ত্রী মনছুরা, আব্দুর রহমান তরুণ (৪০), আব্দুল মজিদ (৫২), সরস্বতী সাহা (৫০), ক্ষিতীশ চন্দ্র (৪৫), মঙ্গলী রানী ও তাঁর পুত্রবধূ জবা রানী। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, শুক্রবার সকাল ৮.৩০ মিনিট নাগাদ ঢাকা-ঠাকুরগাঁও সড়কের উপর খোঁচাবাড়ি এলাকায় যাত্রীবোঝাই দু'টি বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়উ বেসরকারি দু'টি বাসের মধ্যে ডিম্পল এন্টারপ্রাইজের একটি বাস ঢাকা থেকে ঠাকুরগাঁও অভিমুখে আসছিলউ নিশাত পরিবহণের অপর একটি বাস ঠাকুরগাঁও থেকে দিনাজপুর অভিমুখে যাচ্ছিলউ খোঁচাবাড়ি এলাকায় দু'টি বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়উ জোরালো সংঘর্ষের জেরে দু'টি বাসের সামনের অংশ সম্পূর্ণ দুমড়ে মুচড়ে যায়উ অত্যন্ত আশঙ্কাজনক ও সংজ্ঞাহীন অবস্থায় ২৯ জনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়উ তাঁদের মধ্যেই ৮ জনের মৃত্যু হয়েছেউ মৃতদের মধ্যে বাসের চালকও রয়েছেনউ বাকি ২১ জন হাসপাতালে চিকিতাধীন। মামলা রুজু করে দুর্ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

দশ দফা দাবিতে বাঙালী ছাত্র যুব সমাজ ডেপুটেশন দিল বিশ্ববিদ্যালয়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ আগস্ট ।। ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে সমস্ত নামের ফলকে বাংলা ভাষাকে সর্বাগ্রে স্থান ও স্থানীয় যোগ্য বেকারদের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে নিযুক্তি সহ ১০ দফা দাবিতে বাঙালি ছাত্র যুব সমাজ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে ডেপুটেশান ও স্মারকলিপি প্রদান করেছে। ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষাকে যথাযোগ্য মান্যতা দেওয়া হচ্ছে না বলে অভিযোগ করেছে বাঙালি ছাত্র যুব সমাজ। কেন্দ্রীয় বিশ্ব বিদ্যালয়ে বাংলা বিষয়কে বাধ্যতামূলক না করে ঐচ্ছিক বিষয় করা হয়েছে। সংগঠনের পক্ষ থেকে শুক্রবার এক প্রতিবাদ বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত করা হয়। মিছিল শেষে কর্তৃপক্ষের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। ছাত্র যুব নেতা সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, দীর্ঘদিন ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে পর্যন্ত ফলকে নাম খোদাই করে রাখা হয়েছে হিন্দি এবং ইংরেজিতে। অথচ বাংলা বিভাগের ফলকে বাংলায় লেখা নেই। সোশ্যাল মিডিয়া ও সংবাদ মাধ্যমে বিষয়টি ভাইরাল হওয়ার পর কর্তৃপক্ষের টনক নড়েছে বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। ডেপুটেশান ও স্মারকলিপির উল্লেখিত দাবিসনদ ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন, বাংলা বিভাগে বাংলা ভাষাকে সর্বাগ্রে স্থান দিতে হবে। বিশ্ব বিদ্যালয়ে একজন স্থায়ী রেজিস্টার নিয়োগ করতে হবে। বিনা কারণে ৩০ জন স্থানীয় গেস্ট লেকচারারকে ছাঁটাই করে বহির্রাজ্য থেকে ১২ জনকে নিযুক্ত করা হয়েছে। বিশ্ব বিদ্যালয়ে পরিকাঠামো উন্নয়ন করতে হবে। কর্তৃপক্ষ এসব দাবি পূরণ না হলে বাঙালি ছাত্র যুব সংগঠন বৃহত্তর আন্দোলনে শামিল হবে বলে তারা হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

আরিফিনের বদলে 'অভিযাত্রিক'-এর অপু এবার অর্জুন

কলকাতা,২ আগস্ট (হি.স.):ভিসার সমস্যার কারণে ভারতে আসতে পারছেন না বাংলাদেশী অভিনেতা আরিফিন শুভ ঊ তাই পরিচালক শুভ্রজিৎ মিত্রের 'অভিযাত্রিক' ছবি থেকে বাদ পড়তে হয় আরিফিনকে ঊ ছবিতে অপুর ভূমিকায় দেখা যেত আরিফিনকে ঊ তবে,আরিফিন এই দেশে ফিরতে না পারায় খোঁজ চলছিল অপুর ঊ অবশেষে মিললো 'অভিযাত্রিক'-এর অপুর খোঁজ ঊ'অভিযাত্রিক'-এ আরিফিনের বদলে অপুর ভূমিকায় দেখা যাবে অভিনেতা অর্জুন চক্রবর্তীকে।

সত্যজিৎ রায় 'অপু ট্রিলজি' শেষ করেছিলেন, ১৯৫৯এর 'অপুর সংসার'-এ। ঠিক সেখান থেকেই শুরু হবে শুভ্রজিৎ মিত্রের 'অভিযাত্রিক'। আর এই ছবির হাত ধরেই ষাট বছর পর বাঙালি দর্শকের সামনে আসছে অপু।সত্যজিৎ রায়ের অপু হয়েছিলেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। আর শুভ্রজিৎ-এর অপু এবার অর্জুন ঊ চিত্রনাট্যের বাঁধনে ফিরে আসছে দুর্গা, অপর্ণা, রাণুদি, এমনকি লীলাও। 'অভিযাত্রিক' ছবিতে বাবা-ছেলের সম্পর্কের সমীকরণ তুলে ধরবেন পরিচালক শুভ্রজিৎ। ছবিতে অর্পিতা চট্টোপাধ্যায়কে দেখা যাবে লীলার চরিত্রে, রাণুদির ভূমিকায় থাকছেন শ্রীলেখা মিত্র। তাঁর দিদির চরিত্রে অভিনয় করবেন সোহাগ সেন। এই ছবিতে ফিরে আসবে অপর্ণাও, আর সেই চরিত্রে দেখা যাবে দিতিপ্রিয়া রায়কে ঊ ছবিতে বেনারস, উত্তরবঙ্গ, দুমকা, উত্তর-পূর্ব ভারত, টাকি, বোলপুর ও কলকাতাকে চল্লিশের দশকের প্রেক্ষাপটে দেখাবেন পরিচালক শুভ্রজিৎ। এমনকি ছবিটি দেখানো হবে সাদা-কালোয়।

উল্লেখ্য,অপু হিসাবে প্রথমে পরিচালক শুভজিৎ বেছেছিলেন বাংলাদেশী অভিনেতা আর্ফিনকে ঊ কিন্তু ভিসার সমস্যার কারণে ভারতে আসতে পারছেন না আরিফিনঊ কারণ সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচনের প্রচারে অংশ নেয় বাংলাদেশের দুই অভিনেতা ফিরদৌস ও অভিনেতা নূরঊ আর তারপরই সমস্যার সূত্রপাতঊ ওই দুই অভিনেতাকে দ্রুত বাংলাদেশে ফেরার নির্দেশ দেয় হাই কমিশন। ভারতে এই মুহূর্তে বাংলাদেশি শিল্পীদের কাজ করা নিয়ে সমস্যা তৈরি হয়েছে। কারণ, ভিসা পেতে তাঁদের সমস্যা হচ্ছে। তাই ভারতে আসতে না পারায় 'অভিযাত্রিক' থেকে বাদ পড়তে হয় অভিনেতা আরিফিনকেও।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

রাজ্যের মোটরস্ট্যান্ডগুলিকে ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ আগস্ট।। রাজ্যের মোটরস্ট্যান্ডগুলিকে ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সবকটি মোটরস্ট্যান্ডেই নতুন কমিটি গঠনের উদ্যোগও নেওয়া হয়েছে। শুক্রবার রাজধানীর রাধানগর মোটরস্ট্যান্ড পরিদর্শনকালে একথা জানান ত্রিপুরা সড়ক পরিবহণ নিগমের চেয়ারম্যান দীপক কুমার মজুমদার।

রাজ্যের দুটি আইএসবিটি সহ ৪৮টি মোটরস্ট্যান্ড পরিচালনা করবে ত্রিপুরা সড়ক পরিবহণ নিগম। নিগমের চেয়ারম্যান মোটরস্ট্যান্ডগুলি পরিদর্শন করে বাস্তব পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে শুরু করেছেন। মোটরস্ট্যান্ডগুলিতে কোন ধরনের দুর্নীতি, জুলুমবাজি ও দাদাগিরি চলতে দেওয়া হবে না বলে নিগমের চেয়ারম্যান দীপক কুমার মজুমদার স্পষ্টভাবে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। শুক্রবার তিনি রাজধানীর রাধানগর মোটরস্ট্যান্ড পরিদর্শন করেন। মোটরস্ট্যান্ডটি বর্তমানে যারা পরিচালনা করছেন তাদের সঙ্গেও তিনি কথা বলে বিস্তারিত খোঁজখবর নিয়েছেন। রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের পর রাজ্যের মোটরস্ট্যান্ডগুলির পরিচালনার দায়িত্ব বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনের হাত থেকে ছিনিয়ে ত্রিপুরা সড়ক পরিবহণ নিগমের হাতে সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য প্রদান করেছে রাজ্য সরকার। বিগত বামফ্রন্ট সরকারের আমলে যারা মোটরস্ট্যান্ডগুলি পরিচালনা করেছে তারা চাঁদার জুলুমবাজি সহ নানা দুর্নীতিতে জড়িত ছিল। সরকার পরিবর্তনের পর তারা আয়ব্যয়ের হিসেব পর্যন্ত দেয়নি। পরিবহণ দপ্তর প্রত্যেকটি মোটরস্ট্যান্ডের পরিচালনার দায়িত্বে থাকার কমিটিগুলিকে হিসেব নিকেশ পেশ করার জন্য নির্দেশ জারি করেছে। কিন্তু তারা হিসেব নিকেশ দিতে আসছে না। যাবতীয় টাকা পয়সা হাতিয়ে নিয়ে গেছে তারা। এভাবে সরকারি অর্থ লোপাটের ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন ত্রিপুরা সড়ক পরিবহণ নিগমের চেয়ারম্যান। তিনি বলেন, যারা দায়িত্ব পালন করছেন তাদেরকে স্বচ্ছ ভাবে মোটরস্ট্যান্ড পরিচালনা করতে হবে। রাধানগর মোটরস্ট্যান্ডের পরিচালনগত বিভিন্ন দিক নিয়ে নানা অভিযোগ উঠেছে। সে কারণেই নিগমের চেয়ারম্যান শুক্রবার রাধানগর মোটরস্ট্যান্ড পরিদর্শনে যান। তিনি বলেন, নতুনভাবে রাজ্যে সবকটি মোটরস্ট্যান্ডকে ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ ন্যেয়া হয়েছে। যাত্রী পরিষেবা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্যই এই উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। দীপকবাবু বলেন, কিছু কিছু জায়গায় সরকার পরিবর্তনের পর হামলা, হুজ্জুতি হয়েছে। মোটরস্ট্যান্ডগুলির দখল নিজেদের হাতে তুলে নেওয়ার জন্য বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠন চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এ ধরনের প্রয়াস সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখার ক্ষেত্রে অন্তরায় বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেছেন। নিগমের চেয়ারম্যান বলেন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলেছেন, দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য। পরিবহণ মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়ও রাজ্যের মোটরস্ট্যান্ডগুলি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য বিভিন্ন পরামর্শ দিয়েছেন। তাদের একটাই লক্ষ্য যাতে কোনভাবে যাত্রী হয়রানির ঘটনা না ঘটে। পাশাপাশি যানবাহনের মালিকরাও যাতে সমস্যার সম্মুখীন না হন সেদিকেও লক্ষ্য রাখা হবে। নিগমের চেয়ারম্যান বলেন, প্রতিটি মোটরস্ট্যান্ডে নতুন করে কমিটি গঠন করা হবে। কিন্তু সেক্ষেত্রে কোনও শ্রমিক সংগঠনের চাপিয়ে দেওয়া লোকজনদেরকে কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করা হবে না। মোটরস্ট্যান্ডগুলিকে চাঁদার জুলুম ও দুর্নীতি থেকে মুক্ত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। স্বচ্ছতা ও সততা নিয়েই ত্রিপুরা সড়ক পরিবহণ নিগম রাজ্যের মোটরস্ট্যান্ডগুলি পরিচালনা করতে চায় বলেও তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। রাজ্যের মোটরস্ট্যান্ডগুলি ঢেলে সাজানোর পাশাপাশি শ্রমিকদের স্বার্থসুরক্ষা এবং যাত্রী পরিষেবার মান উন্নয়নের উপরেও যথাযথ গুরুত্ব দিতে বলেছেন ত্রিপুরা সড়ক পরিবহণ নিগমের চেয়ারম্যান দীপক কুমার মজুমদার।

বাইখোড়ায় বিভিন্ন দাবীতে পথ অবরোধ ছাত্রছাত্রীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২ আগস্ট ।। শুক্রবার সকাল ৮ট ৩০ মিনিট নাগাদ দক্ষিণ ত্রিপুরার শান্তিরবাজার মহকুমার বাইখোড়া কুশারঘাট এলাকার উচাইবাড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা বাইখোড়া মুহুরীপুর পথ অবরোধে বসে। এই অবরোধের মূল দাবি বিদ্যালয়ের পরিকাঠামো উন্নয়ন ও বিদ্যালয় সকাল ৮ ঘটিকার পরিবর্তে পূর্বের ন্যায় চালু করা। বিদ্যালয়ে বিদ্যুৎ সংযোগ উন্নত করে প্রতিটি ক্লাসরুমে পাখার সংযোগ দেওয়া। বিদ্যালয়ে বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ করা। মিট ডে মিল ঘরের উন্নত করা। অপরদিকে বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের প্রধান দাবি বিদ্যালয় যদি সকাল ৮ ঘটিকায় চালু থাকে তাহলে ক্লাস ৯ থেকে ১০ পর্যন্ত মিড ডে মিল চালু করতে হবে। এই সকল দাবি নিয়ে বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা ক্লাস বয়কট করে বিদ্যালয়ের ভিতরে শিক্ষকদের তালা বন্দি করে পথ অবরোধে বসে। পরবর্তী সময় এই বিদ্যালয়ের এক শিক্ষক দিলীপ দেবনাথ ও ঠাকুরছড়া বিদ্যালয়ের শিক্ষক রণজিৎ মজুমদার ছাত্র-ছাত্রীদের ধমক দিয়ে বিদ্যালয় তালামুক্ত করেন। এই তালাবন্দি ও পথ অবরোধের সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে দুই শিক্ষকের ধমকির মুখে পড়তে হয় সংবাদমাধ্যমের লোকজনদের। উনারা সংবাদ মাধ্যমের সদস্যদের সংবাদ সংগ্রহে বাধা দেন।

কাশীপুরে মিলল ভেজাল মশলার গুদাম, গ্রেফতার ১

কলকাতা, ২ আগস্ট (হি.স): শুক্রবার কাশীপুরে মিলল ভেজাল মশলার গুদাম। আজ দুপুরে কাশীপুর থানাকে সঙ্গে নিয়ে একটি গুদামে হানা দেয় এনফোর্সমেন্ট ব্র্যাঞ্চের আধিকারিকরা। সেখান থেকেই উদ্ধার হয় প্রায় ৯০০ কেজি ভেজাল মশলা। গ্রেফতার করা হয়েছে প্রদীপ সিনহা নামে এক ব্যক্তিকে। ইবির অনুমান, এই চক্রের চাল শহরের বহু দূর পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছে। তাই, প্রদীপ সিনহাকে জেরা করে চক্রের বাকিদের ধরা হবে।

এরআগে গত ২৩ জুলাই, জোড়াবাগান থানা এলাকার কাশী দত্ত স্ট্রিটের একটি গুদামে হানা দেয় কলকাতা পুলিশের এনফোর্সমেন্ট ব্র্যাঞ্চের আধিকারিকরা। সেখান থেকে এক লক্ষ টাকা মূল্যের ভেজাল মশলা বাজেয়াপ্ত করার হয়। ভেজাল চক্রে জড়িত থাকার অভিযোগে এক জনকে গ্রেফতারও করে ইবি। ধৃতের নাম পঙ্কজকুমার সাউ। জোড়াবাগান থানা এলাকার কাশী দত্ত স্ট্রিটের ভেজাল মশলার সূত্র ধরে এবার শহরের বুকে খোঁজ মিলল কাশীপুরের ভেজাল মশলার গুদামের। কাশী দত্ত স্ট্রিটের ভেজাল মশলাকারবারি পঙ্কজকুমার সাউকে জেরা করে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতেই শুক্রবার অভিযান চালায় এনফোর্সমেন্ট ব্র্যাঞ্চ।

ইবি সূত্রে জানা গেছে, কাশী দত্ত স্ট্রিটের ভেজাল মশলার গুদামের মত এই গুদামে দীর্ঘ দিন ধরেই ভেজাল মশলা তৈরির কাজ হচ্ছিল। রং, রাসায়নিক মিশিয়ে তৈরি করা হত হলুদ, জিরে গুঁড়ো বা লঙ্কা গুঁড়ো। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে এ দিন আচমকা হানা দেয় ইবির একটি দল। ওই কারখানায় চালের গুঁড়োর সঙ্গে কখনও আটা, কখনও ময়দা মেশানো হত। তার উপর রাসায়নিক রং এবং সুগন্ধী ছড়িয়ে দেওয়া হত। এরপর বিশেষ পদ্ধতিতে তৈরি করা হত খাবারে ব্যবহৃত হলুদ বা লঙ্কা গুঁড়ো। একই ভাবে তুষের সঙ্গে বিভিন্ন রাসায়নিক এবং রং মিশিয়ে তৈরি করা হত জিরে গুঁড়ো। পরে এই ভেজাল মশলা প্যাকেটজাত করে বিক্রি করা হত শহর এবং রাজ্যের বিভিন্ন দোকানে।

ফের ব্যস্ত সময়ে মেট্রো বিভ্রাটে নিত্যযাত্রীরা নাকাল

কলকাতা, ২ আগস্ট (হি.স.) : ফের ব্যস্ত সময়ে শহরে মেট্রো বিভ্রাটে সমস্যায় পড়তে হল নিত্যযাত্রীদের। সূত্রের খবর, শুক্রবার সকালে দমদম থেকে গড়িয়াগামী একটি রেকের দরজা বন্ধ হতে সমস্যা হওয়ায়, প্রতিটি স্টেশন থেকে মেট্রো ছাড়তে দেরি হয়। ফলে সমস্যায় পড়তে হয় নিত্যযাত্রীদের। নির্দিষ্ট সময়ে গন্তব্যে পৌঁছতে হিমশিম খেতে হয় তাঁদের।

জানা গিয়েছে, শুক্রবার সকালে দমদম থেকে একটি নন-এসি রেকটি ছাড়ে। এরপর বিভিন্ন স্টেশনে সেটির দরজা খুলতে এবং বন্ধ হতে দেরি হয়। এজন্য স্টেশনে প্রায় পাঁচ থেকে আট মিনিট অতিরিক্ত সময় দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। ফলে পরবর্তী ট্রেনগুলি ছাড়তে দেরি হয়। এজন্য অফিস টাইমে চূড়ান্ত অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় যাত্রীদের। এ কারণে, মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন যাত্রীরা। নিত্যযাত্রীদের অভিযোগ, মেট্রোর এই গোলযোগ প্রতিদিনের ঘটনা হয়ে গিয়েছে। কোন না কোনও কারণে প্রত্যেকদিন মেট্রোতে দুর্ভোগের শিকার হতে হচ্ছে। ফলে মেট্রো যাত্রা এখন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। কিন্তু তাতেও কোনও হুঁশ নেই কর্তৃপক্ষের। যাত্রীদের সমস্যা মেটাতে কোনও পদক্ষেপই নিচ্ছেন না তাঁরা। এদিকে সমস্যার কথা স্বীকার করেছে মেট্রো কর্তৃপক্ষ। তাঁদের তরফে জানান হয়েছে, দ্রুততার সঙ্গে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা চলেছে।

তৃণমূল নেতার কাটমানি নেওয়ার অভিযোগ উড়িয়ে দলীয় কাউন্সিলরের পাশে মেয়র ফিরহাদ হাকিম

কলকাতা, ২ আগস্ট (হি.স.): কাটমানি নেওয়ার অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে এবার সরাসরি কাউন্সিলরের পাশে দাঁড়ালেন মেয়র ফিরহাদ হাকিমঊ কলকাতা পুরসভার ৪০ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল সভাপতি পার্থ বসু অভিযোগ করেন ওই ওয়ার্ডেরই কাউন্সিলর স্বপ্না দাসের বিরুদ্ধেঊ পার্থবাবু গতকাল তাঁর ফেসবুকে লেখেন 'আমি আর ডাকাত পুরমাতার সাথে নেই।' এর ভিত্তিতেই শুক্রবার কলকাতা পুরসভার মেয়রের কাছে অভিযোগ জানাতে আসেন ৪০ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর স্বপ্না দাসঊ

স্বপ্না দেবী মেয়রের কাছে অভিযোগ জানান, তাঁর নামে কাটমানি খাওয়ার মিথ্যে অভিযোগ আনা হচ্ছেঊ তিনি এই সবের সাথে জড়িত ননঊ পার্থবাবু ওই ওয়ার্ডে পুনরায় কাউন্সিলর হতে চান কিন্তু যেহেতু ৪০ নম্বর ওয়ার্ড মহিলা সংরক্ষিত ওয়ার্ড হয়ে যাচ্ছে তাই তিনি আর সেখান থেকে লড়তে পারবেন না বলে তাঁর নামে গুজব রটাচ্ছেঊ মেয়র এই কাটমানি প্রসঙ্গ নিয়ে সোজা বিজেপিকে নিশানা করেনঊ তিনি জানান, "তৃণমূল কোনও কাটমানি নেয়নাঊ বিজেপি সমস্ত কাটমানি খায়ঊ" তাঁর আরও সংযোজন উন্নাওয়ের মত ঘটনায়ও জড়িত বিজেপির বিধায়কঊ

মমতা বন্দোপাধ্যায়ের কাটমানি ফেরত দেওয়ার নির্দেশের পর থেকেই রাজ্য জুড়ে কাটমানি ফেরতের জন্য বিক্ষোভ শুরু হয়েছেঊ কোথাও তৃণমূল নেতার নাম পোস্টার পরেছে তো কোথাও আবার সরাসরি তৃণমূল নেতার বাড়ি ঘিরে বিক্ষোভ দেখছে জনতাঊ এরমধ্যেই পার্থ বসুর এই ফেসবুক পোস্ট সেই আগুনকে আরও উস্কে দিলঊ এর ফলে তৃণমূলের অন্দরেই অস্বস্তির সৃষ্টি হয়েছেঊ

ফেসবুকে কারও নাম উল্লেখ না করলেও পরে পার্থ জানিয়েছেন, তাঁর অভিযোগ ৪০ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর স্বপ্না দাসের বিরুদ্ধে। পার্থের কথায়, "ওই কাউন্সিলর 'ডাকাতি' করে বিভিন্ন নির্মাণকাজ থেকে পয়সা তোলেন। ফুটপাতের দোকান থেকে বিনা পয়সায় খাবার খান। দলের শীর্ষ মহলে তা জানানো হয়েছে।" এই বিষয়ে অবশ্য ডেপুটি মেয়র তথা উত্তর কলকাতার কার্যকরী সভাপতি অতীন ঘোষ বলেন, "পার্থের সঙ্গে কথা বলব। ও দলের দুর্দিনের কর্মী। পোস্টে যে ধরনের বাক্য ব্যবহার করা হয়েছে, তা অনভিপ্রেত। এ ধরনের মন্তব্য করার ব্যাপারে ওঁর আরও সংযত হওয়া উচিত ছিল।"

জম্পুইজলা কান্ডে রাজনৈতিক তরজা, ধৃত এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২ আগস্ট।। ভোট গণনাকে কেন্দ্র করে জম্পুইজলায় যে অশান্তির সৃষ্টি হয়েছিল তার সাথে জড়িত থাকায় এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। মাইকেল দেব্বর্মা(২৭)। বাবার নাম অতন দেব্বর্মা। দেব চরন বৈরাগি পাড়া,জম্পুইজলা।ত াকে গ্রেপ্তার করে সিপাহিজলা এডিশনাল এসপি এবং জম্পুজলার পুলিশ।বর্তমানে গ্রেপ্তার হওয়া ব্যাক্তি বিশালগড় থানায় আটক। এদিকে, এই ঘটনাকে নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে চলছে তরজা।

এর পেছনে গভীর চক্রান্ত আছে বলে মনে করেন বিজেপির আইপিএফটি উভয় দলের নেতারা। শুক্রবার কোন ঘটনা ঘটেনি। এন সি দেববর্মা এলাকা ঘুরে দেখেছেন এবং শান্তি বজায় রাখতে আহ্বান জানান। দুই দলেই সিপিএম হামাদ ঢুকেছে বলে তিনি দাবি করেন। অশান্তি সৃষ্টি করে উন্নয়ন স্তব্ধ করতে চাইছে। কাল বিজেপির প্রতিনিধি দল সফর করবেন। কাল রাজীব ভট্টাচার্য, রামপদ জমাতিয়ার, বীরেন্দ্র কিশোর দেববর্মা এলাকায় যাবেন।

জাতীয় পরিবার ও স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সার্ভে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ আগস্ট।। জাতীয় পরিবার ও স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সার্ভে চলছে ত্রিপুরায়। ১৯৫২ সালে প্রথম এই সার্ভে হয়েছিল। এই বছর পঞ্চম দফায় এই সার্ভে করা হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকারের স্বাস্থ্য এবং পরিবার কল্যাণ দপ্তরের সহায়তায় এই সার্ভের কাজ চলছে । স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে ১৯৯২ সালে সার্ভে করা হয়েছিল। এই সময়ের মধ্যে কি উন্নতি ঘটেছে তা এই সার্ভে থেকে বেড়িয়ে আসবে। ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ হেল ম্যানেজমেন্ট রিসার্চ এই সার্ভে করছে। ৬ টি রাজ্যে তারা সার্ভে করছে। তার মধ্যে রয়েছে ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ, রাজস্থান, উড়িষ্যা, মহারাষ্ট্র। রাজ্য স্তরীয় তথ্য সংগ্রহ করা হবে। ত্রিপুরার ৮ টি জেলায় এই সার্ভের কাজ চলছে। ৩৩৬ টি পি এস ইউ — থেকে ২২ বাড়ি র‍্যান্ডেমলি বাছাই করা হয়। তাদের একটি প্রস্ন ও উত্তর পত্রের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এবার মধুমেয় , ম্যালেরিয়া, এনিমিয়া পরিক্ষা করা হচ্ছে এই সার্ভের মাধ্যমে। শুক্রবার প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলন করে এই সার্ভের বিষয়ে জানান আই আই এইচ এম অফ অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান ডা এস ডি গুপ্তা।

মালিক

● প্রথম পাতার পর

আটক করে বাইখোড়া থানার পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। কেন এই ঘটনা ঘটেছে তা নিয়ে স্থানীয় জনমনে নানা কৌতুহলের সৃষ্টি হয়েছে। টাকা পয়সা লুট করার উদ্দেশ্যেই মালিককে খুন করার চেষ্টা করেছিল ওই দুই নাবালক বলে একটি সূত্রে জানা গেছে। পুলিশ বিষয়টি খতিয়ে দেখছে।

আত্মঘাতী

● প্রথম পাতার পর

যায়নি। স্থানীয়রা জানান মেয়েটিকে এইদিন দুপুর থেকে আমবাসা রেল স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় ঘুরাঘুরি করতে দেখা গেছে। তবে এই যুবতীকে কেউই চিনতে পারেনি। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য বিরাজ করছে। পাশাপাশি এই যুবতীর আত্মহত্যার ঘটনাকে কেন্দ্র করে রহস্য ঘনীভূত হচ্ছে। প্রশ্ন উঠছে কেন এই যুবতী আত্মহত্যা করেছে।

আটক তিন

● প্রথম পাতার পর

আধিকারিক আশিস দাশগুপ্ত জানান। তিনি জানান, ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে বেশ কিছু তথ্য তাঁরা পেয়েছেন। তদন্তের স্বার্থে এগুলো খোলসা করা যাবে না, জানান এসডিপিও দাশগুপ্ত। আজ তাদের আদালতে পেশ করা হয়েছে।

অবরোধ

● প্রথম পাতার পর

রাত কাটিয়েছে। সে কারণেই তারা মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ হয়ে সমস্যা সমাধানের পথ উন্মুক্ত করার জন্য দাবি জানানোর চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু সেই চেষ্টাও ব্যর্থ হয়েছে। ক্ষুব্ধ শ্রমিকরা জানিয়েছেন সব ক্ষেত্রেই ধৈর্যের বাঁধ থাকে। ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেলে শ্রমিক আন্দোলন চরম আকার ধারণ করতে পারে বলে তারা ইঙ্গিত দিয়েছেন। আর তাতে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির কোন ধরনের অবনতি ঘটলে শ্রমিকরা দায়ী থাকবে না বলেও তারা আগাম জানিয়ে দেন। এজন্য সরকার ও প্রশাসনকেই দায়ী থাকতে হবে। তবে ই-রিক্সা শ্রমিকদের একাংশ চাইছে আরও ৬ মাস ই-রিক্সা রাস্তায় চলাচল করার সুযোগ দেওয়ার জন্য। অপর অংশ চাইছে অন্তত আরও একমাস সময় দেওয়া হোক। এনিয়ে দুটি গোষ্ঠির মধ্যে কিছুটা মতভেদ দেখা দিয়েছে। তবে সবকিছুর উর্দ্ধে উঠে তারা ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলনে শামিল হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। উল্লেখ্য, ১লা আগস্ট থেকে রেজিস্ট্রেশন বিহীন ই-রিক্সার চলাচল বন্ধ করে দেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে প্রথম দিনই ৪৮টি ই-রিক্সা বাজেয়াপ্ত করেছে ট্রাফিক পুলিশ। এ ধরনের ধরপাকড় অব্যাহত থাকবে বলেও জানিয়েছেন ট্রাফিক পুলিশ সুপার। প্রশাসনের কঠোর মনোভাবের ফলে ই-রিক্সা চালকরা রাস্তায় নামার সাহস পাচ্ছেন না। সে কারণেই তারা আন্দোলনের পথে অগ্রসর হচ্ছেন বলে জানা গেছে। সরকার পক্ষ ও শ্রমিক পক্ষ উভয়েই তাদের অবস্থানে অনড় থাকায় পরিস্থিতি জটিল আকার ধারণ করার আশঙ্কা দেখা দিচ্ছে। এর ফলে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটার আশঙ্কাও রয়েছে।

বিল

● প্রথম পাতার পর

এবং এনসিটিসি সম্পর্কে আপনারা কী করেছেন? এ দু'টি কেন প্রান্তে এসে ঠেকেছে?' ইউএপিএ বিল নিয়ে ভোটাভুটির সময় রাজ্যসভায় কংগ্রেস সাংসদ দিগ্বিজয় সিং বলেন, 'আমরা ওদের (বিজেপি) উদ্দেশ্য সম্পর্কে সন্দেহ করি। কংগ্রেস কখনওই সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে আপোস করেনি। এ কারণেই আমরা এই আইন নিয়ে এসেছি। বিজেপিই সন্ত্রাসের সঙ্গে আপোস করেছে, একবার রুবাইয়া সঈদজির মুক্তির সময় এবং দ্বিতীয়বার মাসুদ আজহারকে ছেড়ে দিয়ে। পাল্টা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেন, 'সন্ত্রাসের কোনও ধর্ম হয় না। সন্ত্রাসবাদীরা মানবতা বিরোধী। তাই তাদের বিরুদ্ধে কড়া আইনে সমর্থন জানানো উচিত আমাদের সকলের।' এর আগে সংখ্যা গরিষ্ঠতার জোরে লোকসভায় আগেই বিলটি পাশ করিয়েছিল নরেন্দ্র মোদী সরকার। কিন্তু শুরু থেকেই এতে আপত্তি তুলেছিলেন বিরোধীরা। এই বিল পাশ হলে সরকার বিরোধী যে কারও গায়ে সন্ত্রাসবাদী তকমা সেঁটে দেওয়া হবে এবং এই আইনের যথেচ্ছ অপব্যবহার হবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেন তাঁরা। কিন্তু প্রবল আপত্তির মধ্যেও এদিন রাজ্যসভাতেও পাশ হয়ে গেল ইউএপিএ সংশোধনী বিল, ২০১৯।

শহিদ ভারতীয় সৈনিক

তিনের পাতার পর

রাইফেলসের সৈনিক ছিলেনঊ গুরুতর জখম হয়েছে সিপাই দীপক। জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিশ্বস্ত সূত্রে খবর পাওয়া যায় শোপিয়ান জেলার পাণ্ডুশান গ্রামে লুকিয়ে রয়েছে বেশ কয়েকজন সন্ত্রাসবাদীঊ বিশ্বস্ত সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার গভীর রাত ১.৩০ মিনিট নাগাদ পাণ্ডুশান গ্রামে তল্লাশি অভিযান চালায় ভারতীয় সেনাবাহিনীর ৩৪ রাষ্ট্রীয় রাইফেলস, সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স (সিআরপিএফ) এবং জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের স্পেশ্যাল অপারেশন গ্রুপ (এসওজি)ঊ বৃহস্পতিবার গভীর রাত থেকে শুক্রবার সকাল পর্যন্ত সুরক্ষা বাহিনী ও সন্ত্রাসবাদীদের মধ্যে চলছে গুলির লড়াইঊ জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের মুখপাত্র জানিয়েছেন, গুলির লড়াই চলাকালীন জঙ্গিদের গুলিতে গুরুতর জখম হন সিপাই রামবীর এবং সিপাই দীপকঊ অত্যন্ত আশঙ্কাজনক অবস্থায় দু'জন সৈনিককে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হলে চিকিতা চলাকালীন মৃত্যু হয় সিপাই রামবীরেরঊ শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, এখনও গুলির লড়াই চলছে।

আত্মবিশ্বাসী আরএসএস

আটের পাতার পর

নিয়মিত শুনানির নির্দেশ দেয় সুপ্রিম কোর্ট।

সুপ্রিম কোর্টের মতে, মধ্যস্থতাকারীদের স্টেটাস রিপোর্ট নিষ্ফলাঊ তাই নিয়মিত হবে অযোধ্যা মামলার শুনানিঊ শুক্রবার প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈ জানিয়েছেন, আগামী ৬ আগস্ট থেকে নিয়মিত হবে অযোধ্যা জমি বিবাদ মামলার শুনানিঊ অযোধ্যা জমি বিবাদ মামলায় বৃহস্পতিবারই সুপ্রিম কোর্টে স্টেটাস রিপোর্ট জমা দিয়েছে মধ্যস্থতাকারীদের প্যানেলঊ মধ্যস্থতাকারীদের রিপোর্টকে 'নিষ্ফলা' আখ্যা দিয়ে শুক্রবার প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈ জানিয়েছেন, 'মধ্যস্থতাকারীদের রিপোর্ট জমা পড়েছে আমাদের কাছেঊ চূড়ান্ত নিষ্পত্তি অর্জন করতে সক্ষম হয়নি মধ্যস্থতাকারী প্যানেলঊ ৬ আগস্ট থেকে শুরু হবে শুনানি, শুনানি হবে নিয়মিত।'

সুরক্ষা বাহিনী মোতায়েন : স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক

আটের পাতার পর

নিরাপত্তা। ১০ হাজার জওয়ান পাঠানোর পর জম্মু ও কাশ্মীরে আরও আধা সেনা পাঠাচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার, এমনই শোনা যাচ্ছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক সূত্রের খবর, আভ্যন্তরীণ সুরক্ষার স্বার্থেই জম্মু ও কাশ্মীরে মোতায়েন করা হয়েছে অতিরিক্ত বাহিনী। তাছাড়া এই সমস্ত বিষয়গুলি পাবলিক ডোমেনে আলোচনা করার মতো বিষয়বস্তু নয়।

অতিরিক্ত সুরক্ষা বাহিনী মোতায়েন প্রসঙ্গে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক সূত্রের খবর, সপ্তাহখানেক আগে ১০০ কোম্পানি জওয়ান মোতায়েন করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। সেই সমস্ত জওয়ানরা গন্তব্যে পৌঁছনোর প্রক্রিয়া চলছে। আর তাই গুজব ছড়াচ্ছে যে, অতিরিক্ত বাহিনী মোতায়েন করা হচ্ছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক সূত্রের আরও খবর, আভ্যন্তরীণ সুরক্ষা, প্রশিক্ষণের প্রয়োজনে এবং আধা সামরিক বাহিনীর বিশ্রামের জন্য জওয়ানদের রোটেশন ও মোতায়েন করা ধারাবাহিক ও গতিশীল প্রক্রিয়া। যদিও, কাশ্মীর উপত্যকার সাম্প্রতিক পরিস্থিতির কথা বিচার করে ভারতীয় বায়ুসেনা ও সেনাবাহিনীর অ্যালার্ট রেখেছে ভারত সরকার।

আঁটোসাটো করা হয়েছে নিরাপত্তা

আটের পাতার পর

হামলার বিষয়ে সতর্ক করেছে ইনটেলিজেন্স ব্যুরো।

এরপরেই ২৪ ঘণ্টা মন্দিরের চারপাশে কড়া নজরদারির ব্যবস্থা করা হয়েছে। ওয়াচ টাওয়ার থেকে কোনওরকম সন্দেহজনক গতিবিধির ওপর নজর রাখা হচ্ছে। খুঁটিয়ে দেখা হচ্ছে প্রতি মুহূর্তের সিসিটিভি ফুটেজও। এছাড়া সতর্ক করা হয়েছে উপকূলরক্ষী বাহিনীকেও। রাতে সমুদ্রের ধারে কারা আসছে, সেদিকেও নজর রাখছে পুলিশ।

াঙ্গন

রিকি পন্টিং এই খেলোয়াড়কে বললেন বর্তমান সময়ের এক নম্বর ব্যাটসম্যান

অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট দলের প্রাক্তন অধিনায়ক স্টিভ স্মিথ বল ট্যাম্পারিং কান্ডে ব্যান হওয়ার পর প্রথমবার টেস্ট ক্রিকেটে মাঠে নামলেন। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে অ্যাসেজ টেস্ট সিরিজে বার্মিংহ্যামে চলা প্রথম টেস্টের প্রথম দিন স্টিভ স্মিথ দুর্দান্ত প্রত্যাবর্তন করে বিশ্ব ক্রিকেটকে নিজের আগমনের সাবধান বার্তা দিয়েছেন।স্টিভ স্মিথ ১৬ মাস পর প্রত্যাবর্তন করে করলেন সেঞ্চুরিআইসিসি ক্রিকেট টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের অধীনে বৃহস্পতিবার সবচেয়ে প্রতিষ্ঠিত সিরিজ অ্যাসেজ সিরিজের প্রথম ম্যাচে যখন ইংল্যান্ড আর অস্ট্রেলিয়া দল খেলতে নামে তো প্রত্যেকের নজর স্টিভ স্মিথ আর ডেভিড ওয়ার্নারের দিকে ছিল।এই দুই খেলোয়াড় বল ট্যাম্পারিংয়ে লাগা ১২ মাসের ব্যানের পর টেস্ট ক্রিকেট খেলতে নামলেন আর ১৬ মাস পর টেস্ট সিরিজে নেমেই স্টিভ স্মিথ ধামাকা করে প্রথম দিন দুর্দান্ত ১৪৪ রানের ইনিংস খেলেন।রিকি পন্টিং হলেন স্মিথের ফ্যান, বললেন এটাই হল তার মানসিক শক্তিস্টিভ স্মিথের দুর্দান্ত প্রত্যাবর্তন নিয়ে অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন ক্রিকেটাররা অনেক বেশি খুশি আর জমিয়ে প্রশংসা করে চলেছেন। যেখানে অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন অধিনায়ক রিকি পন্টিংও স্টিভ স্মিথের জমিয়ে প্রশংসা করেছেন।রিকি পন্টিং ক্রিকেট ডট এউর সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে জানিয়েছেন যে,'এমনটা করতে সক্ষম হওয়ার জন্য একজন ব্যক্তি হিসেবে ওর মাত্রা কথা বলে। এটা স্রেফ দেখার জন্য যায় যে ও মানসিকভাবে কতটা মজবুত আর ও টেস্ট ম্যাচের কত ভাল খেলোয়াড়'।ওর নামের পাশে নেই শুধু অধিনায়কের তকমা, বাকি রয়েছে লীডারশিপের সব গুনরিকি পন্টিং আগে বলেন যে,এই সেঞ্চুরি ব্রিসবেনে (২০১৭) করা সেঞ্চুরির মতই, যা পুরো সিরিজে ওর সেঞ্চুরিকে সেট করে। ও এমনটা তখন করেছে যখন ওর কাছ থেকে দলের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন ছিল। স্বয়ং দীর্ঘ সময় পর যখন দলের দেওয়ার হিসেবে আপনাকে প্রয়োজন হয় তখন ও এমন ইনিংস খেলল যা নিয়ে সকলের গর্ব হওয়া উচিত'।পন্টিং আগে বলেন যে,'ও বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় আর স্বাভাবিকভাবে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়দের মধ্যে লীডারশিপের গ্রুপ এমনটা করে। যতই ওর নামের পাশে "গ্ব" (অধিনায়ক) নেই, কিন্তু ও অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেটের নেতৃত্ব করার যথাসম্ভব চেষ্টা করতে পারে'।নিজের খেলাকে বোঝে বিশ্বে সবচেয়ে ভাল'ও স্রেফ নিজের খেলাকে না শুধু অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়দের বরং বিশ্বের সবার চেয়ে ভাল বোঝে। জো রুট একটা ভাল উদাহরণ। ও একজন ভীষণই ভাল ইন্টারন্যাশনাল কেরিয়ার গড়ছে কিন্তু আমার বিশ্বাস নেই যে ও নিজের খেলাকেও জানে যেমনটা স্টিভ করে থাকে। অন্যথা ও নিজের কেরিয়ারে বেশি সেঞ্চুরি করত'।স্টিভ স্মিথকে আলাদা ব্যাটসম্যান মেনে নিয়ে অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন অধিনায়ক রিকি পন্টিং বলেন যে,'যেভাবে ও প্রশিক্ষিত করে ও যেভাবে খেলে। যা কিছু ও করে সেটা ভীষণই আলাদা। কিন্তু যা কিছুই ও করছে সেটা কাজ করছে। এই সময় ও সবার চেয়ে আলাদা ক্লাসের তুলনায় সবার চেয়ে আলাদা হয়ে খেলছে'।'যদি ও যেভাবে খেলছে তাকে ট্রেন্ড করতে থাকে তো ওকে সর্বকালীন সেরা বলে স্মরণ করা হবে। যা ও এখনো পর্যন্ত এই খেলায় দেখিয়েহচে। ও আমাদের পেছনে অনেকগুলো পুরোণো দোষ ছেড়ে যাচ্ছে। এটা নিশ্চিত'।

এজন্যই গাভাসকার বেশি টেস্ট খেলা নির্বাচক চান

দেবাশিস দত্ত: কী ভুলটাই না করেছেন সুনীল গাভাসকার একথা বলে যে, নিঃশব্দে বিশ্বকাপের পর বিরাট কোহলিকে সরাসরি ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরের জন্য অধিনায়ক করে পাঠানো হল কেন? কম নিয়ম জানা সিওএ প্রধান বিনোদ রাইয়ের উচিত ছিল অবশ্যই আলাদা করে কোহলিকে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরের জন্য অধিনায়ক পদে পুনর্বহাল করে দেওয়া। এটা বোর্ডের নিয়ম। ক্রিকেট প্রশাসক হিসেবে ততটা অভিজ্ঞতা না থাকায় বিনোদ হয়তো ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝতে পারেননি। কিন্তু ১৩টা টেস্ট খেলা নির্বাচকমণ্ডলীর ৫ সদস্যই এই নিয়ম জানতেন না? এজন্যই তো গাভাসকার একটু বেশি টেস্ট খেলা অভিজ্ঞ প্রাক্তন ক্রিকেটারদের নির্বাচক হওয়ার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেছিলেন। নির্বাচক প্রধান এম এস কে প্রসাদের দাবি, তাঁরা সততা, দায়বদ্ধতা এবং গোপনীয়তা বজায় রেখেছেন। গতবছর এই সময়ে করুণ নায়ার ইংল্যান্ড সফরের শেষে একটিও ম্যাচে সুযোগ না পেয়ে ভেঙে পড়েছিলেন। দলের কোনও ক্রিকেটার তাঁর সঙ্গে গোটা সফরে কথা পর্যন্ত বলেননি। লম্বা সফরে ৫ নির্বাচকই কখনও কখনও দলের সঙ্গে ছিলেন। অযোগ্যতার কারণে বাদ যাওয়া এক জিনিস। আর অধিনায়ক এবং কোচের একঘরে করে রাখা অন্য বিষয়। তৃতীয় প্রসঙ্গ গোপনীয়তা। এটা কিন্তু বজায় রেখেছেন। দীনেশ কার্তিককে কীভাবে বিশ্বকাপ দলে তিনি ঢুকিয়েছিলেন, সে বিষয়টা 'গোপন'ই আছে।বলা হচ্ছে, মায়াঙ্ক আগরওয়াল, হনুমা বিহারীকে সুযোগ দেওয়ার কথা। ধারাবাহিকভাবে মায়াঙ্ক রান করে যাচ্ছিলেন ঘরোয়া ক্রিকেটে। অনেক আগেই সুযোগ পাওয়া উচিত ছিল। প্রসাদদের উপেক্ষার কারণে মঞ্চে প্রবেশ মায়াঙ্কের একটু দেরিতেই। হনুমা অন্ধ্রপ্রদেশের ক্রিকেটার। ভাল ব্যাটসম্যান। রাহুল দ্রাবিড় নিজের হাতে ওকে তৈরি করেছেন। ওকে সুযোগ দিতে গিয়ে এম এস কে প্রসাদ নিজের রাজ্যের ক্রিকেটারকেও সুযোগ দিয়েছেন।রবিচন্দ্রন অশ্বিনের সঙ্গে শিবিরের কর্তাদের মনোমালিন্য না ঘটলে যুজবেন্দ্র চাহাল, কুলদীপ যাদবদের সুযোগ পাওয়া হত না। অশ্বিন অপ্রিয় প্রশ্ন করে করে তিনি শিবিরের অন্দরমহলের পরিচালকদের প্রবল অস্বস্তিতে ফেলে দিচ্ছিলেন। পথের কাঁটা সরানোর জন্য দুই রিস্টস্পিনারকে আনার পরিকল্পনা করা হয়েছিল। তা—ও তো কুলদীপ যাদব এখনও তালিকায় না---পসন্দ এক ক্রিকেটার। যখনই সুযোগ পেয়েছেন, তাঁকে প্রথম এগারো থেকে বাইরে রাখা হয়েছে। অথচ এই কুলদীপকেই অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ধরমশালা টেস্ট ম্যাচে খেলাতে চাননি কোহলি। আহত থাকায় নেতৃত্ব দিয়েছিলেন অজিঙ্ক রাহানে। কুলদীপ দুর্দান্ত বল করে নিজের আগমনের কথা জানিয়ে দিয়েছিলেন। কোচ হিসেবে অনিল কুম্বলের চাকরি যাওয়ার প্রথম সিঁড়িটা সরে যাওয়ার কারণ কুলদীপকে সুযোগ দেওয়া!রাহানেকে সীমিত ওভারের ক্রিকেট থেকে সরিয়ে দেওয়া হল কেন? বিশ্বকাপের শুরুতে মহম্মদ সামিকে খেলানো হয়নি কেন? কেন দুই রিস্টস্পিনারকে খেলাতে গিয়ে সামিকে রিজার্ভ বেঞ্চে বসিয়ে রাখতে হয়েছিল? নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে সেমিফাইনালে মেঘলা আকাশ এবং সিম বোলিংয়ের সহায়ক উইকেটে সামিকে না---খেলানোটা কোন দূরদর্শিতার পরিচয়? এবং রবীন্দ্র জাদেজা! খেলা ছাড়ার পর জাদেজা মুখোশ খুলতে চাইলে ৫ নির্বাচক মুখ লুকানোর জায়গা খুঁজে পাবেন না। দিনের পর দিন জাদেজাকে বসিয়ে রাখা হয়েছিল কেন? এটা কেমন ধরনের দূরদর্শিতা? ৪ নম্বর জায়গা নিয়ে যখন ঝামেলা হচ্ছিল, তখন কিন্তু চাইলেই রাহানে বা চেতেশ্বর পুজারার মতো ব্যাটসম্যানকে ঢুকিয়ে নেওয়া যেত। সুযোগ ছিল বিজয় শঙ্কর চোট পাওয়ায়। রাহানে এবং পুজারা তখন ইংল্যান্ডেই ছিলেন। সিমিং উইকেটে বিজয় শঙ্কর বা দীনেশ কার্তিকদের কম্মো ছিল না রান করা। তখন কিন্তু ৮০ বা ৯০ বলে একটি ৬০—৭০ রানের ইনিংসের দরকার ছিল। সেটা রাহানে বা পুজারার পক্ষে সম্ভব ছিল। সৌরভ গাঙ্গুলির মতো ক্রিকেট মস্তিষ্ক এমন কথাই জানিয়েছিলেন। কিন্তু সে সব ব্যাপারে কর্ণপাত করার প্রয়োজন বোধ করেননি। কারণ, সীমিত ওভারের ক্রিকেটে দল পরিচালকরা এঁদের যোগ্যতাকে স্বীকৃতি দিতে চান না।

বশ্বকাপের পর অ্যাশেজেও আম্পায়ারিং বিতর্ক

বার্মিংহ্যাম: বিশ্বকাপের আসর থেকেই আন্তর্জাতিক ক্রিকেটমহলে একাধিকবার আলোচনায় উঠে এসেছে আম্পায়ারিং। বরং বলা ভালো ভুল আম্পায়ারিং। ক্রমাগত আম্পায়ারদের ভুল সিদ্ধান্তের শিকার হয়েছেন তারকা ক্রিকেটাররা। প্রভাব পড়েছে ম্যাচের ফলাফলে। বাদ যায়নি বিশ্বকাপ ফাইনালও। ওভার থ্রো''য়ে পাঁচ রানের পরিবর্তে ইংল্যান্ডকে কুমার ধর্মসেনার ছ''রান উপহার দেওয়া নিয়ে বিস্তর চর্চা হয়েছে। অনেকের মতে, বাড়তি একটি রান না-পেলে ইংল্যান্ডের পক্ষে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হওয়া সম্ভবত হতো না। পরিবর্তে নিউজিল্যান্ড প্রথমবার বিশ্বকাপ জিততে পারতো।অত্যন্ত নিম্নমানের আম্পায়ারিংয়ের ধারা বিশ্বকাপ পরবর্তী সময়েও বজায় রইল। ঐতিহ্যশালী অ্যাশেজ সিরিজ দিয়ে শুরু হয়েছে আইসিসি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ। প্রথম টেস্টের প্রথম দিনেই কাঠগড়ায় দুই আম্পায়ার আলিম দার ও জোয়েল উইলসন। দুজনে মিলে অন্ততপক্ষে সাতটি ভুল সিদ্ধান্ত জানিয়েছেন প্রথম দিনেই। যা-নিয়ে ক্রিকেটমহলে রীতিমতো ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। বিশেষজ্ঞরা অনেকেই আম্পায়ারিংয়ের মান নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। নেটিজেনরা স্বভাবসুলভ ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গিতে আক্রমণ হেনেছেন আম্পায়ারদের উদ্দেশ্যে।অ্যাশেজের প্রথম দিনেই ভুল আম্পায়ারিংয়ের সাতকাহনে চোখ বুলিয়ে নেওয়া যাকী ম্যাচের দ্বিতীয় ওভারে স্টুয়ার্ট ব্রডের প্রথম বলটি ডেভিড ওয়ার্নারের ব্যাটের কানা নিয়ে পৌঁছয় উইকেটকিপার জনি বেয়ারস্টোর দস্তানায়। ব্রড বিশেষ আগ্রহ না-দেখালেও জোরালো আবেদন করেন বেয়ারস্টো। আম্পায়ার আলিম দার আবেদন নাকচ করেন। পরে টেলিভিশন রিপ্লেতে আল্ট্রাএজ প্রযুক্তি ব্যবহার করে দেখা যায় আউট ছিলেন ওয়ার্নারা৷ চতুর্থ ওভারে ব্রডের পঞ্চম বল ওয়ার্নারের প্যাডে গিয়ে লাগে। আঙুল তুলে দেন আলিম দার। রিভিউ না-নিয়ে সাজঘরের পথে হাঁটা লাগান ওয়ার্নার। টেলিভিশন রিপ্লেতে দেখা যায় বল লেগ-স্ট্যাম্প ছাড়িয়ে যাচ্ছিলা৷ ১৫তম ওভারে ক্রিস ওকসের দ্বিতীয় বল উসমান খোওয়াজার ব্যাটের কানা নিয়ে উইকেটকিপারের দস্তানায় জমা পড়ে। গোটা ইংল্যান্ড দল আবেদন করলেও আউট দেননি আম্পায়ার উইলসন। রুট রিভিউ নিতে কার্পণ্য করেননি। টিভি আম্পায়ার প্রযুক্তির সাহায্য নিয়ে জানিয়ে দেন খোওয়াজা আউটা৷ ৩৪তম ওভারে স্টুয়ার্ট ব্রডের পঞ্চম বলে আম্পায়ার আলিম দার এলবিডব্লু আউট দেন স্টিভ স্মিথকে। স্মিথ ততক্ষণাত রিভিউ নেন। টেলিভিশন রিপ্লেতে দেখা যায় বল স্ট্যাম্পে লাগছিল না। সে যাত্রায় বেঁচে যান স্মিথা৷ ৩৬তম ওভারের শেষ বলে ম্যাথিউ ওয়েডকে এলবিডব্লুর ফাঁদে জড়ান ক্রিস ওকস। আম্পায়ার উইলসন আউট দেননি। জো রুট রিভিউ নিলে সিদ্ধান্ত ইংল্যান্ডের অনুকূলে যায়া৷ ৪০তম ওভারের শেষ বলে জেমস প্যাটিনসনকে এলবিডব্লু আউট করেন ব্রড। আলিম দারের সিদ্ধান্তে সহমত পোষণ করে প্যাটিনসন ক্রিজ ছাড়েন। টেলিভিশন রিপ্লেতে দেখা যায় বল লেগ-স্টাম্প ছাড়িয়ে যাচ্ছিলা৷ ৪৭তম ওভারে ওকসের প্রথম বলেই পিটার সিডলকে এলবিডব্লু আউট দেন উইলসন। রিভিউ নিতে সময় নষ্ট করেননি সিডল। রিপ্লেতে দেখা যায় বল ব্যাটের কানা নিয়ে প্যাডে লেগেছিল।

বিরাটের চোখে রোনাল্ডোই সেরা

একদিকে ইস্টবেঙ্গলের শতবর্ষে "ভারত গৌরব" সম্মানে সম্মানিত করা হয়েছে তিরাশির বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক কপিল দেবকে। এই অনুষ্ঠানে কপিল দেবের গলায় ব্রজিল প্রেম শোনা যায়। আর এবার ভারতের বর্তমান অধিনায়ক বিরাট কোহলির কণ্ঠে ধরা পড়ল রোনাল্ডো প্রেম।বিরাটের ফুটবল প্রেম নতুন কিছু নয়। তেমনই মেসি না রোনাল্ডো কে বড়, এই বিতর্কও নতুন নয়। যতদিন ফুটবল থাকবে, ততদিন এই বিতর্ক থাকবে সর্বজনবিদত। ১৯৯৮ ও ২০০২ বিশ্বকাপ মাঠে গিয়ে দেখেছেন বিরাট। আর এবার নিজের মুখেই তাঁর সিআর সেভেন প্রীতির কথা বলেন কোহলি।বিরাট বলেন, "রোনাল্ডোই সেরা। রোনাল্ডোই একজন সম্পূর্ণ ফুটবলার। ও যে কোনও দলের হয়েই চ্যালেঞ্জ নিতে ভালবাসে। ওর দায়বদ্ধতা ও পরিশ্রম করার ক্ষমতা আলাদা। রোনাল্ডো একজন দক্ষ নেতা। ও নিজের ওপরে বিশ্বাস রাখে।"শুধু তাই নয়, ২০২৬ বিশ্বকাপে ভারতের খেলার সম্ভাবনা আছে বলেও মনে করেছেন ক্যাপ্টেন কোহলি। বিশেষ করে সুনীল ছেত্রীর কথাও তিনি বলেন। এভাবেই বাইশ গজের নায়ক ফুটবলের নায়কের গুণগান গান।

মোহনবাগানের বিরুদ্ধে তিন বিদেশি নিয়ে নামছে মহমেডান

হৃদয়ে মোহনবাগান। মস্তিষ্কে মহমেডান। এই দুই সত্ত্বা নিয়েই শুক্রবার ডুরান্ড অভিযান শুরু করছেন পোড়খাওয়া সুব্রত ভট্টাচার্য। প্রথম ম্যাচেই মোহনবাগানের মুখোমুখি মহমেডান কোচ সুব্রত। মহমেডানের দায়িত্ব নিয়ে ছয় সপ্তাহ কোচিং করানো হয়ে গিয়েছে ময়দানের 'বাবলু'—র। শুক্র—সন্ধেয় যুবভারতীতে নামার আগে সুব্রত বৃহস্পতিবার ছেলেদের 'লাস্ট মিনিট' সাজেশন দিয়ে মহমেডান তাঁবুতে বসে বলেই ফেললেন, 'মোহনবাগান আমার কাছে ব্রাত্য নয়। এখন আমি এমন পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে, যে দলই জিতুক আমি আনন্দ পাব। আর যে দল হারবে মনে দুঃখ তো হবেই। নিশ্চয়ই আমার অনুভূতি বুঝতে পারছেন।'সে তো বোঝাই যায়। বাগানের ঘরের ছেলে আবার সাদা—কালোর কোচ। আবেগ আর যুক্তি মিলেমিশে একাকার। তবে, সুব্রত মানেই আক্রমণাত্মক মেজাজ। 'আমার মহমেডানকে ছোট দল হিসেবে দেখলে ভুল হবে। মহমেডান কিন্তু কোনও অংশে ছোট দল নয়। সবচেয়ে বড় কথা মহমেডান যদি মোহনবাগানকে হারিয়ে দেয় তাহলে সেটা অঘটন হবে বলে মনে করি না।' পাল্টা চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিতে চাইলেন একরোখা বাবলু। বিপক্ষে মোহনবাগানে নয়া স্প্যানিশ কোচ। স্প্যানিশ ফুটবলার। কীভাবে দেখছেন তুলনায় ধারে—ভারে দুর্বল মহমেডান কোচ? চোয়াল শক্ত হয়ে ওঠে সুব্রত ভট্টাচার্যর, 'কী মনে করছে ওরা আমাদের ৫ গোল দেবে না কি? আরে কত দলই তো দেখলাম। কত ফুটবলার দেখলাম। মাঠে নামুক। আমার ছেলেরাও মাঠে নামবে। তারপর যা দেখার দেখে নেওয়া যাবে। মিনিট দশেক দেখলেই বুঝতে পারব কেমন দল মোহনবাগান। তারপর নিজেদের স্ট্র্যাটেজি ঠিক করে খেলব। সহজে মাঠ ছেড়ে দেব না।' তবে, সুব্রত মনে করছেন, প্রথম ম্যাচেই মোহনবাগানের মতো বড় টিমের বিরুদ্ধে খেলা না হয়ে ছোট টিম পড়লে সুবিধে হত। 'জলাশয়ে নেমেছি। মাছ, হাঙর সবই আসবে। পাশ কাটিয়ে যেতে হবে।' নিজস্ব ভঙ্গিতে বলেন সুব্রত।মহমেডানে এবার ভিন রাজ্যের বিভিন্ন দলে খেলা বিদেশি ফুটবলাররা এসেছেন। চেনা মুখের মধ্যে হীরা মণ্ডল, তীর্থঙ্কর সরকার, কামরান ফারুখের মতো ফুটবলার রয়েছেন। তিন বিদেশিকে নথিভুক্ত করা হয়েছে।

গ্রুপ ছবিতে রোহিত কেন নেই, বিরাটকে প্রশ্ন ভক্তদের

ক্যারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে সিরিজের প্রথম দুটি টি২০ ম্যাচ খেলতে ভারত এখন রয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডায়। শনিবার সিরিজের প্রথম ম্যাচ। তার আগে বিরাট কোহলি টুইটারে একটি ছবি পোস্ট করেছেন। যে ছবিতে বিরাট সহ রবীন্দ্র জাদেজা, নভদীপ সাইনি, খলিল আহমেদ, শ্রেয়স আইয়ার, ক্রুণাল পাণ্ডিয়া, ভুবনেশ্বর কুমার, লোকেশ রাহুল আছেন। আশ্চর্যজনকভাবে নেই রোহিত শর্মা। বিরাট আবার ছবিটি পোস্ট করার পর ক্যাপশনে লিখেছেন 'স্কোয়াড' অর্থাৎ দল। এরপরই সোশ্যাল মিডিয়ায় ভক্তরা একহাত নিয়েছেন বিরাটকে। একজন লিখেছেন, 'রোহিত শর্মা কোথায়?' আর একজন লিখেছেন, 'হ্যালো বিরাট। তোমার দল ও ড্রেসিংরুমের পরিবেশ যদি ঠিকই থাকে। তাহলে প্রতিবার গ্রুপ ফটোতে সহ অধিনায়ক রোহিত শর্মা বাদ থাকে কেন?' অপর এক ভক্ত বলেছেন, 'রোহিতকে ছাড়া দল সম্পূর্ণ নয়।' আর এক ভক্তের কথায়, 'এরা তোমার দিকে। বাকিরা তাহলে রোহিতের দিকে।' আর এক ভক্ত বললেন, 'ভারতীয় দল রোহিতকে ছাড়া সম্পূর্ণ নয়।' বিশ্বকাপ সেমিফাইনালে হারের পরেই বিরাট—রোহিত দ্বন্দ্ব সামনে এসে পড়েছিল। যদিও বিরাট বা শাস্ত্রী—কেউই তা স্বীকার করেননি। তবে রোহিত গতকাল একটি পোস্ট করেছিলেন। বলেছিলেন, আমি দলের জন্য নয়। দেশের জন্য খেলি।' তারপরই বিরাট কোহলি এই ছবিটি পোস্ট করলেন।

ধোনিকে সাতে পাঠানোর সিদ্ধান্ত আমার একার নয়: বাঙ্গার

আজকাল ওয়েবডেস্ক: বিশ্বকাপ সেমিফাইনালে সাত নম্বরে পাঠানো হয়েছিল মহেন্দ্র সিং ধোনিকে। হার্দিক পাণ্ডিয়া কিংবা দীনেশ কার্তিককে পর্যন্ত আগে পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু দু'জনের কেউই রান পাননি। দল যখন প্রবল চাপে। তখন ধোনি কেন সাত নম্বরে? এই বিতর্ক শুরু হয়েছিল। খবর ছড়িয়ে পড়েছিল, ব্যাটিং কোচ সঞ্জয় বাঙ্গারই ধোনিকে সাত নম্বরে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। কিন্তু এই দাবি উড়িয়ে দিয়েছেন বাঙ্গার। এতদিন পর বাঙ্গার বলেছেন, 'অনেকেই দেখছি আমাকেই কাঠগড়ায় তুলেছেন। আমি একা সিদ্ধান্ত নেওয়ার কেউ নই। পরিস্থিতি অনুযায়ী ব্যাটিং অর্ডার সাজানো হয়েছিল।' এরপরই বাঙ্গারের সংযোজন, 'আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। মিডল অর্ডারে ৫, ৬ ও ৭ নম্বরে পরিস্থিতি অনুযায়ী ব্যাটসম্যানদের পাঠাবো।' এরপরই বাঙ্গারের সংযোজন, 'আফগান ম্যাচের পরেই সাংবাদিক সম্মেলনে বিরাট বলেছিল, ধোনিকে লোয়ার মিডল অর্ডারে খেলানোর কথা ভেবেছি। যাতে ৩৫ ওভারের পর ধোনি মাঠে নামতে পারে। ডেথ ওভারে কার্যকরী ভূমিকা নিতে পারে। আর সেমিফাইনালের ক্ষেত্রে বলতে পারি। পরপর উইকেট পড়ে যাওয়াতে কার্তিককে পাঠানোর সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতভাবেই নেওয়া হয়েছিল। যাতে একদিক ধরে রাখতে পারে। আর ধোনি আমাদের সবচেয়ে সিনিয়র ক্রিকেটার। ওকে ম্যাচ ফিনিশ করে আসার নির্দেশই দেওয়া ছিল। সেকারণেই ধোনিকে পরে নামানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। যা আমার একার সিদ্ধান্ত একেবারেই নয়।' সেমিফাইনালে হারের পর এই বিতর্কে শাস্ত্রীও বলেছিলেন, 'ধোনিকে সাত নম্বরে পাঠানোর সিদ্ধান্ত টিম ম্যানেজমেন্টই নিয়েছিল।' এবার মুখ খুললেন বাঙ্গারও।

১৫ মাস আগে করা ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়ে দিলেন স্টিভ স্মিথ

আজ থেকে ঠিক ১৫ মাস আগে তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। তখন তাঁর কথা সেভাবে কেউ কানে তোলেননি। কারণ সেই সময় স্টিভ স্মিথ অভিযুক্ত। বল-বিকৃতি কাণ্ডে জড়িয়ে ক্রিকেট ও নিজের কেরিয়ার কালিমালিপ্ত করেছিলেন। দীর্ঘ ১৬ মাস পর তিনি আবার টেস্ট ক্রিকেটে ফিরেছেন। আর ফিরেই দুরন্ত পারফরম্যান্স করে তাক লাগিয়ে দিলেন স্টিভ স্মিথ। একদিকে গ্যালারি থেকে উড়ে আসছিল একের পর এক বিদ্রুপ। তার উপর দলের ব্যাটিং বিপর্যয়। তিনি এসবের মাঝে নিজের জাত চিনিয়ে গেলেন। খেললেন ১৪৪ রানের ঝকঝকে ইনিংস।স্মিথ তখন বল-বিকৃতি কাণ্ডে জর্জরিত। তাঁর কেরিয়ার কোন দিকে বাঁক নেবে তারও কোনও হদিশ নেই। ঠিক সেই সময় ২০১৮ সালের ২৯ মার্চ ডিক্লান বাইর্ন নামের অস্ট্রেলীয় নাগরিক টুইটারে ভবিষ্যতবাণী করেছিলেন। ১৫ মাস পর তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়ে দিলেন স্মিথ। ডিক্লান বাইর্ন লিখেছিলেন, """আমি সবার সময় বাঁচিয়ে দিচ্ছি। ১৫ মাস আগেই প্রতিটি খবরের কাগজেক প্রথম পাতার শিরোনাম লিখে দিচ্ছি।"""

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা উপজাতিদের কল্যাণে নিয়োজিত সংশ্লিষ্ট NGOs/Voluntary Organization এর অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, ২০১৯-২০ইং আর্থিক বছরের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের উপজাতি কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের "Grants -in-Aid to Voluntary Organizations working for the Welfare of Scheduled Tribes" স্কীমের অধীনে NGO দের নিজ নিজ চলতি প্রজেক্ট প্রপোজাল অথবা নূতন প্রজেক্ট প্রপোজাল অন-লাইন পোর্টাল www.ngograntsmota.gov.in এর মাধ্যমে দাখিল করার তারিখ আগামী ১৬-০৮-২০১৯ইং পর্য্যন্ত উক্ত মন্ত্রণালয় বর্ধিত করিয়াছেন। এই তারিখের পর কোন প্রজেক্ট প্রপোজাল উক্ত পোর্টালে দাখিল করা যাইবে না। উক্ত পোর্টালে প্রজেক্ট প্রপোজাল জমা দেবার পর সংশ্লিষ্ট NGO এর President/Secretary এর স্বাক্ষর সম্বলিত প্রজেক্ট প্রপোজালের Print OUt এর কপি সংশ্লিষ্ট জেলার জেলাশাসক ও সমাহর্তার নিকট জমা দিতে হইবে।

অধিকর্তা
উপজাতি কল্যাণ দপ্তর
গুর্খাবস্তী, আগরতলা

ICA/D/640/19-20

এবার ভারতের কোচ হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন মহারাজ

বিশ্বকাপ শেষ হওয়ার পর থেকেই বিরাটদের ড্রেসিং রুমে কান পাতলে একটাই কথা শোনা যাচ্ছে। যে কে হবেন ভারতের পরবর্তী কোচ? নাকি অধিনায়কের পছন্দ মতো শাস্ত্রীই থেকে যাবেন? এই প্রশ্নই এখন ক্রিকেটের অন্দরে ঘুরছে। ইতিমধ্যেই বিসিসিআইয়ের তরফ থেকে নয়া কোচের জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে। অনেকে সেই মত আবেদনও করেছেন। তবে এবার ভারতের কোচ হওয়ার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়।যদিও বিরাটদের "হেড স্যার" হওয়ার জন্য এখনও আবেদন করেননি মহারাজ। করবেনও না। তবুও ভারতের হেড কোচ হতে চান তিনি। একটি অনুষ্ঠানে এই প্রসঙ্গে সিএবির সভাপতি জানিয়েছেন, "আপাতত অনেকগুলো কাজ হাতে রয়েছে। আইএসএল, সিএবি, টিভি শো ও আরও অনেক কিছু। তাই এবার আবেদন করিনি। আগে এই কাজগুলো শেষ করে ফেলি। অবশ্যই ভারতীয় দলের কোচ হতে চাই। এই পদ পেলে ভালই লাগবে।"তবে এবারের মতো যদি কোচ হওয়ার ক্ষেত্রে একই নিয়ম বহাল রাখে বিসিসিআই, তাহলে অদূর ভবিষ্যতেও সৌরভের কোচ হওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই। কারণ, ভারতীয় "এ" দলে বা আইপিএলে কোনও দলের হয়ে কোচ হিসেবে সৌরভের দু"বছর বা তিন বছরের অভিজ্ঞতা নেই।

শুক্রবার টিআরটিসি'র চেয়ারম্যান দীপক মজুমদার রাধানগর বাস স্ট্যান্ড ঘুরে দেখলেন। ছবি- নিজস্ব।

কাশ্মীর ইস্যুতে আলোচনা শুধুমাত্র পাকিস্তানের সঙ্গেই, মার্কিন বিদেশ সচিবকে বার্তা জয়শঙ্করের

ব্যাঙ্কক, ২ আগস্ট (হি.স.): ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান চাইলে কাশ্মীর ইস্যুতে মধ্যস্থতা করতে প্রস্তুত রয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পঊ কাশ্মীর ইস্যুতে মধ্যস্থতা নিয়ে ফের সরব হয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পঊ কিন্তু, ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর স্পষ্টতই জানিয়ে দিয়েছেন, কাশ্মীর ইস্যুতে আলোচনা শুধুমাত্র পাকিস্তানের সঙ্গেই, আলোচনা হবে দ্বিপাক্ষিক স্তরে। থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাঙ্ককে অ্যাসোসিয়েশন অফ সাউথ-ইস্ট এশিয়ান নেশনস (আসিয়ান) সম্মেলনের ফাঁকে আমেরিকার বিদেশ সচিব মাইক পম্পেয়োর সঙ্গে বৈঠক করেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। ব্যাঙ্ককের সময় অনুযায়ী শুক্রবার সকালেই মার্কিন বিদেশ সচিব মাইক পম্পেয়ো ও ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর বৈঠকে বসেনঊ মার্কিন বিদেশ সচিবের সঙ্গে বৈঠক শেষে বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর মাইক্রোব্লগিং সাইট টুইটারে জানিয়েছেন, 'কাশ্মীর ইস্যুতে যে কোনও আলোচনা হবে শুধুমাত্র পাকিস্তানের সঙ্গেই এবং আলোচনা হবে দ্বিপাক্ষিক।

প্রসঙ্গত, কাশ্মীর ইস্যুতে পুনরায় মধ্যস্থতা করার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পঊ ট্রাম্পের কথায়, 'যদি তাঁরা (ভারত ও পাকিস্তান) মনে করেন কারও মধ্যস্থতা (কাশ্মীর ইস্যু) করা উচিত অতবা তাঁদের সাহায্য করা উচিত এবং পাকিস্তানের সঙ্গে আমি এ বিষয়ে কথা বলব এবং ভারতের সঙ্গেও কথা বলব। কিন্তু, লড়াই জারি রয়েছে দীর্ঘকাল ধরে।' ট্রাম্পের আরও সংযোজন, 'যদি আমার পক্ষে সম্ভব হয়, অথবা তাঁরা আমার প্রয়োজন অনুভব করেন আমি অবশ্যই মধ্যস্থতা করবঊ' উল্লেখ্য, ব্যাঙ্ককে আসিয়ান সম্মেলনের ফাঁকে মার্কিন বিদেশ সচিব মাইক পম্পোয়ো ছাড়াও ভিয়েতনামের বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গেও বৈঠক করেছেন এস জয়শঙ্কর।

মুম্বইয়ে দেওয়াল ভেঙে মৃত্যু একজনের, আগামী ২৪ ঘন্টা ভারী বৃষ্টির সতর্কতা

মুম্বই, ২ আগস্ট (হি.স.): বাণিজ্যনগরী মুম্বইয়ে দেওয়াল ভেঙে ফের বিপর্যয়! এবার মুম্বইয়ের সাকিনাকায় ভেঙে পড়ল হাউজিং সোসাইটির দেওয়ালঊ দেওয়ালের নীচে চাপা পড়ে মৃত্যু হয়েছে একজনেরঊ মৃতের নাম ও পরিচয় এখনও পর্যন্ত জানা যায়নিঊ পুলিশ সূত্রের খবর, শুক্রবার সকালে মুম্বইয়ের সাকিনাকায় ভেঙে পড়ে হাউজিং সোসাইটির দেওয়ালঊ দেওয়াল ভেঙে পড়ার খবর পাওয়া মাত্রই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশঊ ধ্বংসস্তূপের নীচ থেকে একজনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, কিন্তু হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিতকরাঊ কী কারণে ভেঙে পড়ল দেওয়াল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এদিকে, মুম্বইয়ে ফের ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস জারি করল ভারতীয় আবহাওয়া দফতরঊ আইএমডি জানিয়েছে, নিম্নচাপের ফলে শনিবার রাতে এবং রবিবার মুম্বইয়ে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছেঊ পশ্চিম উপকূলেও সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংকে ফের রাজ্যসভায় পাঠাতে চায় কংগ্রেস

নয়াদিল্লি, ২ আগস্ট (হি.স.) : দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং রাজ্যসভায় ফের কংগ্রেস প্রার্থী হতে চলেছেন। রাজ্যসভায় রাজস্থানের একটি আসনে তিনি প্রার্থী হবেন বলে কংগ্রেস সূত্রে খবর। আগামী ২৬ আগস্ট এই আসনে উপনির্বাচন হবে।

রাজ্যসভায় ১৯৮ জন মোট সদস্যের মধ্যে বর্তমানে কংগ্রেস ও তার সহযোগী দলগুলির দখলে মোট ১০৭টি আসন এবং বিজেপির দখলে ৭৪টি আসন। বাকি ১৭টি আসন নির্দল প্রার্থীদের দখলে। গত জুনে রাজস্থান থেকে বিজেপির রাজ্যসভার সদস্য মদন লাল সাইনির মৃত্যুতে একটি আসন ফাঁকা হয়। সেই আসন থেকে মনমোহন সিং-কে রাজ্যসভায় নিয়ে আসতে চায় কংগ্রেস।

গত ২৮ বছর ধরে দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং অসম থেকে রাজ্যসভার সদস্য ছিলেন। গত জুনে তাঁর মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়। রাজস্থানে ১০টি রাজ্যসভা আসনের মধ্যে ৯টি বিজেপির দখলে। এই আসনটিতে মনমোহনকে জিতিয়ে আনতে কংগ্রেস যে মরিয়া চেষ্টা চালাবে তা বলাই বাহুল্য।

আভ্যন্তরীণ সুরক্ষার স্বার্থেই জম্মু ও কাশ্মীরে অতিরিক্ত সুরক্ষা বাহিনী মোতায়েন : স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ২ আগস্ট (হি.স.): আভ্যন্তরীণ সুরক্ষার স্বার্থেই জম্মু ও কাশ্মীরে মোতায়েন করা হয়েছে অতিরিক্ত সুরক্ষা বাহিনী। শুক্রবার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক সূত্রে এমনই জানা গিয়েছে। ভূস্বর্গে বাড়ানো হচ্ছে

ছয়ের পাতায় দেখুন

লখনৌয়ের হাসপাতালেই চিকিতা চলুক উন্নাও ধর্ষিতার, পরিবারের আর্জি মানল শীর্ষ আদালত

নয়াদিল্লি, ২ আগস্ট (হি.স.): শারীরিক অবস্থার এখনও উন্নতি হয়নিঊ সংজ্ঞাহীন অবস্থায় লখনউয়ের কিং জর্জ মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে চিকিতাধীন রয়েছেন উন্নাও ধর্ষিতাঊ কিন্তু, বৃহস্পতিবার উন্নাও মামলায় সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈয়ের নেতৃত্বাধীন তিন বিচারপতি বেঞ্চ নির্দেশ দিয়েছিল-ধর্ষণ ও ট্রাক চাপা দিয়ে নিগৃহীতাকে সপরিবার হত্যার চেষ্টার পাঁচটি মামলাই শুক্রবার থেকে উত্তর প্রদেশের বাইরে দিল্লির তিসহাজারি আদালতে চলবেঊ পাশাপাশি নিগৃহীতা তরুণী ও তাঁর আইনজীবীকে দিল্লিতে নিয়ে আসার নির্দেশ দিয়েছিল শীর্ষ আদালতঊ কিন্তু সর্বোচ্চ আদালতে উন্নাও ধর্ষিতার পরিবারের আর্জি, 'এখনও জ্ঞান ফেরেনি তাঁদের মেয়েরঊ তাই লখনউয়ের কিং জর্জ মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালেই আপাতত চিকিতা চলুক নিগৃহীতার।

উন্নাও ধর্ষিতার গাড়ি দুর্ঘটনা মামলায় শুক্রবার শীর্ষ আদালতে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা জানান, 'নিগৃহীতার পরিবারকে জানানো হয়েছিল, তাঁদের মেয়েকে দিল্লিতে নিয়ে যাওয়া হবেঊ কিন্তু পরিবারের সদস্যরা বলেন, নির্যাতিত তরুণীর এখনও জ্ঞান ফেরেনিঊ তাই লখনউয়ের হাসপাতালেই আপাতত তাঁকে রাখা হোকঊ স্থিতিশীল হওয়ার পর তাঁকে যেন দিল্লি নিয়ে যাওয়া হয়ঊ' এরপরই শীর্ষ আদালত জানিয়েছে, 'নিগৃহীতা ও তাঁর আইনজীবীকে চিকিতার স্বার্থে দিল্লিতে পাঠানোর সিদ্ধান্ত আপাতত স্থগিত রাখা হলঊ মনে করা হচ্ছে, নিগৃহীতার পরিবার এই সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে দ্বিধাগ্রস্ত বোধ করছেঊ এই কারণে এই বিষয়ে আগামী সোমবার পর্যন্ত নির্দেশ স্থগিত রাখা হচ্ছেঊ ' তবে, নিগৃহীতার কাকাকে অবিলম্বে রায়বরেলীর জেল থেকে দিল্লির তিহার জেরে স্থানান্তরিত করার নির্দেশ দিয়েছে সর্বোচ্চ আদালত। প্রসঙ্গত, বৃহস্পতিবারের নির্দেশের ২৪ ঘন্টার মধ্যে নিগৃহীতাকে ২৫ লক্ষ টাকা অর্নবর্তী ক্ষতিপূরণ ও তাঁকে এবং তাঁর আইনজীবীকে সুরক্ষার জন্য কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের নির্দেশ দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্টঊ সেই মতো উন্নাও ধর্ষিতার গ্রাম মাখি গ্রামে শুক্রবার সকালেই পৌঁছেছে সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স (সিআরপিএফ)। নিগৃহীতা ও তাঁর আইনজীবীর শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে শুক্রবার লখনউয়ের কিং জর্জ মেডিক্যাল ইউনিভার্সিটি-র পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, 'আহতদের শারীরিক অবস্থা সঙ্কটজক, তবে স্থিতিশীলঊ ওই তরুণী (উন্নাও ধর্ষিতা) এখনও ভেন্টিলেটরে রয়েছেঊ তবে আইনজীবীকে ভেন্টিলেটর সাপোর্ট থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে।

আপাতত লখনউতেই উন্নাও ধর্ষিতার গাড়ি দুর্ঘটনা মামলা, সিবিআই-এর আর্জি মানল সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ২ আগস্ট (হি.স.): আপাতত লখনউ থেকে দিল্লিতে সরছে না উন্নাও ধর্ষিতার গাড়ি দুর্ঘটনার মামলাঊ সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন (সিবিআই)-এর অনুরোধ মেনে নিয়েছে সুপ্রিম কোর্টঊ শুক্রবার সিবিআই-এর পক্ষ থেকে শীর্ষ আদালতে অনুরোধ জানানো হয়, উন্নাও নিগৃহীতার গাড়ি দুর্ঘটনা মামলার তদন্ত এখনও পর্যন্ত শেষ হয়নি। তাই তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত গাড়ি দুর্ঘটনা মামলার তদন্ত, লখনউ থেকে দিল্লিতে না সরালেই ভালো হয়ঊ সিবিআই-এর এই আর্জি মেনে নিয়েছে সুপ্রিম কোর্টঊ আর তাই আপাতত লখনউ থেকে দিল্লিতে সরছে না উন্নাও ধর্ষিতার গাড়ি দুর্ঘটনার মামলাঊ একইসঙ্গে উন্নাও ধর্ষিতার গাড়ি দুর্ঘটনা মামলার তদন্তের জন্য আরও ১৫ দিন সময় পেল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা।

উল্লেখ্য, উন্নাও মামলায় বৃহস্পতিবারই সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈয়ের নেতৃত্বাধীন তিন বিচারপতির বেঞ্চ নির্দেশ দিয়েছিল-ধর্ষণ ও ট্রাক চাপা দিয়ে নিগৃহীতাকে সপরিবারে হত্যার চেষ্টার পাঁচটি মামলাই উত্তর প্রদেশের বাইরে দিল্লির তিসহাজারি আদালতে চলবে। কিন্তু, গাড়ি দুর্ঘটনার মামলা না সরাতে শুক্রবার শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হয় সিবিআইঊ সিবিআই-এর সেই আর্জি মেনে নিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট।

মিড ডে মিলের রান্নাঘর থেকে পাওয়া গেল বিষধর সাপ

জলপাইগুড়ি, ২ আগস্ট (হি.স.): ধুপগুড়ির একটি স্কুলের মিড ডে মিলের রান্নাঘর থেকে পাওয়া গেল বিষধর সাপ। ঘটনাটি ঘটেছে জলপাইগুড়ি জেলার ধূপগুড়ি পাড়কুমলাই দেব চাঁদপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। শুক্রবার সকালে ওই স্কুলের রান্নাঘরে ৫ ফুট লম্বা গোখরোটির অবস্থান টের পাওয়ার পর সেটিকে ধরা হয় । স্কুল কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে, এই রান্নাঘরেই নিয়মিত মিড ডে মিল রান্না করা হয়। রান্নাঘরে সাপটিকে প্রথম দেখতে পায় স্কুলের পড়ুয়ারা। ঘটনাস্থলে সর্প বিশারদ এসে সাপটিকে উদ্ধার করে বনদফতরের হাতে তুলে দেন। ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে গোটা স্কুলে। গোখরোর আতঙ্কে দিন কাটছে জলপাইগুড়ি ও ধূপগুড়ির বাসিন্দাদের। কোথাও শোয়ার ঘর কোথাও রান্নাঘর বাড়িতেই আশ্রয় বিষধর সাপের। আতঙ্কে বনদফতরে ফোন করে সাড়া মেলেনি। শেষমেশ সর্প বিশারদ গিয়ে ৬টি সাপ উদ্ধার করেন। সাপগুলো বনদফতরের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

অযোধ্যা মামলা ঃ সুপ্রিম রায়কে স্বাগত জানিয়ে রামমন্দির নির্মাণে আত্মবিশ্বাসী আরএসএস

নয়াদিল্লি, ২ আগস্ট (হি. স.) : '৬ আগস্ট থেকে নিয়মিত অযোধ্যা ভূমি মামলার শুনানি হতে চলেছে। সুপ্রিম কোর্টের এই সিদ্ধান্তকে আমরা স্বাগত জানাই। এবার একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে বিচারাধীন এই মামলাটির সমাধান হবে এবং আমাদের আত্মবিশ্বাস রয়েছে শিগগিরই রামমন্দিরের নির্মাণ কাজ শুরু হবে', অযোধ্যা মামলা নিয়ে শুক্রবার এমনই বিবৃতি দিল রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আরএসএস)। অযোধ্যা মামলা নিয়ে এদিন মধ্যস্থতাকারী প্যানেলের রিপোর্টকে 'নিষ্ফলা' আখ্যা দিয়ে আগামী ৬ আগস্ট থেকে এই মামলার

ছয়ের পাতায় দেখুন

জেডি(এস)-এর সাধারণ সম্পাদক হলেন রমেশ বাবু

বেঙ্গালুরু, ২ আগস্ট (হি. স.) : জনতা দল (সেক্যুলার) (জেডি(এস))-এর সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হলেন জেডি(এস) নেতা রমেশ বাবু। শুধু সাধারণ সম্পাদকই নন, দলের জাতীয় মুখপাত্র হিসাবেও নিয়োগ করা হয়েছে রমেশ বাবুকেই।

দলের সভাপতি তথা কর্ণাটকের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এইচ ডি কুমারস্বামী এবং জেডি(এস) সুপ্রিমো এইচ ডি দেবেগৌড়া-র উপস্থিতিতে শুক্রবার বিকেলে দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক এবং জাতীয় মুখপাত্রের নাম ঘোষণা করা হয়। দলের অন্যান্য সদস্যদের সম্মতিক্রমে নতুন সাধারণ সম্পাদক তথা জাতীয় মুখপাত্র হিসাবে এদিন দায়িত্ব গ্রহণ করেন রমেশ বাবু। নতুন দায়িত্ব নেওয়ার পর তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছেন জেডি(এস)-এর প্রধান এইচ ডি দেবেগৌড়া, সভাপতি এইচ ডি কুমারস্বামী সহ দলের অন্যান্য সদস্যরাও।

উত্তর প্রদেশে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু কৃষকের

বলরামপুর (উত্তর প্রদেশ), ২ আগস্ট (হি. স.) : বেড়ার ওপর কাঁটাতার লাগানোর সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হল এক কৃষকের। মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর প্রদেশের বলরামপুরের চুনকা কালান গ্রামে। দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম হয়েছেন ওই কৃষকের তিন ছেলে। স্থানীয় হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে তাঁদের।

ছেলেদের সঙ্গে নিয়ে শুক্রবার নিজের জমিতেই বেড়ার ওপর কাঁটাতার দিচ্ছিলেন ৫৬ বছর বয়সী পেশায় কৃষক ছাতিলাল। আচমকাই ওই কাঁটাতার বিদ্যুতের তারের সংস্পর্শে এসে দুর্ঘটনা ঘটে। স্থানীয় সূত্রে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ। গুরুতর আহত অবস্থায় চারজনকেই উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানে চিকিৎসকেরা জানান, ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়েছে ছাতিলাল (৫৬)-এর। তিন ছেলের অবস্থা স্থিতিশীল বলে হাসপাতাল সূত্রের খবর।

পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে হামলার ছক আঁটোসাটো করা হয়েছে নিরাপত্তা

পুরী, ২ আগস্ট (হি.স.) : ঐতিহ্যপূর্ণ পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে হামলার ছক কষছে সন্ত্রাসবাদীরা। এমনই সতর্কবার্তা জারি করেছে গোয়েন্দা দফতর। এরপরই জগন্নাথ মন্দির ও তার আশপাশের এলাকায় আরও আঁটোসাটো করা হয়েছে নিরাপত্তা ব্যবস্থা।এমনই খবর জানিয়েছে ওড়িশা পুলিশ প্রশাসন।

১২'শ শতাব্দীর এই মন্দির দেশের অন্যতম জনপ্রিয় তীর্থক্ষেত্রগুলির অন্যতম। বিশেষ করে বাঙালির কাছে পুরীর মাহাত্ম্য বিশেষ রূপ নিয়েছে। এখানে প্রতিদিন অসংখ্য ভক্তের সমাগম হয়। তাই জগন্নাথ মন্দিরে সন্ত্রাসবাদী হামলার হুমকিতে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করেছে ওড়িশা প্রশাসন। পুরীর পুলিশ সুপার উমাশংকর দাসকে

ছয়ের পাতায় দেখুন

মধ্যস্থতাকারীদের রিপোর্ট নিষ্ফলা, ৬ আগস্ট থেকেনিয়মিত হবে অযোধ্যা মামলার শুনানি

নয়াদিল্লি, ২ আগস্ট (হি.স.): অযোধ্যার রাম জন্মভূমি-বাবরি মসজিদ জমি বিবাদ মামলার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি অর্জন করতে সক্ষম হয়নি মধ্যস্থতাকারী প্যানেলঊ সুপ্রিম কোর্টের মতে, মধ্যস্থতাকারীদের স্টেটাস রিপোর্ট নিষ্ফলাঊ তাই নিয়মিত হবে অযোধ্যা মামলার শুনানিঊ শুক্রবার প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈ জানিয়েছেন, আগামী ৬ আগস্ট থেকে নিয়মিত হবে অযোধ্যা জমি বিবাদ মামলার শুনানি।

অযোধ্যা জমি বিবাদ মামলায় বৃহস্পতিবারই সুপ্রিম কোর্টে স্টেটাস রিপোর্ট জমা দিয়েছে মধ্যস্থতাকারীদের প্যানেল। মধ্যস্থতাকারীদের রিপোর্টকে 'নিষ্ফলা' আখ্যা দিয়ে শুক্রবার প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈ জানিয়েছেন, 'মধ্যস্থতাকারীদের রিপোর্ট জমা পড়েছে আমাদের কাছেঊ চূড়ান্ত নিষ্পতি অর্জন করতে সক্ষম হয়নি মধ্যস্থতাকারী প্যানেলঊ ৬ আগস্ট থেকে শুরু হবে শুনানি, শুনানি হবে নিয়মিত। উল্লেখ্য, ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর ধ্বংস করে দেওয়া হয় ষোড়শ শতাব্দীর বাবরি মসজিদঊ চলতি বছরের ৮ মার্চ অযোধ্যা জমি বিবাদ মামলার নিষ্পতির জন্য তিন সদস্যের মধ্যস্থতাকারী প্যানেল গঠন করেছিল সুপ্রিম কোর্টঊ সুপ্রিম কোর্টে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি ইব্রাহিম খালিফুল্লার নেতৃত্বাধীন ওই প্যানেলের অন্য দুই সদস্য হলেন ধর্মগুরু শ্রী শ্রী রবিশঙ্কর এবং বর্ষীয়ান আইনজীবী শ্রীরাম পঞ্চুঊ গত ১৮ জুলাই অযোধ্যা জমি বিবাদ মামলায় মধ্যস্থতা প্রক্রিয়া চালিয়ে যাওয়ার জন্য মধ্যস্থতাকারী প্যানেলকে নির্দেশ দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট, পাশাপাশি ৩১ জুলাই পর্যন্ত মধ্যস্থতার সমস্ত অগ্রগতি রিপোর্ট আকারে শীর্ষ আদালতে জমা দিতে বলেছিল সর্বোচ্চ আদালতঊ সেই মতো বৃহস্পতিবার শীর্ষ আদালতে স্টেটাস রিপোর্ট জমা দেয় মধ্যস্থতাকারী প্যানেলঊ কিন্তু, মধ্যস্থতাকারী প্যানেলের রিপোর্টকে 'নিষ্ফলা' আখ্যা দিল সুপ্রিম কোট।

নিয়ন্ত্রণরেখায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সেনা-পুলিশের যুগ্ম সাংবাদিক সম্মেলনে দাবি সেনার

শ্রীনগর, ২ আগস্ট (হি. স.) : 'নিয়ন্ত্রণরেখায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে এবং বেশিরভাগই শান্তিপূর্ণ', শ্রীনগরে শুক্রবার এক যুগ্ম সাংবাদিক সম্মেলনে এমনটাই দাবি করলেন চিনার কর্পস কমান্ডার কে জে এস ধিলন। বৈঠকে জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের আইজি (ইন্সপেক্টর জেনারেল) এস পি পানি জানিয়েছেন, উপত্যকায় বিশেষত পুলওয়ামা ও শোপিয়ান অঞ্চলে আইইডি বিস্ফোরণ আটকাতে ১০টিরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ অভিযান চালানো হয়েছে। পাকিস্তানকে কাশ্মীরের শান্তি বিঘ্নিত করতে দেবে না সেনা, বলেও জানিয়েছেন কমান্ডার কে জে এস ধিলন।

জম্মু ও কাশ্মীরের ডিজিপি (ডিরেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ) দিলবাগ সিং এবং সিআরপিএফ-এর এডিজি (অ্যাডিশনাল ডিরেক্টর জেনারেল) জুলফিকার হাসানের সঙ্গে এদিন একটি যুগ্ম সাংবাদিক বৈঠক করেন চিনার কর্পস কমান্ডার কে জে এস ধিলন। ধিলনের কথায়, 'সন্ত্রাসবাদী নেতৃত্বের বেশিরভাগকেই খতম করা হয়েছে, তবে এখনও কিছু কিছু অঞ্চলে তারা সক্রিয় রয়েছে।'

তাঁর অভিযোগ, 'সন্ত্রাসবাদীদের গোপন ঘাঁটিতে তল্লাশি চালিয়ে পাকিস্তানে তৈরি ল্যান্ডমাইন উদ্ধার করা হয়েছে। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে, কাশ্মীরে সন্ত্রাস ছড়াতে সরাসরি যুক্ত রয়েছে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী। বিষয়টিকে কোনও মতেই প্রশ্রয় দেওয়া হবে না।' এদিনের বৈঠকে তিনি পাকিস্তানের স্ট্যাম্পযুক্ত ওই ল্যান্ডমাইনটির ছবিও দেখান।

উল্লেখ্য, প্রায় এক সপ্তাহ আগে জম্মু ও কাশ্মীরে ১০০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়োগ করা হয়েছে। আপাতত তারা নিজেদের নির্দিষ্ট জায়গায় বহাল রয়েছে। এ প্রসঙ্গে বৈঠকে ডিজিপি দিলবাগ সিং জানান, 'জঙ্গিদের দ্বারা হিংসার ঘটনার মাত্রা বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে এমন তথ্য আমরা পেয়েছি।

সুতরাং, আমরা বাহিনীকে শক্তিশালী করার চেষ্টা করেছি। এছাড়াও, আমাদের বলা হয়েছে যাতে সৈন্যরা বিশ্রামের সময় পান। কিন্তু, প্রয়োজন অনুসারে প্রচুর সংখ্যক সেনা মজুত থাকতে হবে।' চিনার কর্পস কমান্ডার কে জে এস ধিলন জানিয়েছেন, অমরনাথ যাত্রাপথ ধরে সেনাবাহিনী একটি বিশাল পরিমাণ সন্ত্রাসী আয়োজনের সন্ধান পেয়েছে যার মধ্যে একটি মার্কিন এম-২৪ স্নাইপার রাইফেল এবং একটি পাকিস্তানি অর্ডিন্যান্স কারখানায় তৈরি একটি ল্যান্ডমাইনও রয়েছে।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।